৭৮৬
৯২

সম্পাদকের তিন প্রসঙ্গ

(১) ব্যাঙ্কের সূদ প্রসঙ্গ
(২) ঈদের চাঁদ প্রসঙ্গ
(৩) মাওদুদী প্রসঙ্গ

pdf By Syed Mostafa Sakib

মুফতী গোলাম ছামদানী রেজবী

৭৮৬/৯২

সম্পাদকের তিন প্রসঙ্গ

(১) ব্যাঙ্কের সূদ প্রসঙ্গ
(২) ঈদের চাঁদ প্রসঙ্গ
(৩) মাওদূদী প্রসঙ্গ

মুফতী গোলাম ছামদানী রেজবী

ইসলাম পুর কলেজ রোড
পোঃ - ইসলামপুর, জেলা - মুর্শিদাবাদ
পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
বাড়ির ফোন — ৯৭৩৩৫০৩৮৯৫
মোবাইল - ৯৭৩২৭০৪৩৩৮

(ক)

pdf By Syed Mostafa Sakib
Rs 3000

প্রকাশক ঃ —

মোহাম্মাদ ওরফ্ ইমরান উদ্দিন রেজবী

ইসলামপুর কলেজ রোড, পোষ্ট - ইসলামপুর, জেলা — মুর্শিদাবাদ

প্রথম সংস্করণ ঃ — ০১/০১/২০০৬

সংখ্যা ঃ — ২০০০

বিনিময় মূল্য ঃ —

কম্পিউটার কম্পোজ ঃ — নূর পাবলিকেশান্স

অক্ষর বিন্যাসঃ — মৌলানা এম, এ, হালিম ক্বাদেরী

☞ — মুবাইল — ৯৭৩৩৯৩৬৪৯৪

☞ — মুবাইল — ৯৯৩২৩৫৯৭৬৮

— ঃ প্রাপ্তিস্থান ঃ —

ইম্পিরিয়াল বুক হাউস ঃ — ৫৬নং কলেজ ষ্ট্রীট (কোলকাতা)

মাওলানা ষ্টোর্স ঃ — শেখ পাড়া, মুর্শিদাবাদ

রেজা লাইব্রেরী ঃ — নলহাটী, বীরভূম

নূরী অ্যাকাডেমী ঃ — গাড়ীঘাট, মুর্শিদাবাদ

কালিমী বুক ডিপো ঃ — সাইদাপুর, মুর্শিদাবাদ

সাঈদ বুক ডিপো ঃ — দারইয়া পুর, মালদা

মুফতি বুক হাউস ঃ — রঘুনাথ গঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

pdf By Syed Mostafa Sakib

আন্তরিক আবেদন

আমার সুন্নী ভাইগণ! নিশ্চয় আপনারা উপলব্ধি করিতেছেন যে, ওহাবী, দেওবন্দী, তাবলিগী জামায়াত ও জামায়াতে ইসলামী ইত্যাদি বাতিল ও বেদয়াত জামায়াতগুলি সুন্নীদিগকে গোমরাহ করিবার জন্য ব্যাপক প্রচার চালাইতেছে। আপনাদের আক্বীদাহ ও আমলগুলি যাহা কুরয়ান ও হাদীসের আলোকে অবশ্য অবশ্যই সঠিক। সেইগুলিকে ইহারা শির্ক ও বেদয়াত বলিয়া ব্যাখ্যা করিতেছে। আপনারাও ইহাদের অপ ব্যাখ্যায় অনেক সময় বিভ্রান্ত হইয়া পড়িতেছেন। এইজন্য আমি আপনাদের কাছে আন্তরিক আবেদন করিতেছি যে, আমার সমস্ত বই পুস্তক কেবল আপনাদের হাতে থাকিলে যথেষ্ট হইবে না, বরং ব্যাপক থেকে ব্যাপক করিবার প্রয়োজন রহিয়াছে। কারণ, আমার সমস্ত বই পুস্তক হানাফী মাযহাবের আলোকে লেখা। যদি বাতিল ফিরকাগুলির প্ররচনায় মাযহাব থেকে খানিকটা দুরে সরিয়া গিয়া থাকেন, তাহা হইলে আশাকরি আমার বই পুস্তক আবার আপনাকে মাযহাবের কাছাকাছি করিয়া দিবে। সূতরাং আপনি আপনার সঞ্চয়ের একাংশ নিছক আল্লাহ্‌র অয়াস্তে বাহির করিয়া কিছু বই পুস্তক ক্রয় করতঃ দুর দুরান্তে নয়, বরং নিজের এলাকায় বিনা পয়সায় মানুষের হাতে তুলিয়া দিন। যদি ইহা সম্ভব না হইয়া থাকে, তাহা হইলে যাকাত, ফিৎরা, উশুর ও কুরবানীর পয়সায় ক্রয় করিয়া বিতরণ করিয়া দিন। ইহাতে যাকাত, ফিৎরা ইত্যাদি আদায় হইয়া যাইবে, বরং ইহাতে স্থায়ী কাজ হইবে। আর যদি ইহাও সম্ভব না হইয়া থাকে, তাহা হইলে আপনি আপনার আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধবদের প্রেরণা দিয়া পয়সার বিনিময়ে পুস্তক পুস্তিকাগুলি প্রচার করিবার চেষ্টা করিবেন। যদি এতটুকু শ্রম আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করা সম্ভব না হইয়া থাকে, তাহা হইলে হয় তো আপনি কোন দিন এই বাতিল ফিরকাগুলির শিকার হইয়া নিজের মাযহাব - তথা ঈমান থেকে সরিয়া যাইতে পারেন।
— বই পুস্তকের জন্য সরাসরি আমার সহিত যোগাযোগ করিবেন।

গোলাম ছামদানী রেজবী

pdf By Syed Mostafa Sakib

পুস্তিকা লিখিলাম কেন?

ব্যাঙ্কের সুদ, এল, আই, সি ও পিয়ারলেস ইত্যাদি জায়েজ কি না, এ বিষয় নিয়ে মুসলিমরা অত্যন্ত বিভ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছেন। উলামায়ে আহলে সুন্নাত উর্দু ভাষায় বহু পুস্তিকাদি ও পত্র পত্রিকার মাধ্যমে ব্যাঙ্কের সুদ ইত্যাদি বিষয়ে ফতওয়া প্রচার করিয়াছেন। কিন্তু এ যাবত বাংলা ভাষায় আহলে সুন্নাতের কোন ফতওয়া প্রচার হয় নাই বলিলে চলে। বহু স্থানে আমরা ব্যাঙ্কের সুদ সম্পর্কে বিভিন্ন প্রশ্নের স্মুখীন হইয়া থাকি। তাই আমি উহার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়া গত ৩১/০১/৮৯ সালে 'ইমাম আহমাদ রেজা' পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় ব্যাঙ্কের সুদ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি এবং ০১/০১/৯০ সালে প্রকাশিত উক্ত পত্রিকার দ্বিতীয় সংখ্যায় মসলাটি সংক্ষিপ্ত ভাবে আলোচনা করিয়াছি। ইহাতে কয়েকজন আলেম আমাকে পরামর্শ দিয়াছেন যে, যদি আপনি ব্যাঙ্কের সূদ সম্পর্কে সতন্ত্রভাবে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করিয়া দিতে পারেন, তাহা হইলে সাধারন মানুষ খুবই উপকৃত হইবেন। তাই তাহাদের পরামর্শ অনুযায়ী 'ব্যাঙ্কের সুদ প্রসঙ্গ' পুস্তিকাটি প্রকাশ করিয়া দিলাম। জনসাধারন উপকৃত হইলে আমার শ্রম স্বার্থক হইবে।

গোলাম ছামদানী রেজবী

২৫/১০/৯০

pdf By Syed Mostafa Sakib

pdf By Syed Mostafa Sakib

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
১। সুদের ইসলামী হুকুম	৩
২। সুদ সম্পর্কে একটি মৌলিক হাদীস	৪
৩। সুদের শর্তাবলী	৫
৪। কাফেরের শ্রেণী ভাগ	৬
৫। তিন প্রকার কাফেরের হুকুম	৭
৬। ইমামগনের মতভেদ	৭
৭। ভারতবর্ষের অমুসলিমরা হারবী কাফের	৮
৮। ভারতবর্ষ দারুল ইসলাম	৮
৯। মোগল যুগেও অমুসলিমরা হারবী কাফের	৯
১০। ব্যাঙ্ক, এল, আই, সি ও পিয়ারলেস ইত্যাদির মাধ্যমে সঞ্চয়	১০
১১। ব্যাঙ্ক ইত্যাদির লভ্যাংশ ত্যাগ করিলে গোনাহ হইবে	১০
১২। ব্যাঙ্ক ও ব্লক ইত্যাদি হইতে লোন লইয়া সুদ দেওয়া হারাম	১১
১৩। ভারতবর্ষের উলামায় আহলে সুন্নাত	১১
১৪। উলামায় দেওবন্দ বিভ্রান্ত	১২
১৫। কতিপয় উলামায় কিরামদের স্বাক্ষর	১৩
১৬। পরিশেষে পরামর্শ স্বরূপ বলিতেছি	১৪
১৭। ইসলামের দরবারে আধুনিক যন্ত্র	১৫
১৮। রেডিও সংবাদে ইদের নামাজ জায়েজ কিনা?	১৭
১৯। কয়েকটি প্রশ্ন	২০
২০। পাকিস্তানে হিলাল কমিটি বাতিল	২১
২১। উলামাদের দায়িত্ব	২৪
২২। হিলাল কমিটি করুন	২৫
২৩। ২০০৬ সালের ইদ	৩৩

২৪। প্রশ্নোত্তর ৩৯
২৫। শেষ কথা ৪৭
২৬। ২০০৭ সালের ইদ ৪৯
২৭। একটি জটিল প্রশ্ন ৫১
২৮। প্রশ্নোত্তর ৫৩
২৯। সুন্নীদের প্রতি আবেদন ৫৭
৩০। এই সেই মিষ্টার মাওদূদী ৫৯
৩১। মাওদুদী সাহেবকে চিনে নিন ৬১
৩২। মাওদুদী সাহেবের ভ্রান্ত মতবাদ ৬৪
৩৩। সুন্নী গবেষণা কেন্দ্র ৬৭
৩৪। জীবন দর্শন সম্পর্কে মাওদুদীর ৪টি মতবাদ ৭০
৩৫। মাওদুদীর মতে ৭২

pdf By Syed Mostafa Sakib

[ব্যাঙ্কের সুদ প্রসঙ্গ]

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَالصَّلٰوةُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ

পবিত্র কোরআন মাজীদে ও হাদীস শরীফে সুদকে হারাম ও সুদখোরকে চরম পর্যায়ের অপরাধী বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। যথা — সূরা বকর ও আলে ইমরানের মধ্যে সুদকে স্পষ্ট হারাম ও সুদখোর কিয়ামতের দিবস পাগলের ন্যায় উঠিবে এবং জাহান্নামী হইবে এবং যাহারা সুদ ত্যাগ করিবে না তাহাদিগকে আল্লাহ ও তাঁহার রাসুলের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে বলা হইয়াছে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম সুদ গ্রহিতা, সুদ দাতা, সুদের সাক্ষ প্রদানকারী ও সুদ লেখকের প্রতি অভিশম্পাত করতঃ বলিয়াছেন, ইহারা গোনাহের দিক দিয়া সমপর্যায়। (মিশকাত শরীফ ২৪৪পৃষ্ঠা)

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম আরও বলিয়াছেন — সুদের গোনাহ এইরূপ সত্তরটি গোনাহের সমপর্যায়, যাহার মধ্যে সব চাইতে ছোট গোনাহ নিজ মাতার সহিত ব্যাভিচারে লিপ্ত থাকা। (ইবনো মাজা মোতার্জাম ২য় খন্ড ৩১ পৃষ্ঠা)

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম আরও বলিয়াছেন — ইচ্ছাকৃত সুদের একটি পয়সা ভক্ষণ করা আল্লাহ তায়ালার নিকট কাবা শরীফের মধ্যে ছত্রিশবার জেনা করা অপেক্ষা নিকৃষ্ট। (তিবরানী, সংগৃহীত ফাতাওয়ায় রেজবীয়া ২য় খন্ড ২৩২ পৃষ্ঠা)

সুদের ইসলামী হুকুম

যেহেতু কোরান ও হাদীস শরীফের অকাট্য দলিলে সুদ হারাম বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে, সেইহেতু সুদ খাওয়া কবীরাহ গোনাহ। সুদখোর ফাসেক। উহার সাক্ষ গ্রহণযোগ্য নয়। সুদ হারাম হওয়া অস্বীকারকারী কাফের। (বাহারে শরীয়ত ১১খন্ড ১৩৯ পৃষ্ঠা)

pdf By Syed Mostafa Sakib

সুদ সম্পর্কে একটি মৌলিক হাদীস

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলিয়াছেন— সোনার বদলে সোনা, চাঁদির বদলে চাঁদি, গমের বদলে গম, যবের বদলে যব, খেজুরের বদলে খেজুর ও নিমকের বদলে নিমক সমান সমান বিক্রয় করিবে। যখন এই জাতীয় জিনিষগুলি এক জাতীয় না হইবে, তখন নগদে যেরূপ ইচ্ছা বিক্রয় করিতে পারিবে। (মিশকাত ২৪৪ পৃষ্ঠা)

উল্লেখিত হাদীসে যে ছয়টি বস্তুর নাম বর্ণিত হইয়াছে। ঐ ছয়টির মধ্যে সুদ সীমাবদ্ধ নয়। হুজুর সোনা ও চাঁদি বলিয়া সমস্ত ধাতুর দিকে ইংগিত করিয়াছেন। অনুরূপ গম ও যব বলিয়া সমস্ত প্রকার শস্যাদির দিকে এবং খেজুর বলিয়া সমস্ত প্রকার ফলের দিকে ইংগিত করিয়াছেন।

সুদের শাব্দিক অর্থ

কোরআন মাজীদে ও হাদীস শরীফে সুদ অর্থে 'রিবা' শব্দ ব্যবহার হইয়াছে। 'রিবা' শব্দের আবিধানিক অর্থ হইল 'বেশি' বা 'সুদ'। (মিসবাহুল লোগাত ২৭৭ পৃষ্ঠা)

সুদের ইসলামী অর্থ

ওজনে অথবা ধামা ইত্যাদিতে মাপিয়া ক্রয় বিক্রয় হইয়া থাকে এইরূপ এক জাতীয় দুইটি জিনিষের মধ্যে কম বেশি হওয়াকে সুদ বলা হয়। (হিদায়া ২য়খন্ড ৬১পৃষ্ঠা)

জরুরী বিজ্ঞাপন

প্রিয় পাঠক! 'সম্পাদকের তিন প্রসঙ্গ' পুস্তকটি আপনার হাতে রহিয়াছে। বর্তমান মুসলিম সমাজের জন্য প্রসঙ্গগুলি যে কত জরুরী তাহা নিশ্চয় আপনি উপলব্ধি করিতে পারিতেছেন। সূতরাং পুস্তকটি ব্যাপক থেকে ব্যাপক করিবার জন্য অনুরোধ করিতেছি। কেবল 'তিন প্রসঙ্গ' নয় বরং আমার সমস্ত বই পুস্তক সুন্নীদের ঘরে ঘরে থাকা জরুরী।

সুদের শর্তাবলী

সুদ হইবার জন্য কয়েকটি মৌলিক শর্ত রহিয়াছে। যথা — (১) - ওজন (২) - এক জাতীয় জিনিষ (৩) - দাতা ও গ্রহীতা মুসলমান ইত্যাদি। এই শর্তগুলি পূর্ণভাবে পাওয়া গেলে সুদ হইবে। অন্যথায় সুদ হইবে না। যথা — একজন মুসলমা ন আর একজন মুসলমানের নিকট হইতে এক কিলো চাউল লইলে সুদ হইবে। অনুরূপ একজন মুসলমান আর একজন মুসলমানের নিকট হইতে এক কিলো গম দিয়া এক কিলোর বেশি গম লইলে সুদ হইবে। কারণ, এখানে সুদের সমস্ত শর্তগুলি পাওয়া যাইতেছে। কিন্তু একজন মুসলমান আর একজন মুসলমানের নিকট হইতে নগদে এক কিলো গম দিয়া দুই কিলো চাউল লইলে সুদ হইবে না। কারণ, গম ও চাউল ওজনে ক্রয় বিক্রয় হইলেও এক জাতীয় না হইবার কারণে সুদ হইল না। — একজন মুসলমান আর একজন মুসলমানকে নগদে এক টাকা দিয়া দুই টাকা লইলে সুদ হইবে না। যেমন —ভারতীয়রা এক টাকা দিয়া বাংলাদেশীদের নিকট হইতে দুই টাকা লইয়া থাকে। অনুরূপ সৌদিরা এক রিয়াল দিয়া ভারতীয়দের নিকট হইতে চার টাকা লইয়া থাকে। এইগুলি সুদ হইবে না। কারণ, টাকা ওজনে ক্রয় বিক্রয় হয় না। যাহা গণনায় ক্রয় বিক্রয় হইয়া থাকে, উহাতে কম - বেশি নেওয়া দেওয়া করিলে সুদ হইবে না। যেমন — নগদে একটি ডিমের বদলে দুইটি ডিম লইলে সুদ হইবে না। (কানজুদ্ দাকায়েক পৃষ্ঠা ২৪৯, হিদায়া ২য় খন্ড ৬৫পৃষ্ঠা)

একজন মুসলমান একজন হারবী কাফেরের নিকট হইতে নগদে অথবা ধারে চাউলের বদলে চাউল এক কিলো দিয়া দুই কিলো লইলে অথবা গমের বদলে গম এক কিলো দিয়া দুই কিলো লইলে অথবা একটি টাকা দিয়া দুইটি টাকা লইলে সুদ হইবে না। কারণ, সুদ হইবার জন্য একটি বিশেষ শর্ত হইল দাতা ও গ্রহীতা মুসলমান হওয়া। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলিয়াছেন — মুসলমান ও হারবী কাফেরের মধ্যে সুদ বলিয়া কিছু নাই। (কানজুদ্ দাকায়েক ২৫০ পৃষ্ঠা, টীকা নং ৭, হিদায়া ২য় খন্ড ৭০ পৃষ্ঠা)

pdf By Syed Mostafa Sakib

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

পাল্লাতে ওজন করিয়া অথবা পালি, হেঁটে ও ধামা ইত্যাদিতে মাপিয়া ক্রয় বিক্রয় হইয়া থাকে, এই প্রকার এক জাতীয় দুইটি জিনিষের মধ্যে মুসলমান মুসলমানের নিকট হইতে কম বেশি আদান প্রদান করিলে সুদ হইবে। কিন্তু যাহা ওজনে অথবা ধামা ইত্যাদিতে মাপিয়া ক্রয় বিক্রয় হয় না, বরং গণনায় অথবা গজে মাপিয়া ক্রয় বিক্রয় হইয়া থাকে যথা — কাগজের নোট ও যে কোন ধাতুর টাকা পয়সা, ডিম ও কাপড় ইত্যাদি। এই সব জিনিষগুলির মধ্যে মুসলমান মুসলমানের নিকট হইতে নগদে কম বেশি নেওয়া দেওয়া করিলে সুদ হইবে না। কিন্তু একান্ত মনে রাখা প্রয়োজন যে, উল্লেখিত জিনিষগুলির মধ্যে মুসলমান মুসলমানের নিকট হইতে কম বেশি নেওয়া দেওয়ার শর্তে ধারে কারবার করিলে অবশ্যই সুদ হইয়া যাইবে। কিন্তু মুসলমান হারবী কাফেরের নিকট হইতে নগদে অথবা ধারে এক কিলো চাউল দিয়া দুই কিলো চাউল লইলে অথবা এক টাকা দিয়া দুই টাকা লইলে সুদ হইবে না।

কাফেরের শ্রেণী ভাগ

ইসলামের পরিভাষায় কাফের তিন প্রকার। (১) - মোস্তামান (২) - জিম্মী (৩) - হারবী। ১নং — যে কাফের সাময়িক কালের জন্য আশ্রয় লইয়া দারুল ইসলামে আসিয়াছে, তাহাকে 'মোস্তামান' বলা হয়।

২নং — যে কাফের চুক্তির মাধ্যমে দারুল ইসলামে স্থায়ীভাবে বাস করিয়া থাকে, তাহাকে 'জিম্মী' বলা হয়।

৩নং — যে কাফের আশ্রয় লইয়া সাময়িক কালের জন্য দারুল ইসলামে প্রবেশ করে নাই অথবা দারুল ইসলামে থাকার জন্য মুসলিম বাদশার সহিত চুক্তি করে নাই, তাহাকে 'হারবী' বলা হয়।

তিন প্রকার কাফেরের হুকুম

(১) - যেহেতু মুসলমান বাদশাহ মোস্তামিন কাফেরকে সাময়িক কালের জন্য আশ্রয় প্রদান করিয়াছেন, সেইহেতু মুসলমানদের সহিত যে ব্যবসা হারাম সে ব্যবসা উহার সহিতও হারাম। যেমন মুসলমানদের নিকট মরা জিনিষ বিক্রয় করা ও উহার নিকট হইতে এক টাকা দিয়া দুই টাকা নেওয়া হারাম। অনুরূপ মোস্তামান কাফেরের নিকট মরা জিনিষ বিক্রয় করা ও এক টাকা দিয়া দুই টাকা নেওয়া হারাম।

(২) - যেহেতু জিম্মী কাফের ইসলামের নিকট নতিস্বীকার করিয়া মুসলিম বাদশাহকে জিজিয়া প্রদান করিয়া থাকে এবং বাদশাহে ইসলাম উহার জান ও মালের হিফাজতের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। সেহেতু উহার সহিত সর্বপ্রকার অবৈধ ব্যবসা হারাম। যেমন, মুসলমান ও মোস্তামান কাফেরের নিকট মৃত জিনিষ বিক্রয় করা ও এক টাকা দিয়া দুই টাকা নেওয়া হারাম। তেমন জিম্মী কাফেরের নিকট মৃত জিনিষ বিক্রয় করা ও এক টাকা দিয়া দুই টাকা নেওয়া হারাম।

(৩) - হারবী কাফেরের হুকুম সম্পূর্ণ সতন্ত্র। মুসলমান, মোস্তামান ও জিম্মী কাফেরের সহিত যে ব্যবসা হারাম, উহা হারবী কাফেরের সহিতহালাল। হারবী কাফেরের নিকট মরা জিনিষ বিক্রয় করা ও এক টাকা দিয়া দুই টাকা নেওয়া হালাল।

ইমামগণের মতভেদ

হারবী কাফেরের নিকট মরা জিনিষ বিক্রয় করা ও উহার নিকট হইতে ১টাকা দিয়া ২টাকা নেওয়া সর্ম্পকে ইমামগনের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে। ইমাম শাফয়ী ও অন্যান্য ইমামগন উহা নাজায়েজ বলিয়াছেন। ইমাম আবু হানিফা আলাইহির রহমাহ হালাল বলিয়াছেন। কারণ, হুজুর সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলিয়াছেন—মুসলমান ও হারবী কাফেরের মধ্যে সুদ বলিয়া কিছু নাই। যাহা উপরে বর্ণিত হইয়াছে। ইমাম আবু হানিফা আরও বলিয়াছেন হারবী কাফেরের মাল হালাল। চুক্তির মাধ্যমে মুসলমান হারবী কাফেরের নিকট হইতে যাহা কিছু গ্রহন করিবে সবই হালাল হইবে। (হিদায়া ২য় খন্ড ৭০ পৃষ্ঠা, শামী ৫ম খন্ড ১৮৬ পৃষ্ঠা, তাফসীরাতে আহমাদীয়া ৩৯৭ পৃষ্ঠা)

pdf By Syed Mostafa Sakib

ভারতবর্ষের অমুসলিমরা হারবী কাফের

ভারতবর্ষের অমুসলিমরা নিঃসন্দেহে হারবী কাফের। কারণ, ইহারা মুসলিম বাদশার নিকট আশ্রয় লইয়া সাময়িক কালের জন্য ভারতে আসে নাই। অনুরূপ ইহারা মুসলিম বাদশাহকে জিজিয়া দেওয়ার শর্তে চুক্তিতে আবদ্ধ হইয়া স্থায়ীভাবে বসবাস করিতেছে না। তাই ইহারা মোস্তামান অথবা জিম্মী কাফেরের অন্তর্ভূক্ত হইতে পারে না। কারণ, মোস্তামান হইবার জন্য মুসলিম বাদশার নিকট আশ্রয় গ্রহণ করা শর্ত। অনুরূপ জিম্মী হইবার জন্য মুসলিম বাদশার সহিত চুক্তিতে আবদ্ধ হইয়া জিজিয়া প্রদান করা শর্ত। যেহেতু ইহাদের মধ্যে এই শর্তগুলি পাওয়া যায়না, সেহেতু ইহারা নিঃসন্দেহে হারবী কাফের।

ভারতবর্ষ দারুল ইসলাম

যে দেশে ইসলামী আইন-কানুন ব্যাপকভাবে চালু থাকে, ঐ দেশকে ইসলামের পরিভাষায় 'দারুল ইসলাম' বলা হয়। 'দারুল হরব্' হইবার জন্য অনেকগুলি শর্ত রহিয়াছে। যতক্ষণ পর্যন্ত ঐ শর্তগুলি পূর্ণভাবে পাওয়া না যাইবে ততক্ষণ পর্যন্ত কোন দেশ 'দারুল হারব্' হইবে না। যথা — (১) - কাফের মোশরেকদের দেশ শাসন করা (২) - মোশরেকদের মোশরেকানা আইন - কানুন প্রকাশ্যে চালু হওয়া (৩) - ইসলামী কানুন মূলতঃ চালু না থাকা (৪) - দারুল হারবের নিকট কোন মুসলিম দেশ না থাকা (৫) - মুসলমান ও মোশরেক উভয়ের কানুন চালু থাকা ইত্যাদি। (দুর্রে মূখতার, শামী ৪খন্ড ১৭৪, ১৭৫ পৃষ্ঠা)

উল্লেখিত শর্তগুলি সামনে রাখিয়া ভারতবর্ষের দিকে লক্ষ্য করিলে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, ভারতবর্ষ আদৌ দারুল হরব্ নয়। কারণ, কাফের মোশরেকরাই কেবল দেশ শাসন করিতেছেনা। অনুরূপ কাফের মোশরেকদের আইন-কানুন প্রকাশ্যে চালু থাকিলেও ইসলামী আইন - কানুনও ব্যাপকভাবে চালু রহিয়াছে। আবার ভারতবর্ষের পাশেই বাংলাদেশ ও পাকিস্থান ইত্যাদি মুসলিম দেশও রহিয়াছে। অতএব ভারতবর্ষ নিঃসন্দেহে দারুল ইসলাম। এমনকি ইংরেজদের শাসনকালে ভারতবর্ষ দারুল ইসলাম ছিল। এ বিষয়ে ইমাম আহমাদ রেজা আলাইহির রাহমাহ একখানা অতুলনীয় কিতাব লিখিয়াছেন। যথাক্রমে কিতাবখানার নাম "ই'লামুল আ' লাম বি আন্নাল হিন্দা দারুল ইসলাম"।

আপনি বিভ্রান্ত হইবেন না

ভারতবর্ষ দারুল ইসলাম বলিয়া এখানকার অমুসলিমরা হারবী হইবেনা এমন কথা নয়। দারুল হারব্ হইবার শর্তগুলি পাওয়া না যাইবার কারণে ভারতবর্ষ দারুল ইসলাম। কিন্তু এখানকার অমুসলিমরা নিজেদের ধর্ম পালন করিবার দিক দিয়া পূর্ণ স্বাধীন। অতএব ইহারা নিঃসন্দেহে হারবী কাফের।

মোঘল যুগেও অমুসলিমরা হারবী কাফের ছিল

ভারতবর্ষের অমুসলিমরা কোন সময় 'মোস্তামান' অথবা 'জিম্মী' কাফেরের অন্তর্ভূক্ত হয় নাই। ইহারা মোঘল যুগেও হারবী কাফের ছিল। করণ, মুসলিম বাদশার নিকট আশ্রয় লইয়া সাময়িক কালের জন্য বসবাসকারী কাফেরকে 'মোস্তামান' বলা হয়। ভারতবর্ষের অমুসলিমরা কোন সময় অস্থায়ী নয়। অতএব ইহারা মোস্তামান কাফের নয়। দারুল ইসলামে নিরাপদে থাকিবার জন্য মুসলিম বাদশার সহিত চুক্তির মাধ্যমে জিজিয়া প্রদানকারীকে 'জিম্মী' বলা হয়। মোঘল যুগে অমুসলিমরা বাদশাদিগকে জিজিয়া প্রদান করিত না। মোঘল বাদশারা মুসলমানদের নিকট হইতে উশুর, জাকাত ইত্যাদি আদায় করিত। অনুরূপ অমুসলিমদের নিকট হইতে কর আদায় করিত। অমুসলিমদের প্রদান করা ট্যাক্স বা করকে যাহারা জিজিয়া বলিয়া আখ্যা দিয়া থাকে, তাহারা ইসলামী জিজিয়ার অর্থই জানেনা। ইসলামী জিজিয়া প্রদা ন করিবার বিশেষ নিয়ম রহিয়াছে। যথা — (১) - জিজিয়া লইয়া বাদশার দরবারে সরাসরি উপস্থিত হওয়া (২) - উট, ঘোড়া ইত্যাদি যানবাহনে আরোহন না করিয়া পায়ে হাঁটিয়া যাওয়া (৩) - জিজিয়া লইয়া যাইবার সময়ে মাথা নিচু করিয়া যাওয়া (৪) - জিজিয়া প্রদান করিবার সময় মাথা নিচু করিয়া রাখা (৫) - জিজিয়া প্রদান করিবার সময় প্রদানকারীর হাত নিচুতে থাকা (৬) - বাদশাহ অথবা উহার প্রতিনিধির হাত উপরে থাকা (৭) - বাদশাহ অথবা উহার প্রতিনিধি জিজিয়া গ্রহণ করিবার সময় 'হে জিম্মী, জিজিয়া দাও' অথবা এই প্রকার কোন ভাষা ব্যবহার করা ইত্যাদি। (তাফসীরাতে আহমাদীয়া ৩০০পৃষ্ঠা) এইরূপ নিয়মের মাধ্যমে যে কাফের মুসলমান বাদশাহকে জিজিয়া প্রদান করিয়া থাকে তাহাকে 'জিম্মী' বলা হয়। নিশ্চয় অমুসলিমরা মোঘল বাদশাহদিগকে এই প্রকার নিয়মের মাধ্যমে জিজিয়া প্রদান করিত না। তাই তাহারা অবশ্যই হারবী কাফের ছিল।

pdf By Syed Mostafa Sakib

ব্যাঙ্ক, এল, আই, সি ও পিয়ারলেস ইত্যাদির মাধ্যমে সঞ্চয়

এ পর্যন্ত কোরআন ও হাদীস শরীফের আলোকে আলোচনা করিয়া আমরা সিদ্ধান্তে আসিতে পারিলাম যে, ভারতবর্ষ দারুল ইসলাম হওয়া সত্বেও এখানকার অমুসলিমরা সর্বদিক দিয়া স্বাধীন হইবার কারণে ইহারা হারবী কাফেরের অন্তর্ভূক্ত। ইসলামী বিধান অনুযায়ী হারবী কাফেরের নিকট হইতে সরাসরি চুক্তির মাধ্যমে এক টাকা দিয়া দুই টাকা নেওয়া হালাল। অতএব ব্যাঙ্ক, এল, আই, সি ও পিয়ারলেস ইত্যাদির মাধ্যমে সঞ্চয় করা অবশ্যই হালাল।

ব্যাঙ্ক ইত্যাদির লভ্যাংশ ত্যাগ করিলে গোণাহ হইবে

যেহেতু আল্লাহ তায়ালা সুদকে হারাম বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন, সেইহেতু সুদ কোন সময় হালাল নয়। কিন্তু ব্যাঙ্ক, এল, আই, সি ইত্যাদি হইতে যে লভ্যাংশ পাওয়া যায়, উহা মূলতঃ সুদে গণ্য নয়। ব্যাঙ্ক ইত্যাদির কোম্পানী ব্যাঙ্কের মুনাফা বা লভ্যাংশকে সুদ বলিয়া দিলেও উহা সুদ হইয়া যাইবে না। যেমন — গরু, ছাগল ইত্যাদি হালাল পশুকে শুকর বলিয়া দিলে ঐ পশুগুলি শুকর হইয়া যায় না। তেমন ব্যাঙ্কের লভ্যাংশকে সুদ বলিয়া দিলে সুদ হইয়া যাইবে না। হালাল পশুকে হারাম বলিয়া ত্যাগ করিলে গোনাহ হইবে। অনুরূপ ব্যাঙ্কের সুদ ইত্যাদি যাহা কোরআন, হাদীস মোতাবিক আদৌ সুদে গণ্য নয়। বরং হালাল বলিয়া প্রমানীত হইয়াছে, উহাকে হারাম বলিয়া ত্যাগ করিলে নিশ্চয় গোনাহ হইবে।

প্রকাশ থাকে যে, মুসলমানের পয়সা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ মন্দ কাজে ব্যয় হইলে গোনাহ হইবে। ব্যাঙ্ক ইত্যাদির মুনাফা ত্যাগ করিলে ইসলাম বিরোধী শক্তিকে সাহায্য করা হইবে এবং উক্ত টাকায় মন্দির, মিশন ইত্যাদি গড়িয়া উঠিবে। সেইহেতু উহা ত্যাগ করিলে গোনাহ হইবে। তবুও যদি কেহ সন্দেহ পোষণ করতঃ উহা ভক্ষণ করিতে না চায়, তাহা হইলে ব্যাঙ্ক হইতে উক্ত টাকা উঠাইয়া নিয়া মুসলিমদের জনহিতকর কাজে ব্যয় করা একান্ত জরুরী।

ব্যাঙ্ক ও ব্লক ইত্যাদি হইতে লোন লইয়া সুদ দেওয়া হারাম

ইসলাম যেমন সুদ নেওয়া হারাম বলিয়াছে, তেমন সুদ দেওয়াও হারাম বলিয়াছে। অতএব ব্যবসায় উন্নতি করিবার উদ্দেশ্যে অথবা কোন ইমারত তৈরী করিবার জন্য ব্যাঙ্ক, ব্লক ইত্যাদি হইতে লোন লইয়া সুদ দেওয়া হারাম। কিন্তু শরীয়ত সাপেক্ষ কারণ হেতু বাধ্য হইয়া সুদ দিলে গোনাহ হইবে না। যেমন — কোন ব্যক্তির অবস্থা এমন পর্যায় পৌঁছিয়াছে যে, সুদ না দিলে কোন প্রকার জীবন যাপন হইবে না, এই ক্ষেত্রে কেবল প্রয়োজন মত লোন লইয়া সুদ দিলে গোনাহ হইবে না। (ফাতাওয়ায় রেজবীয়া ৩ খন্ড ২৪৩ পৃষ্ঠা, আনওয়ারুল হাদীস ৩২২ পৃষ্ঠা, ব্যাঙ্ক ও তেজারতী সুদ ৩৭ পৃষ্ঠা) প্রকাশ থাকে যে, বিশেষ কারণ বশতঃ ইসলাম হারাম কার্য করিবার অনুমতি দিয়া থাকে। যেমন মরা পশু ভক্ষণ করা হারাম। কিন্তু মরা পশু ভক্ষণ না করিলে যদি প্রাণ যাইবার আশংকা থাকে, তাহা হইলে মরা পশু প্রয়োজন মত ভক্ষণ করিবার অনুমতি রহিয়াছে। দুঃখের বিষয়, বর্তমানে মুসলমানেরা পার্থিব উন্নতির জন্য ব্যাঙ্ক, ব্লক ইত্যাদি হইতে লোন লইয়া সুদ দিতে আদৌ দ্বিধা করিতেছে না। অনুরূপ মুসলমান মুসলমানের নিকট হইতে জমি ও পুকুর বন্ধক রাখিয়া সুদ খাইতেও পরওয়া করিতেছে না। কিন্তু ব্যাঙ্কের লভ্যাংশ যাহা মূলতঃ সুদ নহে, উহা সুদ ধারণা করিয়া ত্যাগ করিতেছে।

ভারতবর্ষের উলামায়ে আহলে সুন্নাত

ব্যাঙ্ক, এল, আই, সি ইত্যাদি হইতে যে লভ্যাংশ পাওয়া যায়, উহা হালাল হওয়া সম্পর্কে উলামায়ে আহলে সুন্নাত সবাই একমত। উহারা বিভিন্ন পুস্তকাদি ও পত্রিকার মাধ্যমে ব্যাপক প্রচার চালাইতেছেন এবং ব্যাঙ্ক ইত্যাদির লভাংশকে হারাম ধারণা করিয়া ত্যাগ করিতে কঠোরভাবে নিষেধ করিতেছেন। উলামায় আহলে সুন্নাতের কতিপয় কিতাবের নাম ও পৃষ্ঠা উল্লেখ করিতেছি। যথা ঃ — আশরাফুত্ তাফাসীর খঃ ৩ ১৯১ পৃষ্ঠা ☆ আনওয়ারুল হাদীস ৩২২ পৃষ্ঠা ☆ বাহারে শরীয়ত ১১খন্ড ১৪৪ পৃষ্ঠা ☆ কানুনে শরীয়ত ২য় খন্ড ১৬৩ পৃষ্ঠা ☆ আহকামে শরীয়ত ১৮২ পৃষ্ঠা ☆ ফাতাওয়ায় পাসবান ১৫১ পৃষ্ঠা ☆ ফিক্‌হে পহেলিয়াঁ ২৩৮ পৃষ্ঠা ☆ রিসালায় ব্যাঙ্ক ২৪ পৃষ্ঠা ইত্যাদি।

আপনার আপত্তি কোথায় ?

যেহেতু আপনি হানিফী। আপনি অবশ্যই অবগত হইয়াছেন যে, ইমাম আবু হানিফা আলাইহির রাহমাহ হারবী কাফেরের নিকট হইতে সরাসরি চুক্তির মাধ্যমে এক টাকা দিয়া দুই টাকা নেওয়া জায়েজ বলিয়াছেন এবং বর্তমান ভারতবর্ষের সমস্ত উলামায় আহলে সুন্নাত উহা জায়েজ বলিতেছেন। আপনি আরও অবগত হইয়াছেন যে, ভারতবর্ষের অমুসলিমরা অবশ্যই হারবী কাফের। তাহা হইলে ব্যাঙ্কের লভ্যাংশ গ্রহণ করিতে আপনার আপত্তি কোথায় ?

একটি সাধারণ যুক্তি

ব্যাঙ্কের লভ্যাংশ সুদে গণ্য নয়। কারণ, সুদ হইবার জন্য দাতা ও গ্রহীতা নির্দিষ্ট হওয়া জরুরী। ব্যাঙ্ক হইতে লভ্যাংশ গ্রহণকারীকে নির্দিষ্ট করা যায় অর্থাৎ যে ব্যক্তি টাকা আমানত করিয়াছে। কিন্তু দাতাকে নির্দিষ্ট করা যায় না। কারণ, ব্যাঙ্কের কর্তৃপক্ষ প্রকৃতপক্ষে টাকার মালিক নয়। আরও বলা যাইতে পারে যে, দিনের পর দিন মুদ্রাস্ফীতি হইতেছে। অর্থাৎ টাকার মূল্য কম হইয়া যাইতেছে। বর্তমান সালে একটি টাকার যে মূল্য রহিয়াছে, দশ বৎসর পরে উহার মূল্য অনেক কম হইয়া যাইবে।

উলামায় দেওবন্দ বিভ্রান্ত

ভারতবর্ষের অমুসলিমদের নিকট হইতে এক টাকা দিয়া দুই টাকা গ্রহণ করা হালাল হওয়া সম্পর্কে দেওবন্দী আলেমগণ পরস্পর বিপরীত মত পোষণ করিয়াছেন। মাওলানা আশরাফ আলী থানবী সাহেব 'তাহজীরুল ইখওয়ান আনীর রিবা ফিল হিন্দুস্তান' নামক কিতাবে উহা কঠিনভাবে হারাম বলিয়া প্রমান করিয়াছেন। দারুল উলুম দেওবন্দের মুফতী শফী সাহেব বলিয়াছেন — "যদিও ইমাম আবু হানিফা আলাইহির রাহমাহ হারবী কাফেরের নিকট হইতে সুদ নেওয়া জায়েজ বলিয়াছেন। তথাপীও না নেওয়াই ভাল।" (দারুল উলুম দেওবন্দ ৭ খন্ড ৩৯ পৃষ্ঠা) দারুল উলুম দেওবন্দের মুফতী মাহমুদ হাসান গাঙ্গুহী সাহেব বলিয়াছেন — "ব্যাঙ্কের সুদ নেওয়া চলিবে। তবে মতভেদ থাকিবার কারণে না নেওয়াই ভাল। সব চাইতে উত্তম ইহাই যে, ব্যাঙ্কে টাকা না রাখা।

যদি কেহ রাখে তাহা হইলে খুব সাবধান! ব্যাঙ্কে সুদের টাকা অবশ্যই ছাড়িবে না। বরং ব্যাঙ্ক হইতে অবশ্যই টাকা আদায় করিয়া লইবে এবং গরীবদিগকে দান করিয়া দিবে"। (রিয়াজুল জান্নাহ ২০পৃষ্ঠা, মাসিক পত্রিকা, জৌনপুর হইতে ছাপা, সেপ্টেম্বর সংখ্যা, ১৯৮৯ সাল)

দারুল উলুম দেওবন্দ মাদ্রাসার মুফতী মাওলানা সাহুল সাহেব কেবল ব্যাঙ্ক নয়, বরং সাধারণ কাফেরদের নিকট হইতেও সরাসরি সুদ নেওয়া অত্যন্ত দৃঢ়তার সহিত জায়েজ বলিয়াছেন। (রিয়াজুল জান্নাহ ১৫ পৃষ্ঠা, সেপ্টেম্বর সংখ্যা, ১৯৮৯ সাল)

কতিপয় উলামায় কিরামের স্বাক্ষর

ব্যাঙ্কের লভ্যাংশ হালাল হওয়া সম্পর্কে সারা ভারতের আহলে সুন্নাতের সমস্ত আলেমগণ একমত। কিন্তু এই মুহূর্তে সবার সহিত যোগাযোগ করা যেমন অসম্ভব, তেমন সবার সহিত যোগাযোগ করিলেও সবার নাম প্রকাশ করাও অসম্ভব। এখানে এলাকায়ী কতিপয় বিশ্বস্ত আলেমগণের নাম লিপিবদ্ধকরা হইল।

(১)-উস্তাজুল উলামা আল্লামা জহুর আলাম সাহেব কিবলা [শায়খুল হাদীস মাদ্রাসা গওসিয়া রেজবীয়া] (২) - হজরত আল্লামা আবুল ক্বাসেম সাহেব কিবলা [শায়খুল হাদীস মাদ্রসা রাজ্জাকিয়া কালিমীয়া] (৩)-মুফতী মাকবুল আহমাদ ক্বাদেরী [শায়খুল হাদীস মাদ্রাসা জিয়াউল ইসলাম] (৪)-মাওলানা মোমতাজুদ্দীন মিসবাহী [শায়খুল হাদীস আলীপুর মাদ্রসা] (৫)-মুফতী মুজাহিদুল ক্বাদেরী সাহেব [শায়খুল হাদীস মাদ্রাসা গওসিয়া রেজবীয়া] (৬) - মুফতী অয়েজুল হক্ব সাহেব [আলীপুর মাদ্রসা] (৭)-মাওলানা ইসলামুদ্দীন নেপালী সাহেব (৮)-মুফতী আশরাফ রেজা সাহেব (৯)-অল্লামা শামসুদ্দীন ক্বাদেরী [পি, এইচ, ডি লাখনৌ] (১০)-মুফতী আরজু গয়াবী (১১)-মাওলানা হাশিম রেজা নূরী (১২)-ক্বারী ফারহাত জোবাইরী (১৩)-মাওলানা লোকমান আশরাফী [প্রাক্তন শায়খুল হাদীস] (১৪)-মুফতী জাফর হাসানাইন সাহেব (১৫)-মুফতী খয়রুদ্দীন সাহেব (১৬)-মুফতী আব্দুল হাকীম রেজবী সাহেব [প্রাক্তন শায়খুল হাদীস] (১৭) মুফতী শাহজাহান রেজবী [শায়খুল হাদীস খালতীপুর মাদ্রাসা] (১৮) মাওলানা জোবাইর আলম রেজবী (১৯)-মাওলানা আব্দুল লতীফ

সাহেব (২০) - ক্বারী সায়ফুদ্দীন সাহেব (২১) - মাওলানা কাবীরুদ্দীন সাহেব (২২) - মাওলানা সানাউল্লাহ সাহেব (২৩) - মাওলানা গোলাম মোস্তফা সাহেব (২৪) - হাফেজ আকবার হুসাইন [কোলকাতা খিদিরপুর] (২৫) মাওলানা শাহ আলাম রেজবী (২৬) - মাওলানা নুরুল ইসলাম চতুর্বেদী (২৭) - মাওলানা সাফীরুদ্দীন আহমাদ রেজবী (২৮) - মাওলানা মেহদী হাসান সাহেব (২৯) - মাওলানা তালেব আলী সাহেব (৩০) - মাওলানা আবু বাকার রেজবী সাহেব (৩১) - হাফেজ মোস্তাকীম রেজবী সাহেব (৩২) - মাওলানা আব্দুল গফুর হাবিবী সাহেব (৩৩) - মাওলানা নিয়াজ আহমাদ রেজবী সাহেব (৩৪) - মাওলানা তাফাজ্জুল হুসাইন কালিমী সাহেব (৩৫) - মাওলানা সাঈদুর রহমান আশরাফী সাহেব (৩৬) - মাওলানা আব্দুল অহেদ রেজবী সাহেব (৩৭) - মাওলানা আফজাল হুসাইন রেজবী সাহেব (৩৮) - মাওলানা যিয়াউল মুস্তফা রেজবী সাহেব (৩৯) - মাওলানা আব্দুল হালিম ক্বাদেরী সাহেব (দক্ষিণ ২৪ পরগণা) (৪০) - হাজি আইউব আলাম রেজবী সাহেব [শিক্ষক মাদ্রাসা গওসিয়া রেজবীয়া]

পরিশেষে পরামর্শ স্বরূপ বলিতেছি

আপনি ব্যাঙ্কে টাকা জমা করিবেন না। উহাতে আপনার লভ্যাংশ অতি স্বল্প হইবে। আপনি দশ হাজার টাকা দিয়া ইন্দিরা বিকাশ পত্র ক্রয় করিলে পাঁচ বৎসর পর মাত্র কুড়ি হাজার টাকা পাইবেন। অনুরূপ টাকায় কিষাণ বিকাশ পত্র ক্রয় করিলে সাড়ে পাঁচ বৎসর পর কুড়ি হাজার টাকা পাইবেন মাত্র এবং ব্যাঙ্কে সাত বৎসর মেয়াদে রাখিলে মাত্র কুড়ি হাজার টাকা পাইবেন। কিন্তু আপনি দশ হাজার টাকা লইয়া উপযুক্তভাবে ৫/৭ বৎসর ব্যবসা করিতে পারিলে লক্ষাধিক টাকা লাভ পাইতে পারেন। তাহা হইলে আপনার টাকা ব্যাঙ্কে জমা রাখিবার যৌক্তিকতা কোথায়? তবে যদি আপনার ব্যবসা করিবার কোন উপায় না থাকে অথবা বাড়িতে টাকা রাখা নিরাপদ না হয়, এমতাবস্থায় ব্যাঙ্কের মাধ্যমে টাকা জমা করিয়া নিরাপদে অবশ্যই সঞ্চয় করিবেন।

(সমাপ্ত)

[ঈদের চাঁদ প্রসঙ্গ]

ইসলামের দরবারে আধুনিক যন্ত্র

('ইমাম আহমাদ রেজা' পত্রিকায় প্রকাশিত)

প্রথমে জানিয়া রাখা উচিত যে, ইসলাম কাহারো মুখাপেক্ষি নয়। সমস্ত জিনিষ ইসলামের মুখাপেক্ষি। নতুন নতুন জিনিষ আবিষ্কার করা মূলতঃ ইসলামে অবৈধ নয়। কিন্তু নব আবিষ্কৃত জিনিষগুলি ইসলামী ঈবাদাত — উপাসনাতে ব্যবহার করা বৈধ হইবে কিনা, তাহা বিবেচনার বিষয়। এ পর্যন্ত যে সমস্ত জিনিষ আবিষ্কার হইয়াছে, সেগুলি ইসলামের দরবারে আনিতে হইবে। যদি ইসলাম অনুমোদন করিয়া থাকে, তাহা হইলে গ্রহণ করা যাইবে। অন্যথায় বর্জন করিতে বাধ্য।

যে সমস্ত জিনিষ হারাম — অবৈধ কাজের জন্য আবিষ্কার করা হইয়াছে, ইসলাম ঐ জিনিষগুলি সরাসরি হারাম ঘোষণা করিয়াছে। যথা — সমস্ত প্রকার বাদ্য যন্ত্র। যে সমস্ত জিনিষ হালাল — বৈধ ও অবৈধ কাজের জন্য আবিষ্কার করা হইয়াছে, ইসলাম সেগুলিকে কোন কোন ক্ষেত্রে জায়েজ, আবার কোন কোন ক্ষেত্রে নাজায়েজ ঘোষণা করিয়াছে। যথা — রেডিও, টেলিভিশন প্রভৃতি।

ইসলামী ঈবাদাত দুই প্রকার — মাক্সুদাহ ও গায়ের মাক্সুদাহ। যে ঈবাদাতের আসল উদ্দেশ্য আল্লাহ তায়ালার নৈকট্য লাভ করা, উহাকে ঈবাদাতে 'মাক্সুদাহ' বলা হয়। আর যে ঈবাদাতের আসল উদ্দেশ্য আল্লাহ তায়ালার নৈকট্য লাভ করা নয়, বরং ঈবাদাতে মাক্সুদার মাধ্যম স্বরূপ, উহাকে 'ঈবাদাতে গায়ের মাক্সুদাহ' বলা হয়।

যথা ঃ — নামাজ, রোজা, হজ ও যাকাত ইত্যাদি 'ঈবাদাতে মাক্সুদাহ'। নামাজ, রোজা, হজ ও যাকাতের জন্য প্রস্তুতি নেওয়া যথা — নামাজের জন্য মাসজিদের দিকে যাওয়া ও হজের জন্য সফর করা প্রভৃতি 'ঈবাদাতে গায়ের মাক্সুদাহ'।

'ঈবাদাতে মাক্সুদাহ' কোন সময় পরিবর্তন হয় না। কোরআন ও হাদীসে উহার যে নিয়ম বলা হইয়াছে, সেই নিয়মে উহা পালন করিতে হইবে। ঈবাদাতে

pdf By Syed Mostafa Sakib

মাক্‌সুদার বাহিয্যিক উদ্দেশ্য কোন প্রকারে পূর্ণ হইয়া গেলেও উহাকে পরিবর্তন করা যাইবে না। যথা — রোজার একটি বাহিয্যিক উদ্দেশ্য হইল, ইন্দ্রিয় শক্তিকে দুর্বল করিয়া দেওয়া। যদি বিনা রোজাতে কাহারো ইন্দ্রিয় শক্তি দুর্বল হইয়া যায়, তবুও রোজা ফরজ থাকিবে। অনুরূপ আজানের একটি উদ্দেশ্য, বস্তির মানুষকে একত্রিত করা। আজানের পূর্বে বস্তির সমস্ত মানুষ উপস্থিত হইয়া গেলেও আজান ত্যাগ করা যাইবে না। আরো যেমন — জুমার খুতবার বাহিয্যিক উদ্দেশ্য, মুসলমানদিগকে শরীয়তের আহকাম শিক্ষা দেওয়া। জুমার জামায়াতের সমস্ত মানুষ আলেম হইলেও বিনা খুতবাতে জুমা আদায় হইবে না। আরো বলা যাইতে পারে যে, 'হজ' একটি 'ঈবাদাতে মাক্‌সুদাহ'। যাহার বাহিয্যিক উদ্দেশ্য, বিশ্ব মুসলিমদের মিলন। যদি মক্কা শরীফ ছাড়া পৃথিবীর কোন শহরে বিশ্ব মুসলিমদের মিলনের ব্যবস্থা হয়, তবুও হজ ফরজ থাকিবে এবং কোরআন ও হাদীসে উহার যে নিয়ম বলা হইয়াছে, ঠিক সেই নিয়মে পালন করিতে হইবে।

'ঈবাদাতে গায়ের মাক্‌সুদাহ' পরিবর্তন হইতে পারে। যেমন নামাজের জন্য মসজিদের দিকে যাওয়া 'ঈবাদাতে গায়ের মাক্‌সুদাহ'। যদি কেহ মসজিদের পাশ কামরাতে থাকে এবং নামাজের জন্য গমনের প্রয়োজন না হয়, তাহা হইলে নামাজের ক্ষতি হইবে না। অথচ 'ঈবাদাতে গায়ের মাক্‌সুদাহ' এখানে পাওয়া গেল না। অনুরূপ হজের জন্য অর্থ সঞ্চয় করা, হজ অফিসে যাওয়া আসা করা, উড়োজাহাজ অথবা জলজাহাজ যোগে জিদ্দা পৌঁছানো এবং ঐখান হইতে সফর করিয়া মক্কা শরীফ উপস্থিত হওয়া প্রভৃতি কাজগুলি 'ঈবাদাতে গায়ের মাক্‌সুদাহ'। যদি কোন মানুষ মক্কা শরীফে উপস্থিত থাকে অথবা কোন ব্যক্তি উহার সমস্ত কাজ নিজের দ্বায়িত্বে নিয়া উহাকে মক্কা মোয়াজ্জামায় পৌঁছাইয়া দিয়া থাকে, হজের কোন ক্ষতি হইবে না। অথচ এখানে 'ঈবাদাতে গায়ের মাক্‌সুদাহ' পাওয়া গেল না।

ঈবাদাতে মাক্‌সুদার মধ্যে কোন প্রকার যান্ত্রিক সাহায্য নেওয়া জায়েজ নয়। কারণ, উহাতে ইসলামী বিধানের ক্ষতি সাধন হইয়া থাকে। যথা — নামাজে লাউডস্পিকার ব্যবহার করা জায়েজ নয়। ইমামের শব্দ মুকাব্বিরের মাধ্যমে

শেষ লাইনে পৌঁছানো সুন্নাত। লাউডস্পিকার ব্যবহার করিলে এই সুন্নাতটি নিহত হইয়া যায়। ইহা ছাড়াও আরো বহু ক্ষতি রহিয়াছে। অনেক স্থানে লাউডস্পিকারে নামাজ হইতেছে বলিয়া সেগুলি দলীল হইবে না।

ঈবাদাতে গায়ের মাক্‌সুদার মধ্যে যান্ত্রিক সাহায্য নেওয়া যাইতে পারে, যদি উহাতে কোন প্রকার ইসলামী বিধানের ক্ষতি না হয়। যেমন ওয়াজ ও নসিহতের জন্য লাউডস্পিকার ব্যবহার করা, রেলগাড়ি ও উড়োজাহাজের মাধ্যমে হজ করিতে যাওয়া, জেহাদের জন্য আধুনিক অস্ত্র ব্যবহার করা ইত্যাদি। এ পর্যন্ত সংক্ষিপ্তভাবে যাহা আলোচনা হইল, তাহা পরবর্ত্তি আলোচনার জন্য ভূমিকা স্বরূপ।

রেডিও সংবাদে ঈদের নামাজ জায়েজ কিনা ?

রেডিও সংবাদে ঈদ পড়া জায়েজ কিনা, ইহা জানিবার পূর্বে 'সংবাদ' ও 'শাহাদাত' এর মধ্যে পার্থক্য কি? তাহা জানিবার প্রয়োজন রহিয়াছে। সংবাদ ও শাহাদাত এক জিনিষ নয়। শাহাদাতের জন্য কয়েকটি শর্ত রহিয়াছে। যথা, (১) — দুইজন পুরুষ অথবা একজন পুরুষ ও দুইজন মহিলা হওয়া (২) — উহাদের প্রত্যেকের ন্যায়পরায়ন হওয়া এবং ফাসেক না হওয়া (৩) — কাজীর মজলিসে আমি সাক্ষ্য প্রদান করিতেছি, বলিয়া বর্ণনা আরম্ভ করা (৪) — হাকীমের সম্মুখে সাক্ষির উপস্থিত হওয়া (কাঞ্জুদ্ দাকায়েক ২৮৮ পৃষ্ঠা, হিদায়া ৩য় খন্ড ১৩৮/৪০/৪২ পৃষ্ঠা) দ্বীনি বিষয়ে সংবাদের জন্য শর্ত (১) — সাংবাদিকের মুসলমান হওয়া (২) — ন্যায়পরায়ন হওয়া। (আলম গিরী ৫ম খন্ড ৩২০ পৃষ্ঠা) অবশ্য সাংবাদিক যদি মুসলমান হয় এবং প্রকাশ্য ফাসেক না হয়, তাহা হইলে কোন কোন ক্ষেত্রে উহার সংবাদ গ্রাহ্য হইবে। (শামীর সহিত দুর্রে মুখতার ২য় খন্ড ৯৩ পৃষ্ঠা)

ইসলাম প্রত্যেক ঈবাদাতের জন্য একটি নির্দিষ্ট নিয়ম করিয়া দিয়াছে। ঈদ ইসলামের একটি অন্যতম ঈবাদাত। ইসলাম উহা পালন করিবার জন্য নির্দিষ্ট

বিধান বলিয়া দিয়াছে। যথা, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলিয়াছেন, — চাঁদ না দেখিয়া রোজা ও ইফতার - ঈদ করিবে না। যদি আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকে তাহা হইলে (৩০) ত্রিশ দিন পূর্ণ করিয়া লইবে। (বোখারী শরীফ ১ম খন্ড ২৫৭ পৃষ্ঠা, মোয়াত্তায় ইমাম মালিক ৯২ পৃষ্ঠা, মোয়াত্তায় ইমাম মোহাম্মাদ ১৮০ পৃষ্ঠা)

উল্লেখিত হাদীস শরীফ হইতে প্রমাণ হইল যে, ইসলাম ঈদের জন্য চাঁদ দেখা শর্ত করিয়া দিয়াছে। ইহার ব্যতিক্রম হইলে ঈদ জায়েজ হইবে না। যদি আকাশ পরিষ্কার থাকে, তাহা হইলে এত সংখ্যক মানুষের চাঁদ দেখার প্রয়োজন, যাহাতে কোন প্রকার সন্দেহের অবকাশ না থাকে। আর যদি আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকে, তাহা হইলে ঈদের চাঁদ প্রমাণ হইবার জন্য দুইজন পুরুষ অথবা একজন পুরুষ ও দুইজন মহিলার সাক্ষ্য প্রদানের প্রয়োজন রহিয়াছে। অবশ্য ইহারা কেমন ব্যক্তি হইবেন তাহা উপরে উল্লেখিত হইয়াছে।

(১) — যেহেতু চাঁদের সহিত পঞ্জিকার বাস্তব মিল নাই। চাঁদের বহু পূর্বে পঞ্জিকা প্রস্তুত হইয়া যায়, সেহেতু পঞ্জিকা অনুযায়ী চাঁদ প্রমাণিত হইবেনা। ফকীহ্গণ বলিয়াছেন, সময় নির্ধারণকারীগন ন্যায়পরায়ন হইলেও উহাদের কথা গ্রহণযোগ্য নয়। (শামীর সহিত দুর্রে মূখতার ২য় খন্ড ৯২ পৃষ্ঠা)

(২) — চাঁদ প্রমাণিত হইবার জন্য সংবাদপত্রগুলি আদৌ গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ, অধিকাংশ সময় পত্র - পত্রিকাগুলিতে মিথ্যা সংবাদ প্রচার হইয়া থাকে। যদি সংবাদ সঠিক হয়, তবুও গ্রাহ্য হইবে না। কারণ, ইহা ইসলামী শাহাদাত বা সাক্ষ্য নয়। যেহেতু সংবাদিকগণ নিজেদের দেখার সাক্ষ্য প্রদান করেন না, বরং অপরের দেখার সংবাদ পরিবেশন করিয়া থাকেন। সেহেতু উহাদের সংবাদ গ্রাহ্য নয়। (রদ্দুল মূহতার ২য় খন্ড ৯৭পৃষ্ঠা)

(৩) — চাঁদ প্রমাণের জন্য চিঠি গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ, লেখার নকল হইয়া থাকে। (রদ্দুল মূহতারের সহিত দুর্রে মূখতার খন্ড পৃষ্ঠা, হিদাইয়া খন্ড পৃষ্ঠা)

(৪) — ফাতাওয়ায় আলমগিরী ৩য় খন্ড ২৫৭ পৃষ্ঠায় আছে, — পর্দার আড়াল হইতে শুনিয়া সাক্ষী প্রদান করিতে পারিবে না। কারণ, কণ্ঠস্বর নকল হইতে পারে। ইসলামের এই বিধান অনুযায়ী টেলিফোন, রেডিও ও টেলিভিশনের মাধ্যমে চাঁদ প্রমান হইবে না। মোট কথা, বর্তমানে যে সমস্ত জিনিষ আবিষ্কার হইয়াছে, ঐ জিনিষগুলি সংবাদ পরিবেশনের কাজে ব্যবহার করা যাইতে পারে। কিন্তু ঐ জিনিষগুলির মাধ্যমে শাহাদাত আদায় হইবে না। চিঠি, তার, টেলিফোন, রেডিও এবং টেলিভিশনের সংবাদ কোর্ট কাছারীতে গ্রাহ্য হয় না। বরং সাক্ষীকে উপস্থিত হইয়া সাক্ষ্য প্রদান করিতে হয়। সরকারের আবিষ্কার করা জিনিষগুলি যদি সরকারী কানুনে সাক্ষীর ক্ষেত্রে গ্রাহ্য না হয়, তাহা হইলে শরীয়তের সূক্ষ্ম কানুনে শাহাদাতের ক্ষেত্রে কেমন করিয়া গ্রাহ্য হইবে? হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলিয়াছেন, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকিলে (৩০) ত্রিশ দিন পূর্ণ করিতে হইবে। অথচ বর্তমান যুগের এক শ্রেণীর বে নামাজী ও বে রোজাদার মুসলমান টেলিফোন ও রেডিও প্রভৃতির সংবাদে ঈদ আদায় করিবার জন্য দাঙ্গা হাঙ্গামা করিয়া থাকে।

ঈদের চাঁদ প্রমাণ হইবার জন্য তার, টেলিফোন ও রেডিওর সংবাদ গ্রাহ্য নয়। (জান্নাতী জেওর ৩৬৭পৃষ্ঠা, কানুনে শরীয়ত ১ম খন্ড ১৩৭ পৃষ্ঠা) তার, টেলিফোন, রেডিও, পঞ্জিকা ও গুজব এবং বাজারী সংবাদের উপর নির্ভর করতঃ ঈদ করা নাজায়েজ হারাম। (বাহারে শরীয়ত ৫ম খন্ড ৭৭ পৃষ্ঠা) তার, টেলিফোন ও রেডিওর মাধ্যমে চাঁদ প্রমাণিত হইবে না। (ফাতাওয়ায় পাসবান ৮৮ পৃষ্ঠা) তারের সংবাদ গ্রহ্য নয়। (ফাতা ওয়ায় দারুল উলুম দেওবন্দ ৮ম খন্ড ৪৫ পৃষ্ঠা) পঞ্জিকা, টিভি ও টেলিগ্রামের সাহায্যে চাঁদ প্রমাণিত হইবে না। (ইল্‌মুল ফিকাহ ৩য় খন্ড ২০ পৃষ্ঠা) টেলিগ্রাম এবং অয়ারলেসের মাধ্যমে চাঁদ প্রমাণ হইবে না। (জাদীদ মাসায়েলকে শরয়ী আহকাম ১৩ পৃষ্ঠা) ইহা ছাড়াও আরো অনেক কিতাবে আধুনিক যন্ত্রগুলির সাহায্যে সংবাদ গ্রহণ করতঃ ঈদ করা নাজায়েজ বলা হইয়াছে।

কয়েকটি প্রশ্ন

(১) — হিলাল কমিটি জায়েজ কিনা?

উত্তরঃ — যদি হিলাল কমিটির উদ্দেশ্য এই হয় যে, এলাকার মানুষ অথবা শহরের মানুষ কমিটির নিকট উপস্থিত হইয়া যাহারা চাঁদ দেখিয়াছে, তাহারা চাঁদের সাক্ষ্য প্রদান করিবে এবং যাহারা দেখে নাই, তাহারা চাঁদের সাক্ষ্য গ্রহণ করিবে, তাহা হইলে জায়েজ হইবে। অবশ্য কমিটির সমস্ত সদস্যকে পরহিজ্‌গার -মুত্তাকী হইতে হইবে। আর যদি হিলাল কমিটির উদ্দেশ্য এই হয় যে, উড়োজাহাজে উড়িয়া অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে চাঁদ দেখিবে, তাহা হইলে হিলাল কমিটি গঠণ করা জায়েজ হইবে না। কারণ, (১) — চাঁদ সমতল ভূমি অর্থাৎ মাটি থেকে দেখিতে হইবে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের যুগে উড়োজাহাজ না থাকিলেও বহু উঁচু পাহাড় ছিল। চাঁদ দেখিবার জন্য হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম কোনো সময় কোনো দলকে পাহাড়ের উপর পাঠান নাই। অনুরূপ সাহাবাগণও কোনো সময় কোনো দলকে চাঁদ দেখিবার জন্য পাহাড়ের উপরে উঠান নাই। (২) — চাঁদ ধংস হইয়া যায় না, বরং দৃষ্টি হইতে দূর হইয়া যায়। প্রকাশ থাকে যে, দূরের জিনিষ সমতল ভূমি অপেক্ষা উঁচু হইতে দেখা বেশি সম্ভব হয়। অতএব, উড়োজাহাজে উঠিয়া দেখিলে ২৮ তারিখেও চাঁদ দেখা সম্ভব হইবে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

পাকিস্তানে হিলাল কমিটি বাতিল

জেনারেল আইউব খানের শাসনকালে পাকিস্তান সরকার হিলাল কমিটি গঠন করিয়াছিল। দুই ঈদের সময় পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তানে উড়োজাহাজ যোগে চাঁদ দেখা হইত এবং সরকারের পক্ষ হইতে চাঁদ ঘোষণা করা হইত। একবার ঈদের সময় ২৯শে রমজান কমিটির সদস্যগণ চাঁদ দেখিবার জন্য উড়োজাহাজ যোগে উপরে উঠিয়াছিল। পূর্ব পাকিস্তান হইতে পশ্চিম পাকিস্তানে যাইবার সময় চাঁদ দেখিতে পায় এবং সরকারকে জানাইয়া দেয়। সরকারী পক্ষ হইতে চাঁদ ঘোষণা করা হয়। কিন্তু সুন্নী উলামাগণ উহা মানিতে অস্বীকার করেন। ইহাতে বেশ বিশৃংখলা দেখা দেয়। ফলে সমস্ত মুসলিম দেশের মুফতীগণের নিকট ফতওয়া চাওয়া হইয়াছিল। ভারতবর্ষে মুফতীয়ে আ'জমে হিন্দ আল্লামা মোস্তফা রেজার নিকটেও ফতওয়া চাওয়া হইয়াছিল। পৃথিবীর প্রায় সমস্ত মুফতীগণ হিলাল কমিটির সপক্ষে ফতওয়া প্রদান করিয়াছিলেন। ইমাম আহমাদ রেজার সুযোগ্য সাহেবজাদা মূফতীয়ে আ'জমে আলাম আল্লামা মোস্তফা রেজা আলাইহির রহমাহ হিলাল কমিটির বিপক্ষে নিম্নরূপ ভাষায় ফতওয়া প্রদান করিয়াছিলেন। — "শরীয়তের নির্দেশ, চাঁদ দেখিয়া রোজা রাখিবে এবং ঈদ করিবে। যেখানে চাঁদ দেখা যাইবে না, সেখানে শরীয়ত সাপেক্ষ সাক্ষী (শাহাদাত) লইয়া শরীয়তের কাজী নির্দেশ প্রদান করিবেন। সমতল ভূমি অথবা মাটির সহিত যোগাযোগ রহিয়াছে এই রকম স্থান হইতে চাঁদ দেখিতে হইবে। জাহাজে উঠিয়া চাঁদ দেখা ভূল। কারণ, চাঁদ ডুবিয়া যায়, ধংস হইয়া যায় না। এই কারণে কোন স্থানে ২৯ তারিখে আবার কোন স্থানে ৩০ তারিখে চাঁদ দেখা যায়। যদি জাহাজ উড়াইয়া চাঁদ দেখা শর্ত হয়, তাহা হইলে আরো উঁচুতে উঠিবার পর ২৭ এবং ২৮ তারিখে চাঁদ দেখিবার আদেশ দেওয়া যাইবে। কোনো জ্ঞানী উহা সমর্থন করিবেন না। এই অবস্থায় জাহাজের সাহায্যে চাঁদ দেখা কেমন করিয়া গ্রহণযোগ্য হইবে?" — মুফতীয়ে আ'জমে হিন্দের এই ঐতিহাসিক ফতওয়াটি পাকিস্তানের সমস্ত পত্রিকায় মোটা অক্ষরে ছাপা হইয়াছিল এবং তাঁহার ফতওয়ার সত্যতা

যাচাই করিবার জন্য পাকিস্তান সরকার যখন পরবর্ত্তী মাসে ২৭ এবং ২৮ তারিখে জাহাজ উড়াইয়াছিল এবং ২৭ ও ২৮ তারিখ পর্যন্ত চাঁদ দেখাগিয়াছিল, তখন পাকিস্তান সরকার মুফতীয়ে আ'জমের ফতওয়া সমর্থন করতঃ হিলাল কমিটি বাতিল করিয়াছিল। (মুফতীয়ে আ'জমে হিন্দ ৩৯ / ৪০ পৃষ্ঠা)

(২) — যদি রেডিও সংবাদে ঈদ জায়েজ না হয়, তাহা হইলে একই দিনে সারা ভারতে ঈদ কেমন করিয়া হইবে?

উত্তর ঃ — পূর্বে সংবাদ ও শাহাদাতের মধ্যে পার্থক্য দেখানো হইয়াছে। ঈদ সংবাদের ভিত্তিতে হয় না, বরং শাহাদাতের ভিত্তিতে হইয়া থাকে। অতএব, রেডিওর সংবাদে ঈদের কোনো প্রশ্নই উঠে না। একই দিনে সারা ভারতে ঈদ করিতে হইবে, ইসলামে এই প্রকার কোনো নির্দেশ নাই। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলিয়াছেন, ''আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকিলে ৩০ দিন পূর্ণ করিতে হইবে।'' প্রকাশ থাকে যে, সারা ভারতের আকাশ একই দিনে মেঘাচ্ছন্ন থাকিবে এমন কথা নয়। পশ্চিম বাংলার আকাশ পরিষ্কার এবং বোম্বাই - এর আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকিতে পারে। পশ্চিমবঙ্গের মানুষ পরিষ্কার আকাশে ২৯শে রমজান চাঁদ দেখিবার কারণে পরদিন ঈদ করিতে বাধ্য। কিন্তু বোম্বাই -এর মানুষ মেঘাচ্ছন্ন আকাশে ২৯শে রমজান চাঁদ না দেখিবার কারণে পরদিন রোজা রাখিয়া ৩০দিন পূর্ণ করিতে বাধ্য। এক্ষেত্রে একই দিনে ঈদ সম্ভব নয়। অনুরূপ একই দিনে ঈদ না হইবার আরো একটি কারণ হইল, সময়ের ব্যবধান। কলিকাতা হইতে বোম্বাই - এর প্রায় ৪৫ মিনিট ব্যবধান রহিয়াছে। যখন কলিকাতার মানুষ চাঁদ দেখিতে ব্যাস্ত থাকিবে, তখন বোম্বাই - এর মানুষ আদৌ চাঁদ দেখিবার চেষ্টা করিবে না। কারণ, সেখানে সন্ধ্যা হইতে এখনও ৪৫ মিনিট বাকী রহিয়াছে। এইবার যখন কলিকাতার মানুষ চাঁদ দেখিতে না পাইয়া অন্ধকার হইয়া যাইবার কারণে চাঁদ দেখা বন্ধ করিয়া দিবে, তখন বোম্বাই- এর মানুষ চাঁদ দেখা আরম্ভ করিবে। কারণ, এই মাত্র সেখানে সন্ধ্যা হইতেছে।

কলিকাতায় চাঁদ দেখা সম্ভব হইল না কিন্তু বোম্বাইয়ে চাঁদ দেখা সম্ভব হইল। কলিকাতার মানুষ চাঁদ না দেখিবার কারণে পরদিন রোজা রাখিতে বাধ্য। বোম্বাই- এর মানুষ চাঁদ দেখিবার কারণে পরদিন ঈদ করিতে বাধ্য। এক্ষেত্রেও একই দিনে ঈদ সম্ভব নয়। সারা ভারতের মানুষ একই দিনে ঈদ করিবার জন্য যদি বোম্বাই- এর মানুষ চাঁদ দেখা সত্বেও পরদিন ঈদ না করিয়া একদিন বিলম্ব করে, তাহা হইলে হারাম হইবে এবং ঈদ বাতিল হইয়া যাইবে। অনুরূপ কলিকাতার মানুষ চাঁদ না দেখিয়া একই দিনে ঈদ করিবার উদ্দেশ্যে যদি বোম্বাই- এর মানুষের সহিত ঈদ করে, তাহা হইলে হারাম হইবে এবং ঈদ বাতিল হইয়া যাইবে। অবশ্য বোম্বাই- এর মানুষের চাঁদ দেখা কলিকাতার মানুষের জন্য ঐসময় গ্রহণযোগ্য হইবে, যদি বোম্বাই হইতে কমপক্ষে দুইজন পরহিজগার পুরুষ কলিকাতায় আসিয়া চাঁদ দেখার সাক্ষ্য প্রদান করেন। রেডিওর সংবাদে নয়।

(৩) — ইসলাম ঈদের ব্যাপারে যদি রেডিওর সংবাদ সমর্থন না করে, তাহা হইলে কলিকাতা নাখোদা মসজিদের ইমাম ও দিল্লীর জামে মসজিদের ইমাম রেডিওর মাধ্যমে ঈদ গোষনা করেন কেন?

উত্তর ঃ — পৃথিবীর কোনো মসজিদের ইমাম শরীয়তের দলীল নয়। কোরআন, হাদীসই শরীয়তের দলীল। জামে মসজিদ অথবা নাখোদা মসজিদের ইমামের উদ্ধৃতি দিয়া রেডিওতে কিছু প্রচার হইলে উহা অন্যান্য সংবাদের ন্যায় একটি সংবাদ ধরিতে হইবে। ঐ সংবাদের উপর ভিত্তি করিয়া ঈদ করা আদৌ জায়েজ হইবে না। কয়েক বৎসর পূর্বে জামে মসজিদের ইমামের উদ্ধৃতি দিয়া যেদিন ঈদ ঘোষণা করা হইয়াছিল, ইমাম সাহেব তার পরদিন ঈদ পড়াইয়াছিলেন। অনুরূপ কয়েক বৎসর পূর্বে নাখোদা মসজিদের ইমামের উদ্ধৃতি দিয়া রেডিওতে চাঁদ ঘোষণা করা হইয়াছিল। এ সম্পর্কে সঠিক তথ্য জানিবার জন্য ইমাম সাহেবের সহিত যোগাযোগ করা হইলে, তিনি কোন প্রকার আলোচনা করিতে অস্বীকার করেন। মোট কথা, রেডিওর মাধ্যমে যাহা প্রচার হয়, উহার মধ্যে অনেক সময় রাজনৈতিক কারণ থাকে।

উলামাদের দায়িত্ব

সাধারণ মানুষের উপর কোরআন, হাদীসের প্রভাব ফেলিয়া দেওয়া এবং ঈদ ও চাঁদের সঠিক মসলা বুঝাইয়া দেওয়া, যাহাতে কোরআন হাদীসের প্রতি আমল করিবার প্রেরণা জন্মিয়া যায়। দুঃখের বিষয়, এক শ্রেণীর আলেম আছেন, যাহারা শরীয়তকে উপেক্ষা করিয়া সমাজের অনইসলামিক ঢেউয়ে ভাসিতে থাকেন। এই প্রকার দায়িত্বহীন উলামাদের অনুসরণ করা হারাম। সাধারণ মানুষের উচিৎ, যদি আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকে এবং এলাকার কোন স্থান হইতে চাঁদ দেখার নিখুঁত প্রমান না পাওয়া যায়, তাহা হইলে রেডিওর সংবাদে কর্ণপাত না করিয়া হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের নির্দেশ মত ৩০টি রোজা পূর্ণ করা।

বর্তমান সালে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকিবার কারণে আমাদের এলাকায় কোন স্থানে চাঁদ দেখা সম্ভব হয় নাই। অনেক রাত পর্যন্ত কলিকাতার বিভিন্ন এলাকা হইতে বহু মানুষ দেশে ফিরিয়া কেহ বলিল, আমাদের এলাকায় মেঘাচ্ছন্ন ছিল। কেহ বলিল, আমাদের এলাকায় টিপটাপ পানি পড়িতেছিল। সবাই এক কথা, আমাদের এলাকায় চাঁদ দেখা যায় নাই। অথচ ইহার পূর্বে রেডিও হইতে আমরা চাঁদের সংবাদ পাইয়াছি। এলাকায় দেওবন্দী ও দেওবন্দী শাখা ফুরফুরা পন্থী শতাধিক আলেম থাকা সত্বেও শরীয়তের একটি সরল মসলা কুরবাণী হইয়া গেল। সমস্ত গ্রাম হইতে মাইকে ঘোষণা হইল যে, অমুক সময় নামাজ হইবে। কিন্তু আমরা তারাবীহ ত্যাগ করিলাম না। এলাকার সর্বত্রে নামাজ হইয়া গেল। আমরা পরদিন নামাজ আদায় করিলাম। এলাকার অনেক আলেমকে জিজ্ঞাসা করিলাম — আপনারা কিসের ভিত্তিতে নামাজ পড়িলেন? সবার একই উত্তর, 'সব জায়গাতে হইয়া গেল'। এই উত্তরটি যে কত মারাত্বক এবং ইসলাম বিরোধী, তাহা বুঝিবার মত বোধ এই মূর্খদের নাই। সাধারণ মানুষ শত কথা বলিয়া বিদ্রুপ করিতে আরম্ভ করিল। তাহাদের শেষ কথা এই যে, সারা ভারতের মানুষ বুঝিল না, ইহারাই বেশি বুঝিয়া গিয়াছে। — আমি ঈদের পর ১৫ দিনের মধ্যেই ২৪ পরগণা, মেদিনীপুর, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, বীরভূম, দক্ষিণ দিনাজপুর

ও উত্তর দিনাজপুরের বিভিন্ন এলাকায় সভা করিয়া জ্ঞাত হইয়াছি যে, শতাধিক স্থানে পরদিন ঈদ হইয়াছে এবং কোন জায়গায় চাঁদ দেখার প্রমান পাই নাই। তবে একটা কথা যে, যখন রেডিওতে সংবাদ হইয়া যায়, তখন মনে হয় সর্বত্রে ঈদ হইয়া যাইতেছে। সাধারণ মানুষকে সামলানো আর সম্ভব হয় না। বিশেষ করিয়া যাহারা নামাজ পড়ে না ও রোজা রাখে না, তাহাদের বাহাদুরী খুব বেশি হইয়া থাকে। কোন ইমাম বা আলেম উহাদের কথা মত নামাজ পড়াইতে অস্বীকার করিলে তাহাদের উপর বিভিন্ন প্রকার সামাজিক চাপ চলিয়া আসে। এই চাপের মুখে দৃঢ়তার সহিত দাঁড়ান সবার পক্ষে সম্ভব হয় না। আল্লাহ পাক সবাইকে শরীয়তের উপর আমল করিবার সামর্থ দান করেন। আমীন, ইয়া রব্বাল আলামীন।

হিলাল কমিটি করুন

(সুন্নী কলম তৃত্বীয় সংখ্যায় প্রকাশিত)

এই আধুনিক যুগে যান্ত্রিক জিনিষ ব্যাপক হইয়া যাইবার কারনে ঈদ ও চাঁদের মসলাটি অত্যন্ত জটিল হইয়া যাইতেছে। মুসলিম সমাজের সাধারন মানুষ থেকে আরম্ভ করিয়া ডাক্তার, মাষ্টার, শিক্ষিত সমাজের সবাই বলিতেছেন - রেডিওর সংবাদে ঈদ হইবে না কেন? প্রায় প্রতি বৎসর ঈদকে কেন্দ্র করিয়া মুসলিমদের মধ্যে মতভেদ হইয়া যায়। ফলে ঈদের নামাজ দুই দিন হইয়া যায়।

যেহেতু ঈদ হইল ইসলামী কায়দায় ইবাদাতের মাধ্যমে আনন্দ উপভোগ করা। এই জন্য ইসলাম ঈদ পালন করিবার জন্য নির্দিষ্ট নিয়ম বলিয়া দিয়াছে। সেই নিয়ম সামনে রাখিয়া চলিলে সমস্ত প্রকার বিভ্রান্তির অবসান ঘটিবে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলিয়াছেন - চাঁদ না দেখিয়া রোজা ও ইফতার - ঈদ করিবে না। আকাশ যদি মেঘাচ্ছন্ন থাকে, তাহা হইলে (৩০) ত্রিশ দিন পূর্ণ করিয়া লইবে। (বোখারী শরীফ প্রথম খন্ড ২৫৭ পৃষ্ঠা, মোয়াত্তায় ইমাম মালিক ৯২ পৃষ্ঠা, মোয়াত্তায় ইমাম মোহাম্মাদ ১৮০ পৃষ্ঠা)

উল্লেখিত হাদীস শরীফ হইতে প্রমান হইল যে, ইসলাম রোজা ও ঈদের জন্য চাঁদ দেখা জরুরী করিয়া দিয়াছে। ইহার ব্যাতিক্রম হইলে কোন মতে ঈদ করা জায়েজ হইবে না। যদি আকাশ পরিষ্কার থাকে, তাহা হইলে এত সংখ্যক মানুষের চাঁদ দেখিবার প্রয়োজন, যাহাতে কোন সন্দেহের অবকাশ না থাকে। আর যদি আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকে, তাহা হইলে ঈদের চাঁদ প্রমান হইবার জন্য দুইজন পুরুষ অথবা একজন পুরুষ ও দুইজন মহিলার সাক্ষ্য প্রদান করা জরুরী। অবশ্য যাহারা সাক্ষ্য দিবেন তাহাদের প্রত্যেকের মুসলমান মুত্তাকী হইতে হইবে এবং 'আমি সাক্ষ্য প্রদান করিতেছি' বলিয়া বর্ণনা আরম্ভ করিতে হইবে। কেবল তাই নয়, হাকীম অথবা কাজী কিংবা মুফতীর সামনে সরাসরি উপস্থিত হইতে হইবে। (কাঞ্জুদ্ দাকায়েক ২৮৮ পৃষ্ঠা, হিদাইয়া তৃত্বীয় খন্ড ১৩৮/ ৪০/ ৪২ পৃষ্ঠা) এই প্রকার সাক্ষ্যকে শরীয়তে 'শাহাদাত' বলা হয়। মোট কথা, সংবাদ ও শাহাদাত এক জিনিষ নয়। অতএব ঈদ সংবাদের ভিত্তিতে হইবে না, বরং শাহাদাতের ভিত্তিতে হইবে। কারণ, সংবাদের মধ্যে সত্য ও মিথ্যার অবকাশ থাকে।

এখন প্রশ্নোত্তরে কিছু আলোচনা করিতেছি, যাহাতে সবাই সহজে শরীয়তের এই গুরুত্বপূর্ণ মস্‌লাটি বুঝিতে পারেন।

(১) — ফোন, রেডিও, টেলিভিশন ইত্যাদি যান্ত্রিক জিনিষগুলির মাধ্যমে সমস্ত সংবাদ গ্রহণ করা হইতেছে। কেবল ঈদের ব্যাপারে এইগুলির সংবাদ অগ্রাহ্য করা হইতেছে কেন?

উত্তর ঃ — ইতিপূর্বে উদ্ধৃতির আলোকে প্রমান করা হইয়াছে যে, সংবাদ ও শাহাদাত এক জিনিষ নয় এবং ঈদ কেবল শাহাদাতের ভিত্তিতে করিতে হইবে। প্রকাশ থাকে যে, শাহাদাতের বর্নিত শর্তগুলি যান্ত্রিক জিনিষগুলির মধ্যে পাওয়া যায় না। এই কারনে গ্রহণ যোগ্য নয়। যথা — মুসলিম হওয়া, মুত্তাকী হওয়া, কমপক্ষে দুইজন হওয়া 'আমি শাহাদাত দিচ্ছি' বলিয়া বর্ণনা আরম্ভ করা ইত্যাদি।

(২) — যদি দুইজন মুত্তাকী মুসলমান রেডিও সেন্টার থেকে অথবা টেলিভিশনের মাধ্যমে চাঁদ দেখিবার শাহাদাত প্রদান করে, তাহা হইলে কি গ্রহণযোগ্য হইবে?

উত্তর ঃ — না, গ্রহণযোগ্য হইবে না। কারণ, পরদার আড়াল থেকে শাহাদাত প্রদান করিলে তাহা গ্রহণযোগ্য হইবে না। (ফাতাওয়ায় আলম গিরী তৃত্বীয় খন্ড ২৫৭
পৃষ্ঠা) রেডিও সেন্টার ও টেলিভিশনের পর্দাতো কোন মুফতী বা কাজীর এজলাস নয়। আবার হইতে পারে যে, রেডিওতে পুরাতন সংবাদ প্রচার করা হইতেছে অথবা টেলিভিশনে পুরাতন ছবি. দেখানো হইতেছে। যখন রেডিও অথবা টেলিভিশনে সংবাদ শোনা যায়, ঠিক সেই মুহূর্তে কিছু প্রশ্ন করিয়া জানিবার প্রয়োজন হইলে কোন রকম সুযোগ পাওয়া যায় না। গ্রহণযোগ্য না হইবার ইহাও একটি বিশেষ কারণ।

(৩) — ফোন অগ্রাহ্য হইবার কারণ কী? এখানে তো সরাসরি প্রশ্নোত্তর সম্ভব কেবল তাই নয়, বক্তার কণ্ঠস্বরও বোঝা যায়।

উত্তর ঃ — ফোন গ্রহণ যোগ্য না হইবার কারণ হইল যে, বক্তা ও শ্রোতা একে অন্যের অন্তরালে থাকে। বক্তার কণ্ঠস্বর যদিও বুঝিতে পারা যায় এবং প্রশ্নোত্তর করা সম্ভব হয়, কিন্তু কণ্ঠস্বরের নকল হইতে পারে। যেখানে সন্দেহের অবকাশ থাকে সেখান থেকে ইসলাম দুরে থাকে।

(৪) — একজন মুত্তাকী মুসলমান কি মিথ্যা বলিতে পারে না? এখানে তো সন্দেহের অবকাশ রহিয়াছে।

উত্তর ঃ — একজন মুত্তাকী মুসলমানের পক্ষে মিথ্যা বলা অসম্ভব। শরীয়তের সংবিধান অনুযায়ী যাহাকে মুত্তাকী বলিয়া মানিয়া নেওয়া হইবে তাহার প্রতি সন্দেহ করা গোনাহের কাজ। মুত্তাকী মানুষ মিথ্যা বলিলে বিচার আল্লাহর নিকটে হইবে।

(৫) — হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের যুগে এই যান্ত্রিক জিনিষগুলি আবিষ্কার হইয়া ছিল না। এই কারণে তিনি সেই যুগের জন্য এই সমস্ত নিয়ম কানুন করিয়া ছিলেন। যদি তিনি এই যুগের মানুষ হইতেন অথবা তাঁহার যুগে রেডিও, টেলিভিশন ও টেলিফোন ইত্যাদি আবিষ্কার হইত, তাহা হইলে তিনি এই জিনিষগুলি মানিয়া লইতেন।

উত্তর ঃ — সন্দেহের উপর কথা বলা পাপের কাজ। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম এই জিনিষগুলি মানিয়া নিতেন কি নিতেন না, তাহা কাহারও বলিবার অধিকার নাই। তবে এ কথা বলিবার অধিকার রহিয়াছে যে, এই জিনিষগুলি আবিষ্কার হইবে তাহা তাঁহার জানা ছিল। কারণ, কিয়ামত পর্যন্ত যাহা কিছু হইবে তাহা তিনি নবুওয়াতের নজরে দেখিয়া ছিলেন। তিনি শত শত ভবিষ্যতবানী করিয়াছেন যেগুলি অক্ষরে অক্ষরে ফলিয়া যাইতেছে। তিনি বলিয়াছেন - অধিক পরিমানে বাদ্যযন্ত্র প্রকাশ পাইবে। ইহার বাস্তবতা আজ প্রত্যেকেই বুঝিতে পারিতেছেন।

(৬) — বহু ক্ষেত্রে যান্ত্রিক জিনিষগুলি ব্যবহার হইতেছে কেন? মসজিদে ঘড়ি রাখা হয়, মাইকে আজান দেওয়া হয়, ওয়াজ নসীহতে মাইক ব্যবহার করা হয় ইত্যাদি।

উত্তর ঃ — এ কথা সব সময়ে মনে রাখিতে হইবে যে, ইসলাম কোন জিনিষের মুখাপেক্ষি নয়। বরং সমস্ত জিনিষ ইসলামের মুখাপেক্ষি। নতুন জিনিষ আবিষ্কার করা ইসলামে অবৈধ নয়। কিন্তু নব আবিষ্কৃত জিনিষগুলি ইসলামী ঈবাদাত উপাসনাতে ব্যবহার করা যাইবে কিনা তাহা ইসলামই বিবেচনা করিবে। এ পর্যন্ত যে সমস্ত জিনিষ আবিষ্কার হইয়াছে সেগুলি ইসলামের দরবারে আনিতে হইবে। যদি ইসলাম অনুমোদন করে, তবে তাহা গ্রহণ করা যাইবে। অন্যথায় আমরা বর্জন করিতে বাধ্য।

—ঃ সম্পাদকের তিন প্রসঙ্গ ঃ—

যে সমস্ত যান্ত্রিক জিনিষ একমাত্র হারাম বা অবৈধ কাজের জন্য আবিষ্কার করা হইয়াছে। ইসলাম ঐ জিনিষগুলি সরাসরি হারাম ঘোষণা করিয়াছে। যথা - সমস্ত প্রকার বাদ্যযন্ত্র। যে সমস্ত জিনিষ হারাম ও হালাল কাজের জন্য আবিষ্কার করা হইয়াছে। ইসলাম সেই জিনিষগুলি কোন কোন ক্ষেত্রে জায়েজ, আবার কোন কোন ক্ষেত্রে নাজায়েজ ঘোষণা করিয়াছে। যথা - মাইক, রেডিও, টেলিভিশন ইত্যাদি।

ইসলামী ঈবাদাত দুই প্রকার — মাক্সুদাহ ও গায়ের মাক্সুদাহ। যে ইবাদাতের আসল উদ্দেশ্য আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা, তাহাকে 'ঈবাদাতে মাক্সুদাহ' বলা হয়। আর যে ঈবাদাতের আসল উদ্দেশ্য আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা নয়, বরং ঈবাদাতে মাক্সুদার মাধ্যম মাত্র, তাহাকে 'ঈবাদাতে গায়ের মাক্সুদাহ' বলা হয়। যথা - নামাজ, রোজা, হজ, যাকাত ইত্যাদি 'ঈবাদাতে মাক্সুদাহ'। নামাজ, রোজা ইত্যাদির জন্য প্রস্তুতি নেওয়া হইল 'ঈবাদাতে গায়ের মাক্সুদাহ'। প্রকাশ থাকে যে, ঈবাদাতে মাক্সুদাহর মধ্যে যান্ত্রিক জিনিষ ব্যবহার করা জায়েজ নয়। ঈবাদাতে গায়ের মাক্সুদাহর মধ্যে যান্ত্রিক জিনিষ ব্যবহার করা জায়েজ। যথা — আজান ঈবাদাতে মাক্সুদাহ নয়, বরং ঈবাদাতে গায়ের মাক্সুদাহ - নামাজের জন্য মানুষকে প্রস্তুত করা হয়। এই জন্য নামাজে মাইক ব্যবহার করা নাজায়েজ। কিন্তু আজানে জায়েজ। অনুরূপ ওয়াজ ঈবাদাতে মাক্সুদাহ নয়, বরং ওয়াজ নসীহতের মাধ্যমে মানুষকে নামাজ, রোজার প্রেরণা দেওয়া হইয়া থাকে। এই জন্য নামাজে মাইক ব্যবহার করা জায়েজ নয়। কিন্তু ওয়াজ নসীহতে জায়েজ। এই সমস্ত সুক্ষ্ম জিনিষ সাধারণ মানুষ তো দুরের কথা, এক শ্রেণীর আলেমের বুঝিবার অবসর নাই।

pdf By Syed Mostafa Sakib

(৭) — এই যান্ত্রিক জিনিষগুলি গ্রহণ যোগ্য না হইবার পিছনে বিজ্ঞান ভিত্তিক কোন যুক্তি আছে কি?

উত্তর ঃ — হ্যাঁ, নিশ্চয় রহিয়াছে। কোর্টে জজের এজলাসে সাক্ষির সরাসরি উপস্থিত হইতে হয়। ফোনের মাধ্যমে সাক্ষি গ্রহণ যোগ্য নয়। অনুরূপ টেপরেকর্ডারের মাধ্যমে সাক্ষি গ্রহণ যোগ্য নয়। মহাত্মা গান্ধীর হত্যাকান্ডের পর রেডিও সেন্টার থেকে জওহরলাল নেহেরু সয়ং সংবাদ দিয়াছিলেন যে, "হামারে বাপুকো নাথুরাম গড়সনে হত্যিয়া কিয়া"। ইহার পরেও কিন্তু কোর্টে মামলা চলিয়া ছিল। সরকার যদি সমস্ত জায়গায় যান্ত্রিক জিনিষ গ্রহণ না করে, তাহা হইলে কি শরীয়ত সমস্ত জায়গায় গ্রহণ করিতে বাধ্য!

(৮) — যান্ত্রিক জিনিষগুলি যদি ঈদ চাঁদের ব্যাপারে একান্তই গ্রহণ যোগ্য না হয়, তাহা হইলে দিল্লীর জামে মসজিদের ও কলিকাতার নাখোদা মসজিদের ইমামদের উদ্ধৃতি দিয়া রেডিওতে সংবাদ দেওয়া হয় কেন?

উত্তর ঃ — জামে মসজিদ হইল রাজধানীর বড় মসজিদ। অনুরূপ নাখোদা হইল মহানগরীর বড় মসজিদ। অন্যান্য সংবাদের ন্যায় এই বড় বড় মসজিদের সংবাদও পরিবেশন করা হইয়া থাকে। এই সংবাদ মানিয়া নেওয়া জরুরী নয়। কারণ, শরীয়তের সংবিধানের কাছে বড় মসজিদ ও ছোট মসজিদের ইমাম বলিয়া কিছুই নাই। আবার অনেক সময়ে এই সংবাদগুলির মধ্যে অনেক রকমের কারচুপি থাকে। এই রকম দৃষ্টান্তও রহিয়াছে যে, সংবাদে বলা হইয়াছে— দিল্লী, বোম্বাই ইত্যাদি স্থানে ঈদ হইতেছে। পরে পর দিন ঈদ হইবার প্রমান পাওয়া গিয়াছে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

(৯) — সারা ভারতে একই দিনে ঈদ করিবার উপায় কি? রেডিওর সংবাদ না মানিলে বিশৃংখলা থেকে বাঁচা সম্ভব নয়।

উত্তর ঃ — এই ধরণের কথা ইসলাম না বুঝিবার কারণ। সারা ভারত কেন, সারা পৃথিবীতে একই দিনে ঈদ হইলে তো আরো ভাল হইত। কিন্তু তাহা কি সম্ভব! সারা পৃথিবী তো দুরের কথা,সারা ভারতে এক সঙ্গে নামাজ, রোজা হয় না। পশ্চিম বাংলার মানুষ যখন জোহর পড়ে, তখন বোম্বায়ের মানুষ জোহরের জন্য অপেক্ষা করে। পশ্চিম বাংলার মানুষ যখন ইফতার করে, তখন বোম্বায়ের মানুষ রোজা অবস্থায় থাকে। সারা পৃথিবী ধরিলে তো বিরাট ব্যাপার হইয়া যাইবে। মোট কথা, একই দিনে ঈদ করিতে হইবে এমন কথা নয়। বরং হাদীসের আলোকে একই দিনে ঈদ না হইবার ইংগিত পাওয়া যায়। যেমন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলিয়াছেন - "আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকিলে (৩০) ত্রিশ দিন পূর্ণ করিবে"। প্রকাশ থাকে যে, সারা ভারতের আকাশ একই দিনে মেঘাচ্ছন্ন থাকিবে এমন কথা নয়। পশ্চিম বাংলার আকাশ পরিষ্কার এবং বোম্বায়ের আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকিতে পারে। পশ্চিম বাংলার মানুষ পরিষ্কার আকাশে (২৯) উনত্রিশে রমজান চাঁদ দেখিবার কারনে পরদিন ঈদ করিতে বাধ্য কিন্তু বোম্বায়ের মানুষ মেঘাচ্ছন্ন আকাশে ২৯ শে রমজান চাঁদ দেখিতে না পাইবার কারণে পরদিন রোজা রাখিয়া ৩০দিন পূর্ণ করিতে বাধ্য। এ ক্ষেত্রে একই দিনে ঈদ করা সম্ভব নয়। অনুরূপ একই দিনে ঈদ না হইবার আরো একটি কারণ হইল — সময়ের ব্যবধান। কলিকাতা হইতে বোম্বায়ের প্রায় ৪৫ মিনিট সময়ের ব্যবধান। যখন কলিকাতার মানুষ চাঁদ দেখিতে ব্যস্ত থাকিবে, তখন বোম্বায়ের মানুষ চাঁদ দেখিবার আদৌ চেষ্টা করিবে না। কারণ, সেখানে সন্ধ্যা হইতে এখনও ৪৫ মিনিট বাকী রহিয়াছে। এইবার কলিকাতার মানুষ যখন চাঁদ দেখিতে না পাইয়া অন্ধকার হইয়া যাইবার কারণে চাঁদ দেখা বন্ধ করিয়া দিবে, তখন বোম্বায়ের মানুষ চাঁদ দেখা আরম্ভ করিবে। কারণ, এখন সেখানে সন্ধ্যা হইতেছে। কলিকাতায় চাঁদ দেখা সম্ভব হইল না, কিন্তু বোম্বায়ে চাঁদ দেখা সম্ভব হইল। কলিকাতার মানুষ চাঁদ না দেখিতে পাইবার কারণে পরদিন রোজা রাখিতে বাধ্য। বোম্বায়ের মানুষ চাঁদ দেখিতে পাইবার কারণে পরদিন ঈদ করিতে বাধ্য। এ ক্ষেত্রেও একই দিনে

ঈদ সম্ভব নয়। সারা ভারতের মানুষ একই দিনে ঈদ করিবার জন্য যদি বোম্বায়ের মানুষ চাঁদ দেখা সত্বেও পরদিন ঈদ না করিয়া একদিন বিলম্ব করে, তাহা হইলে হারাম হইবে এবং ঈদ বাতিল হইয়া যাইবে। অপুরূপ কলিকাতার মানুষ চাঁদ না দেখিয়া একই দিনে ঈদ করিবার জন্য যদি পরদিন বোম্বায়ের মানুষের সহিত ঈদ করে, তাহা হইলে হারাম হইবে এবং ঈদ বাতিল হইয়া যাইবে। অবশ্য বোম্বায়ের মানুষের চাঁদ দেখা কলিকাতার মানুষের জন্য ঐ সময়ে গ্রহণ যোগ্য হইবে, যদি বোম্বাই হইতে দুইজন পরহিজগার পুরুষ কলিকাতায় আসিয়া চাঁদ দেখিবার শাহাদাত প্রদান করে। রেডিওর সংবাদে নয়।

(১০) — চাঁদের মসলায় যখন যান্ত্রিক জিনিষ গ্রহণ যোগ্য নয়, তখন কি প্রকারে হিলাল কমিটি গঠণ করিতে হইবে? হিলাল কমিটিকে তো নিশ্চয় চাঁদের শাহাদাত পরিবেশন করিতে হইবে।

উত্তর ঃ — আপনার এলাকায় একটি হিলাল কমিটি গঠণ করুন। এই কমিটিতে বেশ কিছু সংখ্যক সদস্য তৈরী করুন। এই সদস্যদের মধ্যে প্রথম সারে থাকিবেন এলাকার উলামায় কিরাম। তারপর থাকিবেন মাষ্টার, ডাক্তার ও সমাজের কিছু সম্ভ্রান্ত ব্যাক্তি। কমিটির পক্ষ থেকে ব্যাপক ভাবে প্রচার করিয়া দিতে হইবে যে, যাহারা চাঁদ দেখিবেন তাহারা যথা নিয়মে হিলাল কমিটির সম্মুখে শাহাদাত দিয়া আসিবেন এবং যাহারা চাঁদ না দেখিবেন তাহারা যথাস্থানে উপস্থিত হইয়া কমিটির কাছ থেকে চাঁদের শাহাদাত গহণ করিবেন। আজকাল মারুতি ও মটর সাইকেল ইত্যাদির মাধ্যমে ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার রাস্তা অতিক্রম করা কোন কঠিন কাজ নয়। এইবার যদি ২০ থেকে ২৫ কিলোমিটারের মাথায় হিলাল কমিটি থাকে, তাহা হইলে আরো উত্তম হইবে। প্রত্যেক কমিটি ফোনের মাধ্যমে যোগাযোগ রাখিয়া চলিবে। যে কমিটি শাহাদাত পাইবে তাহাদের একাংশ সদস্য অন্য কমিটির কাছে উপস্থিত হইয়া শাহাদাত দিয়া আসিবেন অথবা যে কমিটি শাহাদাত পায় নাই তাহাদের একাংশ আসিয়া শাহাদাত লইয়া যাইবেন। এলাকায় ঈদ হওয়া নির্ভর করিবে হিলাল কমিটির উপরে। হিলাল কমিটির পক্ষ থেকে ঘোষণা করিলে ঈদ হইবে। অন্যথায় নয়।

— ঃ ২০০৬ সালের ঈদ ঃ —

আল্‌হামদু লিল্লাহ! আমি ও আমার গ্রামের বড় অংশটি প্রায় পঁচিশ বৎসর থেকে চাঁদ না দেখিয়া অথবা শরীয়ত সাপেক্ষ শাহাদাত গ্রহণ না করিয়া ঈদের নামাজ আদায় করিনা। এই জন্য আমাদের মধ্যে সব সময় একটি অস্বস্তি থাকিয়া যায় এবং রমযানের রোজা যত কম হইতে থাকে ততই আমরা চঞ্চল হইয়া পড়ি। কারণ, আমাদের গ্রামের একাংশ ও এলাকার সমস্ত তাবলিগী জামায়াতের মানুষেরা যেন কসম খাইয়া বসিয়া রহিয়াছে যে, তাহারা উনত্রিশটির বেশি রোজা করিবেনা। এই কারণে এলাকায় ছোট বড় আলেম ও তালিবুল ইল্ম শত শত থাকা সত্ত্বেও কেহ চাঁদ দেখিবার অথবা চাঁদের শরীয়ত সাপেক্ষ শাহাদাত গ্রহণ করিবার প্রয়োজন বোধ করেনা। কুড়িটি রোজার পর থেকে ঈদের দিন ধার্য করতঃ হাটে বাজারে সর্বত্র মৌখিক প্রচার চালাইয়া থাকে যে, অমুক দিন ঈদ হইবে এবং আমাদিগকে চিহ্নিত করিয়া থাকে যে, বেরেলবীরা আমাদের সহিত ঈদ করিবেনা।

আমরা প্রতি বৎসর আমাদের আলেম ও তালিবুল ইল্ম দিগকে বিভিন্ন জায়গায় চাঁদের শাহাদাতের জন্য নিযুক্ত করিয়া থাকি। এই বৎসর ঠিক এইরূপ হইয়াছে যে, আমার বড় সাহেবজাদা - মোহাম্মাদকে কলিকাতা নাখোদা মসজিদে পাঠাইয়া ছিলাম। উদ্দেশ্য হইল কি প্রকারে নাখোদা থেকে চাঁদের সংবাদ রেডিওতে প্রচার করিয়া থাকে তাহা লক্ষ্য করিবে। আর যদি সত্যিই সেখানে শাহাদাত হইয়া থাকে, তাহা হইলে উলামাদের নিকট থেকে নিয়ম মত লিখিত শাহাদাত লইয়া আসিবে। প্রকাশ থাকে যে, বর্তমানে নাখোদা মসজিদে কোন ইমাম নাই। দুইজন নায়েবে ইমাম রহিয়াছেন। একজন বেরেলবী ও একজন দেওবন্দী। এই ইমামদয় ভাগাভাগি করিয়া নাখোদার নামাজ পড়াইয়া থাকেন। চাঁদের ব্যাপারে ইহাদের কোন ভূমিকা ছিল না। চাঁদের সংবাদ শুনিবার ও শাহাদাত গ্রহণ করিবার জন্য মাত্র কয়েকজন বেরেলবী ও দেওবন্দী আলেম এবং কমিটির কয়েকজন প্রভাবশালী মানুষ ছিলেন। ইহাদের মধ্যে মাওলানা কাসেম আলাবী সাহেব কিবলা ছিলেন অন্যতম। সন্ধ্যার পূর্ব থেকে সাংবাদিকের দল দলে দলে আসিতে

pdf By Syed Mostafa Sakib

থাকেন। আল্লাহর রহমতে এ বৎসর আসমান খুবই পরিষ্কার ছিল। আমরা ছোট বড় সবাই কেহ গ্রামের ভিতরে কেহ বাহিরে, কেহ ছাদের উপর থেকে, কেহ নীচে থেকে আসমানের দিকে তাকাইয়া চাঁদ দেখিতে পাই নাই। এদিকে আমার বড় ছেলে ফোনের মাধ্যমে জানাইয়া দিয়াছে যে, কলিকাতায় বড় মসজিদ নাখোদা এলাকায় পরিষ্কার আকাশে চাঁদ দেখা যাই নাই। কিন্তু আগামীকাল মঙ্গলবার ঈদ হইবে কিনা, এবিষয়ে জানিবার জন্য সাংবাদিকরা কমিটিকে অস্থির করিয়া রাখিতেছে। আর অগনিত মানুষ নাখোদার চারিদিকে সমবেত হইয়াছে। সবাই ঈদ ঘোষনা করিবার জন্য চিৎকার আরম্ভ করিয়াছে। প্রসাশনও ব্যস্ত হইয়া পড়িতেছে যে, ঈদ ঘোষনা করা হইলে তবেই সারা কলিকাতার ট্রাফিক পরিবর্তন করা হইবে। কমিটির কথা ছিল যে, রাত ৮ ঘটিকা পর্যন্ত চাঁদের সংবাদ ও শাহাদাত সম্পর্কে বিবেচনা করা হইবে। ইহার পর সভা অচল করিয়া দেওয়া হইবে। কিন্তু কমিটির একাংশ ও পাবলিকের চাপাচাপিতে সভা শেষ করা সম্ভব হয় নাই।

রাত সাড়ে আট্টার পর কমিটির সদস্য দেওবন্দী আলেমের নিকট বশীর হাট থেকে একটি ফোন চলিয়া আসিল যে, এখানে চাঁদ দেখা গিয়াছে। মাওলানা কাসেম আলাবী সাহেব ফোন ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন — আপনারা কতজন মানুষ চাঁদ দেখিয়াছেন? তাহারা জানাইল - তিনজন। আলাবী সাহেব বলিবেন - পরিষ্কার আকাশে তিনজন মানুষের দেখা গ্রহণযোগ্য নয়। দেওবন্দী আলেম আবার ফোন ধরিলে তাহারা বলিল — আমরা উন পঞ্চাশজন দেখিয়াছি। আলাবী সাহেব পূণরায় ফোন ধরিয়া তাহাদের বলিলেন — আপনারা তিনজন থেকে উন পঞ্চাশজন হইয়া গিয়াছেন। খুবই ভাল। তবে আপনারা কুরয়ান শরীফ সঙ্গে লইয়া চলিয়া আসুন। আমরা খরচা বহন করিব। তাহারা ইহা অসম্ভব বলিয়া ফোন ছাড়িয়া দেয়। আলাবী সাহেব আমার ছেলেকে বলিলেন যে, তুমি তোমার আব্বার সহিত যোগাযোগ করিয়া দেখ — বশীরহাট এলাাকার কোন ফোন নাম্বার পাওয়া যায় কিনা। আমার কাছে ফোন আসিলে আমি আমার ডায়রী দেখিয়া বশীরহাট এলাকার তিন চারটি নাম্বার দিয়া ছিলাম। আলাবী সাহেব সেই নাম্বারগুলিতে যোগাযোগ করিলে সবাই চাঁদ দেখিবার কথা অস্বীকার করিয়া থাকে। এই প্রকারে বশীরহাটের চাঁদের সংবাদ শেষ হইয়া যায়। দেওবন্দী

আলেমটির নিকট আবার ফোন আসিয়া গেল যে, দিল্লীর জামে মসজিদের ইমাম চাঁদ দেখিয়াছেন। আলাবী সাহেব ফোন ধরিলে তিনি অস্বীকার করিয়া থাকেন যে, আমার নামে মিথ্যা সংবাদ প্রচার করা হইয়াছে। আলাবী সাহেব যখন তাহাকে কেস করিবার পরামর্শ দিয়াছেন তখন কিন্তু তিনি এড়াইয়া যান। এই প্রকার আরো দুই এক জায়গা থেকে মিথ্যা সংবাদ আসিতে থাকে। আলাবী সাহেব যখন এই সংবাদগুলি তিলে তিলে যাঁচাই করিতে ছিলেন তখন তাঁহার প্রতি সবাই চরম ভাবে ক্ষুব্ধ হইতে ছিল। পরে রাত দশটার সময় বিহারের ফুলওয়ারী থেকে চাঁদ হইবার একটি ফোন চলিয়া আসে। আলাবী সাহেব তাহা মানিতে অস্বীকার করিয়া থাকেন। কিন্তু সাধারণ মানুষ ও কমিটির একাংশ ইহাতে গুরুত্ব দিয়া থাকেন। এই সময় এমনই হাঙ্গামা আরম্ভ হইয়াছিল যে, ঈদ ঘোষনা না করিয়া কাহার বাহির হইবার উপায় ছিল না। রাত সাড়ে দশটার সময় ঘোষনা হইয়া গেল — কাল ঈদ হইবে। আলাবী সাহেব হাজার অসন্তুষ্টির মধ্যে থাকিয়াও নিমরাজি অবস্থায় কোন প্রকারে সভা ছাড়িয়া চলিয়া আসেন। এই হইল নাখোদার নামে ঈদ ঘোষনার অবস্থা। কোন মানুষ ঘটনাস্থলে উপস্থিত না থাকিলে আসল ভেদ বুঝিতে পারিবেনা। এই রকম ঠুংকো সংবাদের উপর ভিত্তি করিয়া একটি ফরজ রোজাকে ভাঙ্গিয়া ঈদ করিবার কি প্রয়োজন? যেখানে আকাশ পরিস্কার এবং আমরা নিজ নিজ এলাকায় হাজার হাজার মানুষ বাস করিয়া থাকি, সেখানে শরীয়তকে উপেক্ষা করিয়া শয়তানী সংবাদের উপর নির্ভর করতঃ হৈ হৈ করিয়া ঈদ আদায় করা ঈমান্দারের কাজ হইয়া থাকে?

সোমবার দিবাগত সন্ধ্যার কিছুক্ষন পর থেকে আমার ২৪ পরগণার বাড়ীতে মঙ্গলবার বেলা ৮/৯ ঘটিকা পর্যন্ত মুর্শিদাবাদ, মালদা, বীরভূম, বর্ধমান, হাওড়া, হুগলী, মেদিনীপুর ইত্যাদি জেলা থেকে অবিরাম ফোন আসিতে থাকে। সবার একই কথা আমাদের এলাকায় চাঁদ দেখা যায় নাই। আপনারা কি করিতেছেন? সবাইকে শরীয়তের উপর দৃঢ় থাকিয়া ঈদ না করিবার পরামর্শ দিয়াছি।

কলিকাতা নাখোদা মসজিদের পক্ষ থেকে ঈদের ঘোষনা যদিও রাত্রে রেডিওর মাধ্যমে প্রচার হইয়া ছিলনা কিন্তু যাহারা মঙ্গলবার ঈদ করিবার জন্য

pdf By Syed Mostafa Sakib

কসম খাইয়া বসিয়া ছিল তাহারা রাতারাতেই ঘোষনার খবর সংগ্রহ করিয়া ফেলিয়াছিল। আমাদের জামায়াতের প্রায় সমস্ত ছোট বড় তরুন যুবক সারা রাত্রি জাগিয়া যখন চিন্তা ভাবনার মধ্যে রহিয়াছে তখন এলাকা প্রায় নিস্তব্ধ ছিল। অন্য বৎসরের ন্যায় এ বৎসর কোন প্রকার বোমবাজির ধূমধাম ছিল না। হঠাৎ রাত সাড়ে বারটার পর চারিদিক থেকে মসজিদে মসজিদে মাইকে প্রচার হইতে আরম্ভ হইয়া গেল — আগামী কাল ঈদ হইবে।

কেহ তাবলিগী জামায়াতের মারকায মগরাহাটের উদ্ধৃতি দিয়া, কেহ সিদ্দিকুল্লাহ চৌধূরীর উদ্ধৃতি দিয়া প্রচার করিতেছিল। আবার কেহ দর্প করিয়া বলিতেছিল — কলিকাতা নাখোদা মসজিদ থেকে চাঁদ দেখিবার কথা ঘোষনা করা হইয়াছে। যদি কাহার সন্দেহ হইয়া থাকে, তাহাহইলে আমাদের নিকট থেকে নাম্বার নিয়া আপনারা ফোনে যোগাযোগ করুন। শেষ পর্যন্ত সব চাইতে নিখুঁত ও নির্ভর যোগ্য সংবাদ হিসাবে প্রচার করা হইতে ছিল যে, আমাদের ফুরফুরা দরবার থেকে সংবাদ আসিয়াছে — কাল ঈদ হইবে। এই সমস্ত লজ্জার কথাগুলি আমরা নিরবে শুনিতে ছিলাম। রাত তিনটার সময় আমাদের গ্রামের এক বিশিষ্ট ব্যক্তি কয়েকজন যুবককে সঙ্গে লইয়া আমার বাড়িতে চলিয়া আসেন। তিনি ও তাহার সঙ্গীগন কিন্তু আমাদের জামায়াতের মানুষ নহেন। তবুও মন প্রাণ দিয়া নিজেদের মসজিদ গুলির প্রচার মানিয়া লইতে পারেন নাই। লোকটি বলিলেন - আমরা নাখোদা মসজিদের ইমামের কাছে ফোন করিয়াছি। তিনি বলিয়াছেন — চাঁদ দেখা যায় নাই কিন্তু ঈদ হইবে বলিয়া ঘোষনা হইয়া গিয়াছে। আমরা ফুরফরায়ও ফোন করিয়াছি। সেখান থেকে সায়ফুদ্দীন সাহেব বলিয়াছেন — যেহেতু খিলাফত কমিটি ঘোষনা করিয়াছে, সেহেতু আমরা নামাজ পড়িব। শেষ পর্যন্ত লোকটি আমাকে জানাইয়া দিল যে, রোজা ভাঙ্গিবনা এবং আজ ঈদও করিবনা। যদি তোমরা কাল ঈদ করো, তাহা হইলে আমি তোমাদের সহিত ঈদ করিব। অন্যথায় এই পর্যন্ত। প্রকাশ থাকে যে, যাহারা ফুরফুরা দরবার বলিয়া প্রচার করিতেছিল তাহারা কিন্তু ফুরফুরা পন্থী নয়। সরাসরি তাবলিগী জামায়াতের লোক। কেবল বাজার গরম করাই ছিল তাহাদের উদ্দেশ্য। যাইহোক, আমরা পরদিন বুধবার ঈদের নামাজ পড়িব বলিয়া ঘোষনা করিয়া দিলাম।

মঙ্গলবারের 'আনন্দ বাজার'

২৪শে অক্টোবর মঙ্গবার খুব সকাল সকাল পৌঁছিয়া গেল 'শহর সংস্করণ আনন্দ বাজার পত্রিকা'। প্রথম পৃষ্ঠায় খুব অল্প কথায় লেখা ছিল — 'আজ খুশির ঈদ'। পশ্চিম বঙ্গে আজ মঙ্গলবার ইদুল ফিতর পালিত হবে। নাখোদা মসজিদের পক্ষ থেকে সোমবার রাতে এ কথা জানানো হয়েছে। রাতেই বিভিন্ন মসজিদে ইদের কথা ঘোষনা করা হয়। খিলাফত কমিটির উদ্যোগে আজ সকাল ৯টায় রেড রোডে ঈদের নামাজ হবে বলে জানিয়েছে কোলকাতা পুলিশ।

মঙ্গলবারের 'প্রতিদিন'

২৪শে অক্টোবর মঙ্গবারের 'প্রতিদিন' পত্রিকার ৫পৃষ্ঠায় বলা হইয়াছে।

চাঁদ দেখা যায়নি, ঈদ আগামী কাল

নয়াদিল্লি, ২৩শে অক্টোবর ঃ ঈদের চাঁদ আজও দেখতে না পাওয়ায় বুধবারই দেশে ঈদ পালিত হবে। প্রথম লখনউয়ের ইমাম একথা ঘোষনা করেন। পরে দিল্লির জামা মসজিদের ইমাম বুখারিও একই তারিখ ঘোষনা করেছেন। যদিও ভারতের দক্ষিণতম প্রদেশ কেরলে আজই ঈদ পালিত হয়েছে। পৃথক ঈদগাহতে নামাজ পড়েছেন মহিলারা। রাজ্য সরকার বুধবারই ঈদের ছুটি ঘোষনা করেছেন।

বৃহস্পতিবারের 'আনন্দ বাজার'

বুধবারেও ঈদে মাতল মুর্শিদাবাদ

নিজস্ব সংবাদদাতা, বহরমপুর ঃ — দ্বিধবিভক্ত জেলাবাসী বুধবারও খুশির ঈদ পালন করে। সোমবারের রাতে আদৌ চাঁদ উঠেছে কিনা — এ নিয়ে দ্বন্দের জেরে মঙ্গলবার ও বুধবার দু'দিন ঈদ পালন করেছেন মুসলিম সম্প্রদায় মানুষ। (আনন্দ বাজার পত্রিকা কলকাতা বৃহস্পতিবার ২৬শে অক্টোবর ২০০৬, পৃষ্ঠা ৯)

বৃহস্পতিবারের 'প্রতিদিন'

মঙ্গলবার পশ্চিম বাংলায় আংশিক ঈদ পালিত হইয়াছে। বুধবার দেশে বিদেশে সর্বত্রে ব্যাপকভাবে ঈদ পালিত হইয়াছে। যেমন ২৬শে অক্টোবর বৃহস্পতিবার 'প্রতিদিন' পত্রিকায় বলা হইয়াছে — "দেশে - বিদেশে সাড়ম্বরে পালিত হল খুশির ঈদ" এই শিরনামের নিচে আগরার তাজ মহলের সামনে ছবিসহ দেখানো হইয়াছে - হাজার হাজার মানুষের জামায়াত এবং বিবরনে বলা হইয়াছে —

"নাসিক, ২৫শে অক্টোবর ঃ — মঙ্গলবার রাতের আকাশে ঈদের চাঁদ ওঠার পর বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে দিয়ে আজ দেশে - বিদেশে পালিত হচ্ছে ঈদ উল ফিতর। মহারাষ্ট্রে, ভোপাল, মেঘালয় - সহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলেই ঈদ উৎসব উপলক্ষে নেমেছে মানুষের ঢল। বাংলাদেশ, ইন্দোনেশিয়া, পাকিস্তানেও ঈদ উপলক্ষে এখন উৎসবের আবহ। তবে, তার মধ্যেও ঘটে গিয়েছে কয়েকটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা। জাকার্তায় এদিন একটি সেতু ভেঙে পড়ে অন্তত পাঁচজনের মৃত্যু হয়েছে। মৃতদের সবাই মহিলা। তারা সবাই ঈদ - উৎসবে যোগ দিতে যাচ্ছিলেন। মুম্বাইয়ের বিভিন্ন মসজিদে এদিন ঈদের নামাজ পড়তে যোগ দেন হাজার হাজার মানুষ। সবার পরনে ছিল ঐতিহ্যবাহী সাদা পোষাক। নামাজের পর রীতি মেনেই পরস্পরের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করেছেন তারা। চলেছে মিষ্টি বিতরন। নাসিকের কাছে বিস্ফোরন - বিধ্বস্ত মালেগাঁওয়েও এদিন পালিত হয় ঈদ। গত ৮ই সেপ্টেম্বর ভয়াবহ বিস্ফোরনের ঘটনা ঘটে সেখানে। আর সেই দিনটির স্মরনেই মালেগাঁওয়ের ঈদগাহ ময়দানে নামাজ পড়েন সেখানকার মানুষ। হিংসা নয়, শান্তি ও সৌভ্রাতৃত্বের আবহাওয়া সেখানে। যদিও, কোনও রকম অশান্তি এড়াতেই কড়া প্রহরায় গোটা এলাকাকে ঘিরে রেখে ছিলেন নিরাপত্তারক্ষীরা। নাসিক, জলগাঁও ও ধুলেতেও এদিন পালিত হয় ঈদ। মধ্য প্রদেশের ভোপাল, ইন্দোর, গোয়ালিয়র, জব্বলপুর ও রতলামসহ বিভিন্ন জায়গায়ও চলে ঈদের নামাজ পাঠ ও অন্যান্য অনুষ্ঠান। ঈদ উৎসব পালিত হয় হিমাচল প্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চলেও।

pdf By Syed Mostafa Sakib

পাকিস্তানে প্রেসিডেন্ট পারভেজ মুশারফের নেতৃত্বে এদিন ঈদের নামাজ-পাঠ অনুষ্ঠানে যোগ দেন হাজার হাজার মানুষ। হেলিকপ্টারে করে এদিন ইসলামাবাদের ফৈজল মসজিদে এসে পৌঁছন মুশারফ। সেখানেই নামাজ পাঠ করেন তিনি। এর পর প্রধানমন্ত্রী শওকত আজিজের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন তিনি। বাংলাদেশেও বিপুল উৎসাহে পালিত হয় ঈদ।"

পত্র পত্রিকার উদ্ধৃতিগুলি থেকে কাহার বুঝিতে বিলম্ব হওয়া উচিত নয় যে, দেশে ও বিদেশে সর্বত্রে ঈদের নামাজ ব্যপকভাবে বুধবার পালিত হইয়াছে এবং ভিত্তিহীন ভাবে মঙ্গলবার কিছু কিছু জায়গায় নামাজ হইয়াছে। ওহাবীদের চক্রান্তের শিকার হইয়া যে সমস্ত সুন্নীরা মঙ্গলবার নামাজ পড়িয়াছিল তাহারা চরমভাবে অনুতপ্ত হইয়াছে। কিন্তু আম ওহাবীরা মনে মনে মর্মাহত হইয়া ভাঙ্গিয়া পড়িলেও মুখেতে মচকায় নাই।

মঙ্গলবার সন্ধ্যায় যখন খুব সুক্ষ্ম চাঁদ দেখা গিয়াছিল তখন বলিয়াছিল — ইহাতো দুইদিনের চাঁদ। যাইহোক, এখন প্রশ্নোত্তরে কিছু আলোচনা করিব।

— ঃ প্রশ্নোত্তর ঃ —

(১) — মঙ্গলবার সন্ধ্যায় চাঁদ একেবারেই সুক্ষ্ম না হইলেও স্বাভাবিক হইয়াছিল। তবে এমন বড় চাঁদ হইয়াছিল না যে, ছোট, বড়, বুড়ো সবাই সহজে দেখিয়াছে। কিন্তু যাহারা মঙ্গলবার ঈদ করিয়াছিল তাহারা জোর পূর্বক দুই দিনের চাঁদ বলিয়া বুধবার ঈদ পালন কারীদের প্রতি ঠাট্টা বিদ্রুপ করিতেছে। ইহাদের উপর শরীয়তের হুকুম কী?

উত্তর — যাহারা চাঁদ না দেখিয়া অথবা শরীয়ত সাপেক্ষ চাঁদের শাহাদাত গ্রহন না করিয়া কেবল সংবাদের উপর ভিত্তি করিয়া মঙ্গলবার ঈদ করিয়াছে তাহারা নিশ্চয় একটি হারাম কাজ করিয়াছে। চাঁদ বড় হইতেই পারে। সময় বেশি পাইবার কারনে চাঁদ বড় হইয়া থাকে। তাই বলিয়া দুই দিনের চাঁদ বলা জায়েজ হইবেনা। দুই দিনের চাঁদ বলা কিয়ামতের আলামত। যেমন আশরাফ

আলী থানবী সাহেব 'বেহেশ্‌তী জেওর' এর মধ্যে লিখিয়াছেন — চাঁদ দেখিয়া এইরূপ বলা যে, চাঁদ খুব বড় হইয়াছে। গত কালের বলিয়া মনে হইতেছে। ইহা খারাপ কথা। হাদীস পাকে আসিয়াছে - ইহা কিয়ামতের আলামত। যখন কিয়ামত নিকটবর্তী হইবে তখন মানুষ এই প্রকার বলিবে। মোটকথা, চাঁদের বড় ছোট হইবার প্রতি কিছু নির্ভর করিবেনা এবং না হিন্দুদের এই কথার প্রতি নির্ভর করিবে যে, আজ দ্বিতীয়, আজ অবশ্যই চাঁদ হইবে। শরীয়তের কাছে এই সব কথাগুলি ভ্রান্ত।

যাহারা শরীয়ত সাপেক্ষ চাঁদের কোন প্রকার প্রমান না পাইয়া বুধবার ঈদ করিয়াছে তাহাদের ঠাট্টা বিদ্রুপ করা হারাম হইয়াছে। সূতরাং ঠাট্টা বিদ্রুপকারীদের তওবা করা জরুরী।

(২) — বহু মানুষ চাঁদের সঠিক প্রমান না পাইবার কারণে মঙ্গলবার রোজা অবস্থায় ছিল। কিছু মানুষ নিজেরা রোজা ভাঙ্গিয়াছে এবং রোজাদারদিগকে এই বলিয়া রোজা ভাঙিতে বাধ্য করিয়াছে যে, ঈদের দিনে রোজা রাখা হারাম। ইহাদের কি হইবে?

উত্তর ঃ — যাহারা রোজা ভাঙাইয়াছে তাহাদের তওবা করিতে হইবে এবং একটি রোজা কাজা করিয়া দিতে হইবে। কারন, ইহারা শরীয়ত সাপেক্ষ চাঁদের প্রমান না পাওয়া সত্বেও নিজেরা রোজা ভাঙিয়াতো হারাম কাজ করিয়াছে। আবার ধোকা দিয়া মুসলমানদের রোজা ভাঙাইয়াছে। আর যাহারা শয়তানী প্ররচনার শিকার হইয়া রোজা ভাঙিয়া ফেলিয়াছে তাহাদের কেবল একটি রোজা কাজা করিয়া দিতে হইবে। হ্যাঁ, ঈদের দিনে সেই সময় রোজা রাখা হারাম হইবে যখন চাঁদ দেখা যাইবে অথবা চাঁদের শরীয়ত সা পেক্ষ শাহাদাত পাওয়া যাইবে।

(৩) — যদি এইরূপ ঘটিয়া যায় যে, আমাদের দেশে চাঁদ দেখা গেল না অথবা চাঁদের শরীয়ত সাপেক্ষ শাহাদাত পাওয়া গেলনা। এই কারনে আমরা তিরিশটি রোজা পূর্ণ করিয়া নিলাম। কিন্তু পরে প্রমান হইয়া গিয়াছে যে, আমাদের তিরিশে রমযানের দিন অন্য দেশে ঈদ হইয়া গিয়াছে। তবে কি আমাদের রোজাটি হারাম হইয়া গিয়াছে এবং ঈদের দিন রোজা করিবার কারনে তওবা করিতে হইবে?

উত্তর ঃ — না রোজা হারাম হইয়াছে, না তওবা করিবার প্রয়োজন। কারন, শরীয়ত সাপেক্ষ চাঁদের প্রমান পাওয়া না যাইবার কারনে তিরিশটি রোজা পূর্ণ করা জরুরী ছিল। শরীয়ত যাহা জরুরী করিয়া দিয়াছে তাহা পালন করা না হারাম, না তওবা করিবার প্রয়োজন।

(৪) — একদিন আগে অথবা একদিন পরে কি ঈদ করা যাইতে পারে? যদি জায়েজ হইয়া থাকে, তাহাহইলে সন্দেহের দিনে রোজা না করিয়া ঈদ করিলে দোষ হইবে কেন? প্রয়োজনে পরে একটি রোজা রাখিয়া দিবে।

উত্তর ঃ — ইসলামে কোন ক্ষেত্রে একদিন আগে ঈদ করিবার অবকাশ নাই। কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে শরীয়ত সাপেক্ষভাবে চাঁদ প্রমানিত হওয়া সত্বেও একদিন দুইদিন পরে ঈদের নামাজ পড়া জায়েজ। যেমন ঈদুল ফিতরের দিন সকাল থেকে এমন প্রবল ঝড় তুফান আরম্ভ হইয়া গিয়াছে যে, যাওয়ালের পূর্ব পর্যন্ত তাহা বন্ধ হয় নাই, যাহাতে মানুষ ঈদ্‌গাহে যাইবার কোন প্রকার সুযোগ পায় নাই অথবা এমন সময় ঝড় তুফান বন্ধ হইয়া গিয়াছে যে, মানুষ আর ঈদের জন্য প্রস্তুত হইতে পারিবেনা। এই ক্ষেত্রে পরদিন ঈদের নামাজ পড়িতে পারিবে। কিংবা ঈদের দিন এমনই হাঙ্গামা আরম্ভ হইয়া গিয়াছে যে, মানুষ বাহির হইতে পারিতেছেনা কিংবা সরকারী তরফ থেকে ঈদের দিন বাড়ী থেকে বাহির হওয়া নিষেধ হইয়া গিয়াছে। এই অবস্থায় ঈদুল ফিতরের নামাজ দ্বিতীয় দিনে পড়িতে পারিবে। অনুরূপ ঈদের দিন যাওয়ালের পরে চাঁদের শাহাদাত পাওয়া গিয়াছে অথবা যাওয়ালের পূর্বে এমন সময় চাঁদের শাহাদাত পাওয়া গিয়াছে যে, মানুষ আর ঈদের জন্য প্রস্তুত হইতে পারিবেনা। সুতরাং এই অবস্থায়

ঈদুল ফিতরের নামাজ দ্বিতীয় দিনে পড়া জায়েজ রহিয়াছে। মোট কথা, কারন থাকিলে পর দিন ঈদুল ফিতরের নামাজ পড়া জায়েজ। আর ঈদুল আজহার নামাজ কারনে ও অকারনে তিনদিন পড়া যাইতে পারে। (শরহে বিকাইয়া) যেখানে পরে করিবার অবকাশ রহিয়াছে সেখানে ঝাঁপাঝাঁপি করতঃ একদিন আগে করিয়া শরীয়তকে সমাধি করা নিশ্চয় মহা অপরাধ হইবে। হ্যাঁ, হাদীস পাকে রহিয়াছে যে ব্যক্তি সন্দেহের দিন (অর্থাৎ ২৯শে শাবান চাঁদ না দেখিয়া) রোজা রাখিয়াছে সে ব্যক্তি মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের নাফরমানী করিয়াছে। (তিরমিজী) কিন্তু হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম ২৯শে রমযানের ব্যাপারে বলিয়াছেন যে, চাঁদ দেখিতে না পাইলে ৩০টি রোজা পূর্ন করিতে হইবে। তবে এরকম বহুবার ঘটিয়াছে যে, দেওবন্দী - তাবলিগী জামায়াতের লোকেরা ২৮টি রোজা করতঃ চাঁদের বিনা প্রমানে ঈদ করতঃ পরে কানে কানে একটি রোজা করিবার কথা বলিয়া দিয়াছে।

(৫) — একজন ইমাম সাহেব নিজে রোজা না ভাঙিয়া ঈদের নামাজ পড়াইয়া দিয়াছেন। ইহার অবস্থা কি হইবে?

উত্তর ঃ — এ ক্ষেত্রে ইমাম ও মুক্তাদী সবার তওবা করিবার প্রয়োজন। মুক্তাদীগণের এই জন্য তওবা করিতে হইবে যে, তাহারা ইমামকে নামাজ পড়াইতে বাধ্য করিয়াছে। তাহারা এমন একজন ইমামের পশ্চাতে নামাজ আদায় করিয়াছে যিনি চাঁদ হওয়াতে বিশ্বাসী ছিল না। নিশ্চয় মুক্তাদীগন চাঁদ দেখিয়া ছিলনা অথবা চাঁদ হইবার শরীয়ত সাপেক্ষ শাহাদাত ইমামের কাছে পেশ করিতে পারে নাই। ইমাম যদি কোন আলেম হইয়া থাকেন, তাহাহইলে তাহার তওবা করা জরুরী হইবে। কারন, তিনি শরীয়তকে সমাধি করিয়া সমাজের কাছে নতি স্বীকার করিয়াছেন। অথবা পার্থিব লোভ লালসার কারনে অবৈধ কাজ করিয়া দিয়াছেন। আর যদি তাহার নিকট শরীয়ত সাপেক্ষ কোন উপযুক্ত কারন থাকে, তাহা হইলে তাহা হইবে বিবেচনার বিষয়। আর ইমাম যদি আম লোক হইয়া থাকে, যেমন আজকাল পাড়া গ্রামে হইয়া থাকে, তাহা হইলে সবার সহিত তওবা করিবে। কারন, ভুল সব সময়ে ভুল। মুক্তাদীগনের মত তিনিও সমাজের একজন। সবাই ভুলের স্বীকার হইয়াছে। সূতরাং সবাই তওবা করিবে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

(৬) - মাওলানা সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরী ও ফুরফুরার মাওলানা সায়ফুদ্দীন সিদ্দিকী সাহেব মঙ্গলবার ঈদের নামাজ পড়িয়াছেন। কেবল তাই নয়, ইহারা আমাদিগকে মঙ্গল বার ঈদের নামাজ পড়িবার অনুমতি দিয়াছেন। ইহারা কী শরীয়ত সম্পর্কে অবগত নহেন?

উত্তর ঃ — এই ধরনের প্রশ্ন করা হইল ইসলাম না বুঝিবার ফল অথবা আলেমদের প্রতি শত্রুতা প্রকাশ করা। আমার পুস্তিকাটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পাঠ করিলে এই ধরনের প্রশ্নের অবকাশ থাকিবেনা। সুন্দরভাবে শরীয়তের সংবিধান বলিয়া দেওয়া হইয়াছে। এইবার আমি যদি শরীয়ত বিরোধী কাজ করিয়া থাকি, তাহা হইলে তাহা কাহার জন্য দলীল হইবেনা। বরং প্রমান হইবে যে, আমি শরীয়ত বিরোধী কাজ করিয়াছি। চাঁদ সম্পর্কে কুরয়ান হাদীসের আলোকে যে আলোচনা করা হইয়াছে তাহা সামনে রাখিয়া মাওলানা সায়ফুদ্দীন সাহেব ও সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরী সাহেবকে যাঁচাই করিলে ঈদ ও চাঁদের বিষয়ে তাহাদের কার্যকলাপ কতদুর শরীয়ত সাপেক্ষ হইয়াছে আশা করি তাহা বুঝিতে বিলম্ব হইবেনা। সিদ্দিকুল্লাহ সাহেব একজন রাজনৈতিক মানুষ। আজ তাহার অনুমতি নিয়া ঈদ করিতেছেন কিন্তু কাল যখন তিনি কংগ্রেস অথবা সি, পি, এমকে ভোট দিতে নির্দেশ দিবেন তখন আপনি তাহার সম্পর্কে কি সিদ্ধান্ত নিবেন তাহা এই মুহূর্তে বলা মুশকিল। দিল্লির জামে মসজিদের ইমাম ও কলিকাতার টিপু সুলতান মসজিদের ইমাম অনেক সময় নির্দিষ্ট কোন পার্টিকে ভোট দেওয়ার নির্দেশ দিয়া থাকেন। তখন কিন্তু তাহাদিগকে পার্টির দালাল বলিয়া দিতে দ্বিধা করেন না। আজ সেই দালালদের শরীয়ত বিরোধী আদেশ ও নিষেধ মানিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন কেন?

ফুরফুরার পীর সাহেবরা কত দায়িত্ব নিয়া চলিয়া থাকেন, তাহা আমাদের অজানা নয়। সায়ফুদ্দীন সিদ্দিকী সাহেব কি সুন্দুর দায়িত্বপূর্ণ কথা বলিয়া দিয়াছেন যে, ফিলাফত কমিটি ঘোষনা করিয়া দিয়াছে। অতএব, আমরা নামাজ পড়িব।

ঈদের ব্যাপারে আমরা শরীয়তের নির্দেশ মুতাবিক কোন সময়ে যান্ত্রিক জিনিষের উপর নির্ভর করিনা। তবুও বিভিন্ন জায়গার অবস্থা জানিবার জন্য যোগাযোগ রাখিয়া থাকি। অনেক সময় আমরা ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে বড় বড় সুন্নী আলেমদের সহিত যোগাযোগ করিয়াছি। বিশেষ করিয়া বেরেলী শরীফে যোগাযোগ করিয়াছি। সেখান থেকে ইহাই জবাব আসিয়াছে — আমরা এখানে চাঁদের শাহাদাত পাইবার কারনে ঈদ করিব। আপনারা মসলার উপর আমল করুন।

(৭) — দিনের পর দিন যান্ত্রিক জিনিষ ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর হইয়া যাইতেছে। ভবিষ্যতে কি চাঁদের মসলায় শরীয়তের সংবিধান অনুযায়ী চলা সম্ভব হইবে?

উত্তর ঃ — চাঁদের মসলায় ইসলামী কানুন মানিয়া চলা সম্ভব হইবে কিনা, ইহা বড় প্রশ্ন নয়। বরং আগামী দিনে মুসলমানেরা মুসলমান থাকিবে কিনা, সেটাই হইল বড় প্রশ্ন। ভবিষ্যতে কি হইবে, না হইবে তাহা চিন্তা করিয়া হাল ছাড়িয়া দিতে হইবে এমন কথা ইসলাম বলেনা। আল্লাহর কিছু বান্দা এমন থাকিবে যাহারা ইসলামের উপর চলিবে। অবশ্য তাহাদের কষ্টের সীমা থাকিবেনা কিন্তু তাহারা অশেষ সওয়াবের অধিকারী হইবে। যখন আমরা বুঝিতে পারিতেছি যে, অদুর ভবিষ্যতে ইসলামী জীবন যাপন কঠিন হইবে তখন আমাদের দায়িত্ব বহুগুনে বাড়িয়া যাইতেছে। সর্বদিক দিয়া সামাজিক চাপের মুকাবিলা করতঃ ইসলামী কানুন বহাল রাখিবার চেষ্টা করিতে হইবে। আর একথা খুব মনে রাখিতে হইবে যে, শরীয়তে পাক কিছু কিছু ক্ষেত্রে যান্ত্রিক সাহায্য নেওয়া অবৈধ করিয়া রাখিয়াছে। যেমন বিশেষ করিয়া চাঁদের মসলায়। ইহার কারনগুলি পূর্বে আলোচনা করা হইয়াছে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

(৮) — সমাজের কিছু শিক্ষিত মানুষ - ডাক্তার, মাষ্টার ও ইঞ্জিনিয়ার বলিতে চাহিতেছেন যে, এই যান্ত্রিক যুগে যখন সমস্ত কাজ যন্ত্রের মাধ্যমে হইতেছে তখন কেবল চাঁদ ও ঈদের মত দুই একটি মসলাতে রেডিও, ফোন ও টেলিভিশন ইত্যাদি যন্ত্রগুলিকে উপেক্ষা করা এক প্রকার বোকামী ছাড়া কিছুই নয়।

উত্তর ঃ — ডাক্তার, মাষ্টার ও ইঞ্জিয়ার ঃ এই শ্রেণীর মানুষগুলিকে সামাজিক শিক্ষিত বলা হইয়া থাকে। ইহারা কেহ শরীয়তের শিক্ষিত নহেন। ইহারা শরীয়তকে উপেক্ষা করিয়া যান্ত্রিক জিনিষের নির্ভরশীল হইতে নির্দেশ করিয়া থাকেন। ইহাদের যুক্তি অনুযায়ী মসজিদে মুয়াজ্জিন রাখা ও আজান দেওয়া অনোর্থক হইবে। কারন, যেখানে ঘড়ি ঘন্টা আমাদের হাতে রহিয়াছে সেখানে আজান দেওয়ার প্রয়োজন নাই। নির্দিষ্ট সময়ে সবাই চলিয়া আসিবে। এইবার চিন্তা করিলে কাহারা বোকা ও কাহারা বোকামী করিতেছে তাহা বুঝিতে বিলম্ব হইবেনা। যে দেশে আজান নাই সেই দেশ শরীয়তের সামনে কাফেরের দেশ বলিয়া গন্য। বোকাদের মধ্যে ইহা বুঝিবার বোধ কোথায়! ইসলাম যে কাজ দেখিয়া করিতে নির্দেশ দিয়াছে সে কাজ শুনিয়া করিলে হইবেনা। সূতরাং চাঁদ দেখিয়া রোজা ও ঈদ পালন করিতে হইবে। কোন যান্ত্রিক জিনিষের মাধ্যমে সংবাদ শুনিয়া নয়।

(৯) — যখন পূর্ণ ইয়াকীন বা বিশ্বাস হইয়া যাইবে যে, অমুক আমার সহিত কথা বলিতেছে তখন তাহা মানিয়া লইতে আপত্তি কোথায়? যেমন কোন পরিচিত মুফতী সাহেবের বাড়ীতে ফোন করা হইল এবং তিনি নিজেই ফোন ধরিলেন। নিশ্চয় ঐ বাড়ীতে ঐ নামে দ্বিতীয় কোন মুফতী সাহেব নাই। আমার বিশ্বাসে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই যে, মুফতী সাহেবের বাড়ীর অন্য কেহ তাহার কণ্ঠ নকল করতঃ কথা বলিতেছে।

উত্তর ঃ — কোন বিষয়ে নিজের বিশ্বাস হইয়া যাওয়া বড় কথা নয়। যতক্ষন পর্যন্ত কোন ইয়াকীন বা বিশ্বাস শরীয়ত সাপেক্ষ না হইবে ততক্ষন পর্যন্ত নিজের বিশ্বাস শরীয়তের কোন মসলাতে কার্যকরী হইবেনা। যেমন একজন জবরদস্ত আলেমেদ্বীন যাহার দ্বীনদারীতে কোন রকম সন্দেহ নাই অথবা শহরের

সব চাইতে বড় মুফতী, যাহার ফতওয়া সমস্ত শহরবাসী বিনা দ্বিধায় মানিয়া নিয়া থাকেন। এই রূপ একজন নির্ভরযোগ্য মহান ব্যক্তি যদি বলিয়া থাকেন যে, আমি অমুক জিনিষ স্বচক্ষে দেখিয়াছি। তাহার এই কথা সমস্ত শহরবাসী মানিয়া নিলেও শরীয়তের কাছে ইহা গ্রহণযোগ্য হইবেনা। মোট কথা, শরীয়ত যেখানে যাহা চাহিয়াছে সেখানে তাহাই দিতে হইবে। কাহার বিশ্বাসকে শরীয়ত বিশ্বাস করিতে বাধ্য নয়। যেমন জেনা বা ব্যাভিচারের মসলায় শরীয়ত চারজন সাক্ষী চাহিয়াছে। এই ক্ষেত্রে যদি শহরের সব চাইতে বড় বড় তিনজন মুফতী সাক্ষ প্রদান করিয়া থাকেন যাহাদের সাক্ষ সমস্ত শহরবাসীর কাছে বিশ্বস্ত কিন্তু শরীয়ত ইহাদের কথা মানিবেনা। চতুর্থ সাক্ষী চাহিবে। এইবার আশা করি চাঁদের মসলায় আপনার বুঝিতে বিলম্ব হইবেনা যে, নিজের বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করিয়া ঈদ ঘোষনা করা অবশ্যই ভুল হইবে। শরীয়ত যাহা চাহিয়াছে যতক্ষন পর্যন্ত তাহা হাজির করা না হইবে ততক্ষন পর্যন্ত ঈদ ঘোষনা করা জায়েজ হইবেনা। চাঁদের মসলায় শরীয়ত পাক নির্দেশ করিয়াছে যে, তোমরা চাঁদ দেখিবে অথবা শরীয়ত সাপেক্ষ শাহাদাত গ্রহণ করিবে। এই স্থলে অন্য কোন মাধ্যম অবলম্বন করা চলিবেনা।

(১০) — চাঁদের মসলায় বিভ্রান্তি থেকে বর্তমানে বাঁচিবার উপায় কি? যখন রেডিও, টেলিভিশন ইত্যাদির মাধ্যমে মানুষ সংবাদ শুনিয়া থাকে তখন তাহারা ধৈর্য হারাইয়া ফেলে। শরীয়তের কথা আর স্বরন করেনা।

উত্তর ঃ — বাঁচিবার উপায় রহিয়াছে। যে পথ অবলম্বন করিলে বিভ্রান্তি থেকে বাঁচা সম্ভব সে পথ কিন্তু সাধারণ মানুষ অবলম্বন করিবেনা। চাঁদের মসলায় মানুষ মিডিয়ার মাধ্যমে বিভ্রান্ত হইতেছে। সূতরাং চাঁদের মসলায় মিডিয়াকে একেবারেই উপেক্ষা করিয়া চলিতে হইবে। রেডিও, টেলিভিশনের মাধ্যমে চাঁদ হওয়া ও না হওয়া সম্পর্কে কোন প্রকার সংবাদ নেওয়া বন্ধ করিতে হইবে। যদি বন্ধ করা সম্ভব না হইয়া থাকে, তাহা হইলে এই সংবাদগুলির প্রতি কোন গুরুত্ব দিতে হইবেনা। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, বর্তমানে আলেমদের একটি অংশ শরীয়তের দিকে খেয়াল না করিয়া সাংবাদিকদের সামনে যাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। অদুর ভবিষ্যতে এই শ্রেণীর আলেমদের দ্বারায় শরীয়তের বহু মসলা শেষ হইয়া যাইবে।

শেষ কথা

এ পর্যন্ত চাঁদের মসলা সম্পর্কে যাহা আলোচনা করা হইল তাহা থেকে প্রত্যেকেই বুঝিতে পারিয়াছেন যে, ফোন, রেডিও ও টেলিভিশন ইত্যাদির মাধ্যমগুলি শরীয়তের বহু স্থানে ও বিশেষ করিয়া চাঁদের মসলাতে আদৌ গ্রহণযোগ্য নয়। তাই আমার সাধারণ সুন্নী ভাইদিগকে সাবধান থাকিবার জন্য অনুরোধ করিতেছি যে, তাহারা যেন 'আলেম না আলেম' বলিয়া সব আলেমের কথায় কর্নপাত করিয়া না থাকেন। কারন, বর্তমানে ভারতীয় ওহাবীরা ভিন্নদলে বিভক্ত হইয়া রহিয়াছে। তাহাদের এই ভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া থাকিবার মুখ্য উদ্দেশ্য হইল যে, সুন্নী হানাফীদিগকে বিভ্রান্তির মধ্যে ফেলিয়া দেওয়া।

ওহাবীরা প্রথমতঃ দুইটি ভাগে বিভক্ত হইয়া রহিয়াছে — মুকাল্লিদ ও গায়ের মুকাল্লিদ। মুকাল্লিদ সেই সমস্ত ওহাবীদের বলা হইয়া থাকে যাহারা ইমাম মানিবার মৌখিক দাবী করিয়া থাকে। ইহারা দেওবন্দী নামে প্রসিদ্ধ। দেওবন্দীরা হানাফী মাযহাবের দাবীদার কিন্তু ইহারা মুলতঃ মাযহাব বিরোধী। ইহার দৃষ্টান্ত আমার অন্য বই পুস্তকের মধ্যে প্রদান করা হইয়াছে। যাইহোক, বর্তমানে এই ওহাবী দেওবন্দী দলটি ভিন্ন রূপে নিজেদের কাজে ব্যস্ত রহিয়াছে। ইহারা কখনো নিজেদের জালসাগুলিতে দাঁড়াইয়া মীলাদ, কিয়াম, উরূস ও ফাতিহা ইত্যাদি সুন্নীদের কাজগুলিকে কুরয়ান ও হাদীসের অপব্যাখ্যা করিয়া শির্ক ও বিদায়াত বলিয়া প্রমান করিবার চেষ্টা করিয়া থাকে। এই সময়ে ইহাদিগকে বলা হইয়া থাকে দেওবন্দী। ইহারা আবার যখন নিজেদের রূপ বদলাইয়া কালেমা ও নামাজের আড়ালে সুন্নীদের সমস্ত কাজগুলি খতম করিয়া দেওয়ার ঘৃন্য চক্রান্তে দ্বারে দ্বারে চলিয়া আসিয়া থাকে তখন ইহাদিগকে বলা হইয়া থাকে তাবলিগী জামায়াত। আবার কখনো ইহাদিগকে রাজনৈতিক প্লাটফরমে দেখিতে পাওয়া যায়। এই সময়ে ইহাদিগকে বলা হইয়া থাকে 'জমীয়তে উলামায় হিন্দ'। এই জমীয়তে উলামায়ে হিন্দ ভারত স্বাধীন হইবার পর থেকে সব সময়ে কংগ্রেস ঘেঁষা হইয়া কাজ করিয়া আসিতেছে। হুসাইন আহমাদ মাদানী ছিলেন এমনই

খদ্দরের আশক্ত যে, মুর্দার কাফন পর্যন্ত খদ্দরের না দিলে তিনি অসন্তুষ্ট হইতেন। আসাদ মাদানীও সারা জীবন কংগ্রেসের পাশে পাশে থাকিয়া গিয়াছেন। বর্তমানে মাহমূদ মাদানীও তাহার পিতা ও দাদার পূর্ণ পদাংক অনুসরন করতঃ চলিয়াছেন। যাইহোক, ইহারা ওহাবী সন্দেহ নাই। বি জে পিরা মসজিদের দুশমন। আর জমীয়তে উলামায় হিন্দ মাযারের দুশমন। সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরী সাহেব নন্দীগ্রামের ব্যাপারে মাথায় কালো কাপড় বাঁধিয়া আজ একরকম চিৎকার করিতেছেন কিন্তু যথা সময়ে সুন্নীয়াতের উপর আক্রমন করিবেন। অতএব সুন্নী ভায়েরা যেন ইহাদের থেকে সাবধান থাকিবার চেষ্টা করিয়া থাকেন।

গায়ের মুকাল্লিদ বলা হইয়া থাকে সেই সমস্ত ওহাবীদের যাহারা প্রকাশ্যে হানাফী মাযহাবের বিরোধীতা করিয়া থাকে এবং মূলতঃ মাযহাব মানাকে শির্ক বলিয়া থাকে। ইহারা নিজদিগকে কখন আহলে হাদীস, কখন সালাফী, আবার কখন মুহাম্মাদী বলিয়া থাকে। ইহারা সুন্নী মুসলমানদিগকে মুশরিক বলিয়া থাকে। ইহাদের জঘন্য আক্বীদাহ সম্পর্কে আমার বই পুস্তকগুলিতে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করিয়াছি। এই ওহাবী আলেমদের সংবাদের উপর ভিত্তি করিয়া শরীয়তের কোন মসলা আমল করা হারাম হইবে। আল্লাহ তায়ালা সুন্নী মুসলমান দিগকে সুন্নীয়াতের উপর কায়েম থাকিবার তৌফীক দান করেন। আমীন, ইয়া রব্বাল আ'লামীন।

pdf By Syed Mostafa Sakib

২০০৭ সালের ঈদ

বর্তমানে ঈদ্‌কে কেন্দ্র করিয়া মুসলিম সমাজে যে ফিৎনা সৃষ্টি হইয়াছে তাহা কিয়ামতের সকাল পর্যন্ত শেষ হইবে কিনা সন্দেহ। দিনের পর দিন যান্ত্রিক জিনিষ যতো বেশি প্রকাশ হইতেছে ফিৎনা ততো বড় থেকে বড় আকার ধারণ করিতেছে। উলামায়ায় ইসলাম এ বিষয়ে অত্যন্ত চিন্তিত। তাঁহারা শরীয়তের উপর সমাজকে কায়েম রাখিবার জন্য যথা সাধ্য চেষ্টা করিয়া চলিয়াছেন। বিভিন্ন পত্র পত্রিকার মাধ্যমে কুরয়ান ও হাদীসের আলোকে যান্ত্রিক জিনিষগুলির প্রয়োগ ক্ষেত্র সম্পর্কে অবিরাম কলম চালাইয়া যাইতেছেন। উক্তি ও যূক্তির মাধ্যমে প্রমাণ করিতেছেন যে, যান্ত্রিক জিনিষগুলির মাধ্যমে ঈদ ও চাঁদ নির্ধারিত করা জায়েজ হইবেনা। তবে উলামায় কিরাম দিগের কলমের কথা সমাজের সর্বস্তরে পৌঁছাইতেছেনা। ইহার পিছনে অনেকগুলি কারণ রহিয়াছে। প্রথম কারণ — যে সমস্ত পত্র পত্রিকায় চাঁদের মসলা সম্পর্কে উলামায় কিরামের কলম ছাপা হইতেছে সেগুলির সংখ্যা খুবই কম হইবার কারণে সবাই অবগত হইতে পারিতেছেনা। দ্বিতীয় কারণ — সমাজের অধিকাংশ মানুষ ইসলাম থেকে মুখ ঘুরাইয়া নিয়াছে। ইহারা ইসলামী আহকামগুলি পূজা পার্বনের ন্যায় রেসম ও রেওয়াজ হিসাবে পালন করিতে চাহিতেছে। ইহাদের কাছে শরীয়ত জানিবার অবসর কোথায়? তৃতীয় কারণ — সমাজের একটি বিরাট অংশ - ডাক্তার, মাষ্টার ও ইঞ্জিনিয়ার প্রভৃতি শ্রেণীর মানুষেরা বিজ্ঞানের তালে তালে ইসলাম কে চালাইবার চেষ্টা করিয়া চলিয়াছেন। ফলে তাহারা না আলেম উলামার সহিত যোগাযোগ রাখিয়া চলিতে চাহিতেছেন, না উলামায় কিরামের কলম পড়িবার প্রয়োজন বোধ করিতেছেন। চতুর্থ কারণ — বাতিল ফিরকাগুলি সব সময় সরকার ঘেঁসা হইয়া সমাজকে কাছে করিবার চেষ্টা করিতেছে ইত্যাদি। মোট কথা, সমাজে সমস্যা সমাধানের সুরাহা দেখা যাইতেছে না। তাই বলিয়া লেখা লেখি বন্ধ হইয়া যাইবে এমন কথা নয়। আল্লাহর কিছু বান্দা শরীয়তের উপর কায়েম থাকিবার জন্য অবশ্যই চেষ্টা করিয়া চলিবেন।

—ঃ ঈদের চাঁদ প্রসঙ্গ ঃ—

আমি বিগত কয়েক বৎসর ধরিয়া আমার বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় চাঁদ সম্পর্কে আলোচনা করিয়া আসিতেছি। ২০০৬ সালের ঈদ সম্পর্কে কাহার অজানা নাই। তাই আমার খুবই আন্তরিক ইচ্ছা ছিল যে, ২০০৭ সালের ঈদের আগে চাঁদ সম্পর্কে আমার সমস্ত লেখাগুলি একত্রিত করিয়া পুস্তকাকারে প্রকাশ করিয়া দিব। আল্লাহর রহমতে সম্পূর্ণ কাজ কমপ্লিট করিয়া ফেলিয়া ছিলাম। কিন্তু প্রেসের কাছ থেকে প্রকাশ করা সম্ভব হয় নাই। তাই আবার সামনে চলিয়া আসিল ২০০৭ সালের ঈদ। এই ঈদে কোন প্রকার বড় রকমের হৈ চৈ না হইলেও আমার সামনে কিছু নতুন জিনিষ রহিয়াছে। যাহার কারণে আবার এক কলম লিখিবার প্রেরণা জাগিয়াছে।

এই বৎসর প্রায় পশ্চিম বাংলার সর্বত্রে প্রথম রোজা হইয়াছে ১৪ই সেপ্টেম্বর শুক্রবার। আর কেরালায় প্রথম রমযান আরম্ভ হইয়াছে ১৩ই সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার থেকে। রমযানের প্রথম দিকে লন্ডনের এক বিশেষ ব্যক্তি আমাকে ফোনের মাধ্যমে জানাইয়াছেন যে, তাহারা বৃহস্পতিবার থেকে রোজা আরম্ভ করিয়াছেন। অবশ্য হাতে গোনা কিছু মানুষ শনিবার থেকে রোজা শুরু করিয়াছেন। যাইহোক, রমযানের প্রথম থেকে মনে হইতেছিল যে, ঈদ খুব শান্তি পূর্ণ ভাবে হইবেনা। অবশ্য উত্তর বঙ্গে সুন্নী উলামায় কিরামদিগের প্রচেষ্টায় সাধারণ মানুষের মধ্যে খুব সাড়া ছিল যে, চাঁদ না দেখিয়া ঈদ করিবেনা। তবে ওহাবী দেওবন্দী তাবলিগী জামায়াত ও জামায়াতে ইসলামীর লোকেরা নিজেদের অভ্যাস মত গা ফুলাইয়া চলিতে ছিল যে, এই যূগ আর সেই যূগ নয়। আগে জানিবার ব্যবস্থা ছিল না এখন জানিবার ব্যবস্থা হইয়া গিয়াছে। সূতরাং ঈদকে কোন মতে পিছাইয়া নিয়া যাইতে দেওয়া হইবেনা। এই প্রকারে চলিয়া আসিল ১২ই অক্টোবর ২৯শে রমযান শুক্রবার। এক রকম শুক্রবার সকাল থেকে ফোন আসিতে আরম্ভ হইয়া গেল যে, কাল কী হইবে? আমরা কী করিব? সবাইকে বলিয়া দিলাম, সন্ধ্যায় চাঁদ দেখিবার চেষ্টা করিবেন। তারপর প্রয়োজন হইলে যোগাযোগ করিবেন। সন্ধা আসিবার বহু পূর্ব থেকে মুখে মুখে প্রচার আরম্ভ হইয়া গেল যে, আজ সৌদী আরবে ঈদ হইয়া গিয়াছে। অতএব, আমরা কাল ঈদ করিব। এমনকি কেহ কেহ এই কথাও বলিয়া দিয়াছে যে, যখন সৌদীতে ঈদ হইয়া গিয়াছে তখন কেহ না পড়িলেও আমরা জংগলে গিয়া ঈদ পড়িব।

২৯শে রমযান শুক্রবার সন্ধায় পরিস্কার আসমানে আমরা সবাই চাঁদ দেখিবার চেষ্টা আরম্ভ করিয়া দিলাম। না আমরা দেখিতে পাইয়াছি, না এলাকায় কেহ দেখিতে পাইয়াছেন। এইবার অবিরাম ফোনের পর ফোন আসিতে আরম্ভ হইয়া গেল। প্রায় পশ্চিম বাংলার সমস্ত জেলা থেকে ফোন আসিয়াছে। সবাই একই কথা বলিয়াছেন — আমাদের এলাকায় চাঁদ দেখা যায় নাই। কিন্তু এলাকার ওহাবীরা সংবাদের দিকে তাকাইয়া রহিয়াছে। এই প্রকারে প্রায় রাত পৌনে বারোটা পর্যন্ত ফোন আসিয়াছে। শেষ পর্যন্ত মোবাইল অফ্ করিয়া দিয়াছি।

অনেকে ফোনে এ কথা বলিয়াছে, যদি সকালের সংবাদে চাঁদের কথা ঘোষনা হইয়া যায়, তাহা হইলে উপায় কী? এলাকার ওহাবীরা ঈদ না করিয়া ছাড়িবেনা। কিন্তু আল্লাহ তায়ালার রহম ও করমে কোন জায়গায় কোন প্রকার উৎপাৎ ছিলনা। ওহাবীরা সুবোধ বালকের ন্যায় শনিবারের পরিবর্তে সুন্নীদের সহিত তিরিশটি রোজা পূর্ণ করতঃ রবিবার ঈদ করিয়াছে। তবে জানিনা, আল্লাহ তায়ালা তাহাদের মধ্যে এই সুমতি কতদিন কায়েম রাখিবেন!

একটি জটিল প্রশ্ন

এ বৎসর ১২ই অক্টোবর শুক্রবার সৌদী আরবে ঈদ হইয়াছে। মিসর থেকে আরম্ভ করিয়া মধ্য প্রাচ্যের সমস্ত মুসলিম দেশে ১৩ই অক্টোবর শনিবার ঈদ পালিত হইয়াছে। আর একমাত্র কেরালা ছাড়া ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশের সর্বত্রে ১৪ই অক্টোবর রবিবার ঈদ হইয়াছে। এখন প্রশ্ন হইতেছে যে, আমাদের থেকে সৌদী মাত্র আড়াই থেকে তিন ঘন্টা সময়ের ব্যবধান। সৌদী যদি বৃহস্পতিবার চাঁদ দেখিয়া থাকে, তাহা হইলে আমরা শুক্রবার চাঁদ দেখিতে পাইলাম না কেন? আমাদের আসমানে তো মেঘ ছিলনা। যদি কোন এলাকায় মেঘ ছিল বলা হইয়া থাকে, তাহা হইলে পাক ভারত উপমহাদেশের সর্বত্রে মেঘ ছিল বলিয়া কেহ প্রমান করিতে পারিবেনা। অথচ আমরা শনিবার যে চাঁদ দেখিয়াছি তাহা এমন কোন বড় চাঁদ ছিলনা। বৃহস্পতিবারের চাঁদ শনিবার দেখিলে নিশ্চয় ওহাবীদের মধ্যে হৈ হোল্লা আরম্ভ হইয়া যাইত। সৌদী সরকার শুক্রবার কেমন করিয়া ঈদ পালন করিয়াছে?

pdf By Syed Mostafa Sakib

উত্তর

আল্লাহ তায়ালা সর্বজ্ঞ। অবস্থা বলিতেছে, নিশ্চয় সৌদী সরকার চাঁদ দেখিয়া ঈদ আদায় করে নাই। বর্তমানে সৌদী সরকারের সরকারী ক্যালেন্ডারের নাম 'উম্মুল কুরা'। এই 'উম্মুল কুরা' ক্যালেন্ডার অনুযায়ী তাহারা রোজা, ঈদ ও সরকারী সমস্ত ছুটিগুলি নির্ধারিত করিয়া থাকে। আরবী মাস চাঁদের হিসাবে হইয়া থাকে। সূতরাং ক্যালেন্ডার অনুযায়ী রোজার শুরু ও শেষ এবং ঈদ হওয়া ও না হওয়া নির্ধারিত করা ইসলামী বিধান বিরোধী কাজ হইবে। সৌদী সরকারের দিকে তাকাইয়া থাকা এবং তাহাদের ঘোষনা অনুযায়ী রোজা ও ঈদ পালন করা কঠিন নাজায়েজ ও গোমরাহী।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

(১) সৌদী সরকার যে তাহাদের সরকারী ক্যালেন্ডার অনুযায়ী রোজা ও ঈদ ইত্যাদি নির্ধারিত করিয়া থাকে, এ বিষয়ে হল্যান্ডের মুফতীয়ে আ'জম মুফতী আব্দুল অয়াজিদ ক্বাদেরী সাহেব কিবলা তাঁহার কিতাব 'ফাতাওয়ায় ইউরোপ' এর ২৯৭ পৃষ্ঠায় আলোচনা করিয়াছেন।

(২) সৌদী সরকার ওহাবী সরকার। ইহাদের কাছে দ্বীন ইসলামের কোন গুরুত্ব নাই। ইহারা অনেক সময় ইচ্ছা মত হজের দিনকে অগ্র পশ্চাত করিয়া থাকে। ইহাদের কোন কার্যকলাপ দেখিয়া শরীয়তকে বিচার করা যাইবেনা।

(৩) বর্তমানে আমাদের দেশের ডাক্তার ও মাষ্টারদের অধিকাংশই হজ্ করিতে গিয়া গোমরাহ হইয়া আসিতেছেন। হজ্ করিয়া আসিবার পর বহু মাষ্টার ও ডাক্তারের মধ্যে মাযহাব অমান্য করিবার প্রবনতা চলিয়া আসিয়াছে।

(৪) যেদিন সৌদীতে ঈদ হইবে তারপর দিন আমাদের এখানে ঈদ হইবে; এই প্রকার ধারনা যাহাদের মধ্যে রহিয়াছে তাহাদের ধারনার পরিবর্তনের প্রয়োজন।

(৫) ওহাবীরা একটি গোমরাহ সম্প্রদায়। ইসলামের চারটি মাযহাবের সহিত ইহাদের কোন সম্পর্ক নাই। ইহারা সমস্ত বিশ্ব মুসলিমদের বিপরীত মতবাদ পোষন করিয়া থাকে। এই গোমরাহ সম্প্রদায়ের গোমরাহী সম্পর্কে আমি আমার লেখা — 'ওহাবীদের ইতিহাস' এর মধ্যে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি।

প্রশ্নোত্তর

(১) বর্তমান যূগে বিজ্ঞান যান্ত্রিক জিনিষের মাধ্যমে সমস্ত দুনিয়ার দুরত্বকে খতম করিয়া দিয়া দুনিয়াকে একটি গ্রামে পরিনত করিয়া দিয়াছে। আজ থেকে একশত বৎসর পূর্বে গ্রামের এক পাড়ার মানুষ অন্য পাড়ার মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ করিতে যে সময় টুকু প্রয়োজন হইত, আজ দুনিয়ার এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তের মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ করিতে সেই সময় টুকুও লাগিতেছেনা। এই রকম পর্য্যায় পৌঁছিয়াও মুসলমানেরা যদি পিছাইয়া থাকে, তাহাহইলে ইসলাম ও মুসলিমরা বে জাতির কাছে উপহাসের হইয়া যাইবেনা?

উত্তর ঃ — যে জাতি নিজেদের দাবীর উপর অনড় থাকিতে পারেনা অথবা উক্তি ও যূক্তির মাধ্যমে নিজেদের দাবীকে সুদৃঢ় করিতে সক্ষম হইয়া থাকেনা, সেই জাতি বে জাতির কাছে উপহাসের হইয়া থাকে। যূগ যূগ ধরিয়া মুসলিমরা জোরালো দাবী করিয়া আসিতেছিল যে, ইসলামী চিন্তা ধারা ও শরীয়তের সংবিধান সর্ব কালের জন্য এবং দুনিয়ার সমস্ত জটিল থেকে জটিল সমস্যার সমাধান করিতে পারে এক মাত্র ইসলার্ম। আজ যদি মুসলমানেরা এই দাবী থেকে পিছাইয়া আসে অথবা দলীলের ভিত্তিতে দাবীকে দাঁড় করাইতে না পারে, তাহা হইলে অবশ্যই উপহাসের পাত্র হইয়া যাইবে। এখনো পর্যন্ত তো উলামায় ইসলাম হাল ছাড়িয়া দেন নাই। হাজার যূক্তি সামনে রাখিয়া শরীয়তকে সুদৃঢ় করিয়া রাখিয়াছেন। এতদ্ সত্ত্বেও যাহারা উপহাসের কথা চিন্তা করিতেছে তাহাদের দ্বারায় ইসলাম উপহাসের হইয়া যাইবে। যাহারা ইসলামের ধারে কাছে থাকিতে লজ্জাবোধ করিয়া থাকে, তাহাদের ইসলামের ভবিষ্যত সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা করিবার অধিকার কে দিয়াছে? আল্লাহ, না রসুলুল্লাহ? যেখানে মহা বৈজ্ঞানিক হজরত মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম চাঁদ দেখিবার নির্দেশ দিয়া নিজের দুর দর্শিতার পরিচয় দিয়াছেন, সেখানে 'দেখিবার' অপব্যাখ্যা করিতে যাওয়াই হইল পয়গম্বরে ইসলামকে ছোট করিয়া দেওয়া। কারণ, সবাই জানিয়া

থাকে যে, চাঁদ পৃথিবীর কোন না কোন অংশে রহিয়াছে এবং ইহা তাঁহারও জানাছিল। কিন্তু রোজা ও ঈদের ব্যাপারে এই জানা যথেষ্ট নয়। এই কারণে তিনি দেখিবার নির্দেশ দিয়াছেন। যে কথা ডাক্তার ও মাষ্টার বুঝিতে পারিতেছেন সে কথা কি সমাজের শীর্ষস্থানীয় উলামায় কিরাম বুঝিতে পারিতেছেন না? সাধারন মানুষের উচিত, খুব বেশি বড় চিন্তার মধ্যে না গিয়া সঠিক অর্থে মুসলমান হইবার চেষ্টা করা।

(২) বর্তমানে চিরস্থায়ী পঞ্জিকা অনুযায়ী নামাজের সময় এবং সাহরী ও ইফতারের সময় নির্ধারিত করা হইয়া থাকে। এই চিরস্থায়ী পঞ্জিকা বা টাইম ট্যাবল থেকে রোজার চার্ট তৈরী করা হইয়া থাকে। এই চার্ট অনুযায়ী সাহরী ও ইফতার করা হইয়া থাকে। কেহ ঘরের বাহিরে বাহির হইয়া দেখিয়া থাকেনা যে, সূর্য ডুবিয়াছে কিনা? সূতরাং যখন নামাজের সময় এবং রোজা খুলিবার ও সাহরী খাইবার সময় বিজ্ঞান ভিত্তিক সময় অনুযায়ী করা হইতেছে তখন রোজার মাস ও দুই ঈদের জন্য পঞ্জিকার হিসাব না মানিবার কারণ কী?

উত্তর ঃ — নামাজ, সাহরী ও ইফতার ইত্যাদির সময় নির্নয় করিবার ব্যাপারে শরীয়ত পাক পঞ্জিকার পিছন ধরিতে নিষেধ করে নাই। কিন্তু ইসলামী মাস শুরু ও শেষ হইবার ব্যাপারে বিজ্ঞান ভিত্তিক হিসাব কিতাবকে শরীয়ত সরাসরি প্রত্যাখান করিয়া দিয়াছে। ইহাই হইল প্রথম কারণ। দ্বিতীয় কারণ হইল যে, মহাকাশ বিদ্যা অনুযায়ী নামাজ, সাহরী ও ইফতারের জন্য যে হিসাব কিতাব দেওয়া হইয়াছে সেগুলি বহু বৎসর থেকে বাস্তবের সাথে মিল পাওয়া যাইবার কারণে নির্ভর যোগ্য হইয়া গিয়াছে। কিন্তু আজ পর্যন্ত বিজ্ঞান চাঁদ সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান দিতে পারে নাই। যেমন বিজ্ঞান চাঁদের জন্ম সম্পর্কে সঠিক সময় বলিয়া দিতে সক্ষম হইয়াছে যে, যখন চাঁদ সূর্য ও পৃথিবীর মাঝখানে পৌঁছিয়া যায়, তখন চাঁদের জন্ম হইয়া যায়। কিন্তু চাঁদ কখন দেখা যাইবে সে সম্পর্কে বিজ্ঞান সঠিক সময় বলিয়া দিতে পারে নাই। এ বিষয়ে বৈজ্ঞানিকদের ভিন্ন অভিমত পাওয়া গিয়াছে। বিজ্ঞানের কথা হইল যে, চাঁদ জন্ম গ্রহন করিবার পর

তাহা দেখা যাইবার জন্য আঠার ঘন্টা থেকে চব্বিশ ঘন্টার প্রয়োজন। ইহার পূর্বে চাঁদ দেখা যাওয়া অসম্ভব। আবার বিজ্ঞান ইহাও বলিয়াছে যে, নতুন চাঁদ দেখা যাইবার জন্য কুড়ি থেকে তিরিশ ঘন্টা বয়স হওয়া জরুরী। সূতরাং ইহাতো কোন সঠিক হিসাবের কথা হইলনা। আর বাস্তবে বহুবার এইরূপ হইয়াছে যে, চাঁদের বয়স পঁচিশ ঘন্টা হইয়া যাইবার পরেও আসমান পরিস্কার থাকা সত্ত্বেও চাঁদ দেখা যায় নাই। সব চাইতে মজার কথা হইল যে, এই বৎসর রমযানের চাঁদ চৌত্রিশ ঘন্টা বয়স পাইবার পরেও আমেরিকার সমস্ত জায়গায় চাঁদ দেখা যায় নাই। কেবল দুইটি জায়গায় চাঁদের শাহাদাত পাওয়া গিয়াছে তাহাও দুরবীনের মাধ্যমে। এইবার বলুন! চাঁদ সম্পর্কে বৈজ্ঞানিকদের হিসাব কিতাব কত নিঁক্ষুত ও নির্ভর যোগ্য। মোটকথা, নামাজের সময় এবং সাহরী ও ইফতারের সময় নির্ধারণ করিবার সাথে চন্দ্র মাসের শুরু ও শেষ নির্ধারণ করিবার তুলনা করা শরীয়ত সাপেক্ষ সঠিক হইবেনা।

(৩) ইসলাম তো ইজ্‌তিহাদ বা গবেষনার পক্ষে। এই কারণে মুজ্‌তাহিদ ইমামগন ইজ্‌তিহাদ বা গবেষনার মাধ্যমে বড় বড় সমস্যাকে সমাধান করিয়াছেন। বর্তমানে চাঁদের সমলায় মুসলিম জাহানকে ঐক্যবদ্ধ করিবার জন্য কোন ইজ্‌তিহাদ করা হইতেছেনা কেন?

উত্তর ঃ — ইসলাম সেই সময় ইজ্‌তিহাদের স্বপক্ষে, যখন কোন বিষয়ে কুরয়ান ও হাদীসে আদেশ বা নিষেধ পাওয়া না যাইবে। কিন্তু যেখানে সরাসরি আদেশ ও নিষেধ পাওয়া যাইবে সেখানে ইসলাম ইজ্‌তিহাদের ঘোর বিরোধী। চাঁদের সমলায় হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম চাঁদ দেখিবার নির্দেশ দিয়াছেন। সরাসরি এই নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও ইজ্‌তিহাদের কথা ভাবিতে যাওয়া গোমরাহী ছাড়া কিছুই নয়। ইসলামকে মানিবার ও অমান্য করিবার অধিকার সবার রহিয়াছে। কিন্তু ইসলামকে নিজের মন মত করিয়া চালাইবার অধিকার কাহার নাই। ইসলামের রাজনীতিতে গবেষনা করিবার স্বাধীনতা রহিয়াছে। কিন্তু ইসলামী ইবাদতে গবেষনা করিবার স্বাধীনতা নাই। ইবাদতী

pdf By Syed Mostafa Sakib

বিষয়ে ইজ্‌তিহাদ বা গবেষনার স্বাধীনতা থাকিলে ইসলাম এ পর্যন্ত পৌঁছাইতো না। বহু পূর্বে সমূলে শেষ হইয়া যাইত। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলিতেছি, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন — "তোমরা রোজা রাখো, সুস্থ থাকিবে"। এখন বিবেক এই কথা বলিতেছে যে, হুজুর পাকের এই নির্দেশ ছিল সেই পৌরানিক যূগের কথা। যখন মানুষ এমন জিনিষ সারা বৎসর ধরিয়া ভক্ষন করিয়া থাকিত যাহাতে পাকুস্থলী অত্যন্ত ভারী হইয়া যাইত। ফলে শরীরের মধ্যে অসুস্থতা ও বিভিন্ন প্রকারের রোগ জন্মিয়া যাইত। তখন পেটকে পরিস্কার করিবার জন্য এবং সুস্থ স্বাস্থ্যের জন্য এক মাসের রোজা রাখা হইত। বর্তমানে উন্নত থেকে উন্নত মানের চিকিৎসা ও সুসাস্থের জন্য সুন্দর সুন্দর ফরমুলা সামনে আসিয়া গিয়াছে। সূতরাং সারা মাস রোজা - উপবাসের প্রয়োজন নাই। লা হাউলা অলা কুওয়া ইল্লা বিল্লাহ্! অনুরূপ নামাজ হইল সেই যূগের জন্য একটি সুন্দর ব্যায়াম, যে যূগে মানুষের জ্ঞান বুদ্ধি এই পর্যন্ত পৌঁছিয়া ছিল। বর্তমানে বহু উন্নত মানের নতুন নতুন ব্যায়াম বাহির হইয়া গিয়াছে। অতএব, পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়িয়া ব্যায়াম করিবার প্রয়োজন নাই। নাউজু বিল্লাহ! আল্লাহ তায়ালা আমাদের সবাইকে শয়তানী প্ররচনা থেকে বাঁচিবার তাওফীক দান করিয়া থাকেন। আমীন, ইয়া রব্বাল আ'লামীন।

(৪) বর্তমানে সৌদী আরব হইল ইসলামের প্রাণ কেন্দ্র। আমরা ইবাদত উপসনার ক্ষেত্রে সৌদীকে অনুসরণ করিতে পারিবনা কেন?

উত্তর ঃ — মক্কা মুয়াজ্জামাতে ও মদীনা মুনাওয়ারাতে রহিয়াছে আমাদের জানের জান ও আমাদের ঈমানের ঈমান। এই কথায় কোন মুসলমানের দ্বিমত থাকিতে পারেনা। মক্কা মুয়াজ্জামাতে কাবা শরীফ অবস্থিত এবং মদীনা মুনাওয়ারাতে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের রওজা পাক রহিয়াছে। এই দিক দিয়া এই দুইটি পবিত্র স্থানকে ইসলামের প্রাণ কেন্দ্র বলা সঠিক হইবে। কিন্তু বর্তমানে সৌদী সরকারের সহিত শরীয়তের দুরের সম্পর্ক নাই। কারণ, সৌদী সরকার রাজনৈতিক দিক দিয়া ইসলামের বড় দুশমন— আমেরিকার ডান

হাত বাম হাত হইয়া রহিয়াছে। আবার ইসলামী ধারনার দিক দিয়া ইহারা বিশ্ব মুসলিমদের মহাশত্রু। ইহাদের ধারনা অনুযায়ী এক মাত্র তাহারাই ও তাহাদের অনুসারীগন ছাড়া বিশ্বের সমস্ত মুসলমানেরা মুশরিক। বর্তমানে এই সরকার আল্লাহর প্রতি যতটা নির্ভরশীল নয় তদোপেক্ষা বহুগুনে বেশি আমেরিকার প্রতি নির্ভরশীল। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের প্রতি যে ধারনা রাখিবার কারণে ইহারা বিশ্বের সমস্ত মুসলমানদের মুশরিক বলিয়া থাকে, ইহারা নিজেরা সেই ধারনা আমেরিকার প্রতি রাখিয়া থাকে। এই সমস্ত কারণে বিশ্বের সমস্ত মুসলিম দেশ ইহাদের ঘোর বিরোধী। আমাদের দেশের ওহাবী দেওবন্দী জামায়াতে ইসলামী তাবলিগী জামায়াত ও আহলে হাদীস ইত্যাদি বাতিল ফিরকাগুলি সৌদীর পয়সায় পুষ্ট হইয়া সৌদী সরকারের দালালতী করিয়া চলিয়াছে। সৌদীর ওহাবীদের ন্যায় ভারতীয় ওহাবীরা সুন্নী মুসলমানদিগকে কথায় কথায় মুশরিক বলিয়া থাকে। সূতরাং সৌদী সরকার হইল ওহাবীদের প্রাণ কেন্দ্র। সুন্নী মুসলমানদের প্রাণ কেন্দ্র হইল কাবা বাইতুল্লাহ ও রওজায় রসুলুল্লাহ। ওহাবীরা ওহাবীদের অনুসরণ করিয়া চলিবে। ইহাতে সুন্নীদের বিভ্রান্ত হইবার কিছুই নাই।

সুন্নীদের প্রতি আবেদন

আমার সুন্নী ভাইগন! সাবধান, সাবধান, খুব সাবধান!

নিশ্চয় ইহা আপনার অজানা নয় যে, ইসলামের ইতিহাস এই কথা বলিয়া থাকে — যে কাবা শরীফ দুনিয়াতে আল্লাহ তায়ালার প্রথম উপাসনালয় সেই কাবা শরীফের মধ্যে তিন শত ষাটটি দেবতা ঢুকিয়া ছিল। কয়েক শত বৎসর ধরিয়া আল্লাহ তায়ালার ইবাদত উপাসনার পরিবর্তে কাবা শরীফের ভিতরে শির্ক ও কুফরী কাজ হইয়াছিল। তাই বলিয়া কাবা শরীফের পবিত্রতা নষ্ট হয়

নাই। যথা সময়ে আল্লাহ পাক তাঁহার প্রিয় পয়গম্বরের পবিত্র হাতের মাধ্যমে বাইতুল্লাহর ভিতর থেকে অপবিত্র দেবতাগুলি বাহির করিয়া দিয়াছেন। বর্তমানে কাবা শরীফের ভিতরে অপবিত্র দেবতা নাই। কিন্তু কাবার তত্ত্বাবধানে রহিয়াছে অপবিত্র ওহাবী শ্বাসন। সৌদীর এই অপবিত্র ওহাবী শ্বাসন সুন্নীদের জন্য অত্যন্ত বিপদের কারণ। কবে যে দয়াময় আল্লাহ দয়া করতঃ ওহাবী সরকারের পতন ঘটাইয়া সুন্নী মুসলমানদের স্বাধীনতা দান করিবেন ইহা এক মাত্র তিনি ভালই জ্ঞাত রহিয়াছেন। এখন আমাদের সাবধান হওয়া ছাড়া কোন উপায় নাই।

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন — নিশ্চয় দ্বীন ঈমান মক্কা ও মদীনার দিকে ফিরিয়া আসিবে যেমন সাপ নিজের গর্তের দিকে ফিরিয়া থাকে। (মিশকাত)

সুবহানাল্লাহ! সুবহানাল্লাহ! বর্তমান হাদীসে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম কত সুন্দর করিয়া সাপের উদাহরণ দিয়া দ্বীন ঈমান সম্পর্কে বুঝাইয়াছেন! প্রকাশ থাকে যে, সাপ যখন গর্ত থেকে বাহির হইয়া যায় তখন গর্ত খালি রহিয়া যায়। আবার সাপ যখন গর্তে চলিয়া আসে, তখন গর্ত পূর্বের ন্যায় ভরিয়া যায়। প্রিয় পয়গম্বরের পবিত্র বানী ইংগিত করিতেছে যে, দ্বীন ইসলাম হিজাজ বা মক্কা মদীনা থেকে বাহির হইয়া দুনিয়ার কোনায় কোনায় পৌঁছিয়া যাইবে। আবার একদিন দুনিয়ার কোনায় কোনায় থেকে ইসলাম মক্কা মদীনার দিকে ফিরিয়া আসিবে। তবে এই যাওয়া আসার মাঝখানে মক্কা ও মদীনা ইসলাম থেকে খালি থাকিবে। আল্লাহ তায়ালা আমাদের সবাইকে বুঝিবার তাওফীক দান করিয়া থাকেন। আমীন, ইয়া রব্বাল আ'লামীন!

— ঃ সমাপ্ত ঃ —

pdf By Syed Mostafa Sakib

[মাওদুদী প্রসঙ্গ]
[এই সেই মিষ্টার মাওদুদী]

(সুন্নীজাগরণ প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত)

এই সেই মিষ্টার মাওদুদী সাহেব। যাহার কলমে ইসলামের মহাশত্রু ইহুদী ও ঈসায়ীদের হাত মজবুত হইয়াছে, যাহার কলমে ইরানের শীয়া সম্প্রদায় ও ভারতের ওহাবী তথা কথিত আহলে হাদীস সব চাইতে বেশি উপকৃত হইয়াছে, যাহার কলমে হানাফী ঘরের হাজার হাজার সন্তান - ডাক্তার, মাষ্টার ও স্কুল কলেজের ছাত্র গোমরাহ হইয়াছে, যাহার কলমে কলংকিত হইয়াছে পীর থেকে আরম্ভ করিয়া পয়গম্বরদিগের পবিত্র সত্ত্বা। মিষ্টার মাওদুদী না কোন মাযহাবের মানুষ ছিলেন, না কোন তরীকার মানুষ। বরং তিনি ইসলামের বাস্তব রূপ - চারটি মাযহাবকে শির্ক ও কুফরের পর্যায় ফেলিয়া দিয়াছেন। এবং তরীকাত ও মারেফাতের মুল মন্ত্রকে আফিনের সহিত তুলনা করিয়াছেন। তিনি ইসলামকে এক আধুনিক ইসলাম বানাইতে চাহিয়াছিলেন। এই কারণে তাহার দ্বারায় দ্বীনের নামে বে দ্বীনী প্রচার হইয়া গিয়াছে। মাওদুদী সম্পর্কে সাধারণ মানুষের ধারণা যাহাই থাকুক না কেন! তিনি কিন্তু না কোন আলেম ছিলেন, না কোন দিন কোন আলেমে হাক্কানীর সঙ্গলাভে শরীয়ত সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করিয়াছেন। ইসলামের মহাশত্রুদের সঙ্গলাভে শরীয়তকে শেষ করিবার মত সম্বল তাহার কাছে ছিল যথেষ্ট। তিনি যথা সময়ে সেগুলি প্রয়োগ করতঃ মুসলিম সমাজকে এক বিরাট ফিৎনার মধ্যে ফেলিয়া দিয়াছেন। বর্তমান সংখ্যায় মাওদুদী সাহেবকে ফটোসহ দেখাইয়া দেওয়া হইল। এখন সেই সমস্ত মাষ্টার, ডাক্তার, স্কুল ও কলেজের ছাত্র এবং ইহাদের প্ররচনায় যে সমস্ত সাধারণ মানুষ পথ ভ্রষ্ট হইয়াছে : যদি তাহারা মাওদুদীর ছবির দিকে তাকাইয়া একবার শান্ত মস্তিস্কে গভীরভাবে ভাবিয়া দেখেন যে, আমরা কাহার পথের পথিক! তবে আমার পূর্ণ বিশ্বাস যে, আল্লাহ তায়ালা তাহাদের সুমতি দান করিবেন। কারণ, মাওদুদীর মধ্যে না কোন শরীয়তের আলেমানা রূপ রহিয়াছে, না মারেফাতের মুর্শিদানা আকৃতি। এমন কি একজন মা'মুলি মুত্তাকী মুসলমান বলিয়া মনে হইতেছেনা। এই সাহেবী ফ্যাশানের

মর্ডান মুসলমান মাওদুদী সাহেব সত্যি কি শরীয়তকে সমাজে বাস্তবায়িত করিতে চাহিয়া ছিলেন, না নিজের স্বার্থ সিদ্ধি করিবার জন্য ইসলামকে সর্বনাশের দিকে ঠেলিয়া দিয়াছেন? মুসলিম সমাজের দিকে তাকাইলে দেখা যাইতেছে - মাওদুদীবাদী মাষ্টার, ডাক্তার ও স্কুল কলেজের ছাত্ররা কোরআন ও হাদীসের বিকৃত ব্যাখ্যা করতঃ মুসলিম সমাজকে এক নতুন ফ্যাশনে সাজাইতে চেষ্টা করিতেছেন। ইহাদের নজরে আলেম উলামাদের ইজ্জত খুবই কম হইয়া গিয়াছে। নিজদিগকে ইসলামের বড় বড় পন্ডিত ধারণা করিতেছেন। এই নির্বোধদের মধ্যে এতটুকু বোধ নাই যে, বাজার থেকে দুই একটি বই পুস্তক সংগ্রহ করিয়া যেমন - ডাক্তার হওয়া যায় না। তেমন বাংলায় অনুবাদ কুরয়ান, হাদীসের দুই একখানি কিতাব পাঠ করিয়া মৌলবী হওয়া যায় না। কিন্তু ডাক্তার ও মাষ্টার মৌলবী, মুফতী, মুহাদ্দিস ও মুফাস্সিরের মসনদ দখল করিয়া মৌলবীর মত ওয়াজ করিতে, মুফতীর মত ফতওয়া দিতে, মুহাদ্দিসের মত হাদীস বর্ণনা করিতে ও মুফাস্সিরের মত কুরয়ানের তাফসীর করিবার কাজে ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। ইহাদের সাহস বলিহারী! আগামী সংখ্যা থেকে মিষ্টার মাওদুদী সাহেবের গোমরাহী ও তাহার গোমরাহ কলমের কারামতীগুলি ধারাবাহিক ভাবে চলিবে ইনশা আল্লাহুল আজীজ।

জরুরী বিজ্ঞাপন

আমার প্রিয় সুন্নী ভাই! নিশ্চয় লক্ষ্য করিতেছেন যে, বাতিল ফিরকাগুলি বিনা পয়সায় লক্ষ লক্ষ টাকার বই পুস্তক বিতরন করিয়া সুন্নীদের বিভ্রান্ত করিবার চেষ্টা করিতেছে। এই মুহূর্তে আপনার দায়িত্ব কি? আপনার সঞ্চয়ের একাংশ আল্লাহর অয়াস্তে ব্যয় করিবার জন্য আমার লেখা বই পুস্তক ক্রয় করিয়া বিনা পয়সায় এলাকার মানুষের হাতে তুলিয়া দিন। যদি ইহা সম্ভব না হইয়া থাকে, তাহাহইলে যাকাত, ফিৎরা ও কুরবানী ইত্যাদির পয়সায় বই পুস্তক বিতরন করিয়া দিন। ইহাতে সওয়াব বেশি হইবে।

[মাওদুদী সাহেবকে চিনে নিন!]

(সুন্নীজাগরণ দ্বিতীয় সংখ্যায় প্রকাশিত)

ইংরেজরা অখন্ড ভারতে দীর্ঘস্থায়ী হইবার জন্য সব সময়ে মুসলমানদের গতি বিধির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া চলিত। মুসলমানদের একতাকে নষ্ট করিবার জন্য তাহারা সব সময়ে জঘন্য চক্রান্তে লিপ্ত থাকিত। মুসলমানদের দুইটি জিনিষ তাহাদের জন্য অত্যন্ত বিপদের কারন বলিয়া মনে করিয়া ছিল। একটি হইল ইশ্‌কে রসুল আর একটি হইল জিহাদের জজ্‌বা। মুসলমানেরা প্রাণ দিতে প্রস্তুত, কিন্তু হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের মান সম্মান বিরোধী কোন কথা শুনিতে প্রস্তুত নয়। অনুরূপ তাহারা যদি কোন সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে জিহাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া ফেলে, তাহা হইলে বড় থেকে বড় শক্তিশালী সম্প্রদায়কে শ্মশানে পাঠাইয়া দিয়া থাকে। হয়তো কোন দিন তাহাদের এই জিহাদের তুফান আমাদের দিকে বহিতে পারে, সেদিন কিন্তু আমাদের পায়ের তলায় মাটি থাকিবেনা। ইংরেজরা আরো লক্ষ্য করিয়াছিল যে, মুসলমানরা দ্বীনের বুজর্গ ও আউলিয়ায় কিরামদের প্রতি উচ্চ ধারণা রাখিয়া থাকে। এই জন্য তাহারা চিন্তা করিয়াছিল যে, আমাদের এমন মানুষখুঁজিবার প্রয়োজন, যে মানুষটি হইবে নামে মাত্র মুসলমান এবং তাহার মুখের লাগাম থাকিবে আমাদের হাতে। এই গাধাকে আমরা যেদিকে হাঁকাইবো সেদিকে হাঁটিতে থাকিবে। এই ধরণের মানুষ খুঁজিতে ইংরেজদের কষ্ট হইয়া ছিল না। তাহারা খুব সহজেই পাইয়া গিয়াছিল পাঞ্জাবের মির্যা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানী হইতে আরম্ভ করিয়া থানুবী, নানতুবী, গাঙ্গুহী ও মিষ্টার মাওদুদী সাহেবের মত মানুষকে।

সুধী পাঠক! মিষ্টার মাওদুদী সাহেবের চেহারাখানা দেখিলে নিশ্চয় আপনাদের চিনিতে অসুবিধা হইবে না যে, এই মানুষটি ইংরেজদের সেই কেনা মানুষ। যাহার মুখের লাগামটি ছিল ইংরেজদের হাতে এবং যাহার হাতের কলমটি চলিয়াছিল

pdf By Syed Mostafa Sakib

ইংরেজদের ইংগিতে। বর্তমানে মুসলিম সমাজের দিকে লক্ষ্য করিয়া দেখুন! মাওদুদী মার্কা মাষ্টার, ডাক্তার ও স্কুল কলেজের ছাত্রদের অবস্থা কোন পর্য্যায় পৌঁছিয়াছে। ইহারা মীলাদ, কিয়াম, উরূষ, ফাতিহা, কবর যিয়ারত ইত্যাদি জিনিষগুলি সমাজ থেকে উঠাইবার জন্য মরিয়া হইয়া উঠিয়াছে। অথচ এই জিনিষগুলি কোরআন, হাদীসের আলোকে উলামায় কিরামদের প্রেরণা অনুযায়ী যুগ যুগ থেকে চলিয়া আসিতেছে। ফলে মুসলিম সমাজ নিজেদের একতাকে হারাইয়া মতানৈক্যের বেড়াজালে ফাঁসিয়া গিয়াছে। সাধারণ মানুষ যে জিনিষগুলি সওয়াবের কাজ বলিয়া করিয়া আসিতেছিল, আজ মাষ্টার ডাক্তার ও স্কুল কলেজের ছাত্ররা সেগুলিকে শির্ক, বেদায়াত, অনৈসলামিক বলিয়া ফতওয়া প্রদান করিতে আরম্ভ করিয়াছে। সমাজে শত প্রকার হারাম কাজ প্রকাশ্যে হইতে আরম্ভ হইয়াছে। এইগুলি প্রতিরোধ করিবার কোন রকম পদক্ষেপ ইহাদের মধ্যে নাই। ইহাদের কার্যকলাপ থেকে মনে হইতেছে যে, মীলাদ, কিয়াম, কবর যিয়ারত ইত্যাদি উঠাইয়া দিতে পারিলে মুসলিম সমাজ পবিত্র হইয়া যাইবে। কিন্তু বাস্তবে দেখা যাইতেছে, এই জিনিষগুলি উঠাইবার চেষ্টা করাতে সমাজে অশান্তির হাওয়া বহিতে আরম্ভ করিয়াছে। পিতা পুত্রের মধ্যে মতভেদ, ভাই ভায়ের সঙ্গে বিচ্ছেদ, পাড়া প্রতিবেশির মধ্যে অমিল। এই অশান্তির পিছনে কিন্তু মিষ্টার মাওদুদী সাহেবের অবদান। কারণ, মাওদুদী সাহেব তাহার 'তাজদীদ্ ও এহিয়ায় দ্বীন' নামক কিতাবের উনিশ পৃষ্ঠায় বলিয়াছেন — ফাতিহা, যিয়ারত, নজর, নিয়ায, উরূস ইত্যাদি জিনিষগুলি মুশরিকানা পুজাপাটের স্থানে আসিয়া গিয়াছে।

কি আফসোস! যে মাওদুদী সাহেব কবর যিয়ারত , ফাতিহা, উরূষ ইত্যাদি দ্বীনি কাজগুলিকে মুশরিকানা পূজাপাঠ বলিয়া দিলেন, সেই মাওদুদী সাহেব সিনেমার ন্যায় জঘন্য কাজকে জায়েজ বলিয়াছেন। বর্তমান দুনিয়ায় সিনেমা জগৎ হইল গোমরাহীর একটি বড় মাধ্যম। যেমন তিনি তাহার রসায়েল ও মাসায়েল কিতাবের দ্বিতীয় খন্ডে ২৬২ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন — ''আমি ইতি পূর্বেও কয়েকবার এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছি যে, সিনেমা আসলেই জায়েজ। অবশ্য উহার অবৈধ ব্যবহার অবৈধ করিয়া দেয়। সিনেমার পর্দায় যে ছবি দেখা যায় উহা আসলে ছবি নয়, ছায়া। যেমন আয়নার মধ্যে দেখা যায়। এই জন্য উহা হারাম নয়।''

—ঃ সম্পাদকের তিন প্রসঙ্গ ঃ—

কোন ব্যক্তি যদি ঈমান শর্তে ইনসাফ করিয়া আমার উদ্ধৃতিগুলির প্রতি গভীরভাবে চিন্তা করেন, তাহা হইলে নিশ্চয় তিনি এই কথাই বলিবেন যে, মাওদুদী সাহেব কবর যিয়ারত ও ফাতিহা ইত্যাদিকে মুশরিকানা পূজাপাট বলিয়া মানুষকে দ্বীন থেকে পিছাইয়া দিয়াছেন এবং সিনেমাকে জায়েজ বলিয়া দিয়া মানুষকে বেদ্বীনির দিকে আগাইয়া দিয়াছেন। যেহেতু তরুন ও যুবকেরা মিষ্টার মাওদুদীর কাছ থেকে মনের মতন খোরাক পাইয়াছেন, সেহেতু তাহারা দ্বীনের নামে এই বেদ্বীনি জামায়াতে ইসলামের দিকে কোমর বাঁধিয়া অগ্রসর হইয়াছেন। একজন পরহিজগার মুত্তাকী মুসলমান যেমন সিনেমা জগৎকে মনে প্রাণে মানিয়া নিতে পারেন না, তেম নই একজন মাওদুদী মার্কা মানুষ নিজের ধারণা অনুযায়ী কবর যিয়ারতের ন্যায় মুশরিকানা কাজকে সমর্থন করিতে পারেনা। এই প্রকারে মুসলিমদের মধ্যে মতানৈক্য সৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। ইংরেজরা ইহাই চাহিয়া ছিল। মাওদুদী সাহেব মরিয়া গিয়াছেন। কিন্তু মুসলমানদের মধ্যে মতভেদের আগুন দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতে রহিয়াছে।

মিষ্টার মাওদুদী সাহেব যেমন এক দিকে কবর যিয়ারতকে মুশরিকানা পূজাপাট ও সিনেমাকে জায়েজ বলিয়া মুসলিম সমাজে ফিৎনার বীজ বপন করিয়াছেন, তেমন অন্যদিকে আল্লাহর বরগুজিদা বান্দা - আম্বিয়াগণের প্রতি এমন নোংরা শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন যাহা শুনিলে একজন সাধারণ মুমিন মুসলমানের মন খারাপ হইয়া যাইবে। যেমন তিনি হজরত মুসা আলাইহিস্ সালাম সম্পর্কে বলিয়াছেন ''তারপর ইস্রাঈলী রাখালকে দেখুন, 'তুয়া' নামক পবিত্র ময়দানে ডাকিয়া যাহার সহিত কথা বলা হইয়াছে, তিনিও সাধারন রাখালদের ন্যায় ছিলেন না।'' (তাফহীমাত ৪৩ পৃষ্ঠা) কেবল এখানে শেষ নয়, নবী দিগের সরদার, রসুলদিগের তাজদার, আল্লাহ তায়ালার আখেরী পয়গম্বর হজরত মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সম্পর্কে লিখিয়াছেন, আরবের এই আন্‌পড় ও জংলী, যিনি চৌদ্দশত বৎসর পূর্বে সেই অন্ধকার যুগে পয়দা হইয়াছিলেন আসলে তিনি নতুন যুগের প্রতিষ্ঠাতা এবং সমস্ত দুনিয়ার লীডার। (তাফহীমাত ২১০পৃষ্ঠা)

মিষ্টার মাওদুদী সাহেব একজন উচ্চপদস্থ পয়গম্বরের শানে রাখাল শব্দ ব্যবহার করিয়া কি তিনি দ্বীনের খিদমত করিয়াছেন, না নিজের জবানের খিদমত করিয়াছেন ? অনুরূপ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের শানে 'আন্‌পড়, লীডার, বাদিয়া নশীন' ইত্যাদি শব্দগুলি ব্যবহার করিয়া দ্বীনের খিদমত করিয়াছেন, না ইংরেজদের

হক্ক আদায় করিয়াছেন? লীডার একটি বাজারী শব্দ। বর্তমানে সাধারন মানুষের কাছে 'লীডার' শব্দটি ঘৃণিত হইয়া গিয়াছে। কোন লীডারকে ভাল মানুষেরা ভাল নজরে দেখিতেছেনা। অনুরূপ 'আন্‌পড়' শব্দটি খুব নিকৃষ্ট নজরে দেখা হইতেছে। কোন বোকার বোকা নিজের নবীর শানে বাদিয়া নশীন শব্দ ব্যবহার করিতে পারেনা। মাওদুদী সাহেবের কাছে তো ভাষার অভাব ছিল না। তবুও তিনি পয়গম্বরদিগের শানে এই কম দামের বাজারী শব্দগুলি ব্যবহার করিয়াছেন কেন? উদ্দেশ্য খুব পরিষ্কার যে, ইংরেজরা মুসলমানদের গতিবিধির দিকে লক্ষ্য করিয়া যে জিনিষটি তাহাদের জন্য ক্ষতির কারন ধরিয়াছিল তাহা হইল ইশ্‌কে রসুল ও জিহাদের জজবা। ইংরেজরা তাহাদের কেনা মাওদুদী সাহেবের কলম দিয়া ঠিক সেই ইশ্‌কে রসুলের উপর এমনভাবে আঘাত করিয়াছে যে, মুসলমানেরা নিজেদের মধ্যে মারামারী কাটাকাটী হানাহানীতে ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। এই প্রকারে খতম হইয়া গিয়াছে ইসলামের দুশমন সম্প্রদায়ের সহিত তাহাদের জিহাদের জজবা।

[মাওদুদী সাহেবের ভ্রান্ত মতবাদ]

(ইমাম আহমাদ রেজা পত্রিকায় প্রকাশিত ৭১পৃষ্ঠা)

জামায়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা মাওদুদী সাহেব ইসলামের নামে নতুন ফিরকার জন্ম দিয়াছেন। এ পর্যন্ত উম্মাতে মোহাম্মাদী আল্লাহ ও তাঁহার রসুলের প্রতি, আম্বিয়া ও আউলিয়াগণের প্রতি, ইসলাম ও কোরআনের প্রতি যে ধারণা পোষণ করিয়া আসিতেছেন। মাওদুদী সাহেব সেই পবিত্র আক্বিদাহ — ধারণাগুলি অনৈসলামিক ধারণা বলিয়া প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন। মাওদুদী সাহেবের ভ্রান্ত মতবাদের খন্ডনে উলামায়ে ইসলাম বহু পুস্তক লিখিয়াছেন। যথা, 'জামায়াতে ইসলামী' (লেখক আল্লামা আরশাদুল ক্বাদেরী) 'জামায়াতে ইসলাম কা শীশ মহল' (লেখক আল্লামা মুশ্‌তাক আহমাদ নিজামী) ইসলাম কা নজরীয়ায় ইবাদাত আওর মাদুদী সাহেব, (লেখক আল্লামা সাইয়েদ মাদানী) প্রভৃতি। এমন কি হোসাইন আহমাদ মাদানী দেওবন্দী জামায়াতে ইসলামীকে জাহান্নামী দল বলিয়াছেন। (শায়খুল ইসলাম নং — ১৫৯ পৃষ্ঠা)

— ঃ সম্পাদকের তিন প্রসঙ্গ ঃ—

এখন মাওদুদী সাহেবের কতিপয় ভ্রান্ত ধারণা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিতেছি। যথা, সমস্ত মুসলমান হজরত ইমাম মাহদীর আগমনে অটল বিশ্বাসী। এই বিশ্বাস কেবল কাল্পনিক নয় বরং হাদীসের আলোকে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলিয়াছেন, যখন সমস্ত পৃথিবীতে কুফ্‌রে পূর্ণ হইয়া যাইবে, তখন সমস্ত আউলিয়াগণ মক্কা ও মদীনা শরীফে উপস্থিত হইয়া যাইবেন। ইমাম মাহদী বরকায় আবৃত হইয়া কা'বা শরীফ তওয়াফ করিবেন। আউলিয়াগণ অন্ত চক্ষু দিয়া তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া বায়েত গ্রহণ করিবার আবেদন করিবেন। তিনি যখন অস্বীকার করিবেন, তখন গায়েব হইতে আওয়াজ আসিবে — ইঁনি আল্লাহর খলীফা ইমাম মাহদী। তোমরা ইহার অনুসরণ করতঃ চলো। তখন তিনি বায়েত নিবেন। ঐ সময় পৃথিবীতে চরম শান্তি চলিয়া আসিবে। (বাহারে শরীয়ত ১ম খন্ড ২৩ পৃষ্ঠা)

মাওদুদী সাহেবের ধারণায় ইমাম মাহদীর আগমন মিথ্যা। তবে তিনি ইহাকে সরাসরি মিথ্যা না বলিয়া নতুন কৌশল অবলম্বনে বলিয়াছেন। যথা, আমার বিশ্বাস হয় না যে, (ইমাম মাহদী সম্পর্কে) হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম এইরূপ সংবাদ দিয়াছেন। (রসায়েল ও মাসায়েল ১ম খন্ড ৫০ পৃষ্ঠা)

মাওদুদী সাহেব যে বাক চাতুরী অবলম্বনে ইমাম মাহদীর আগমন অস্বীকার করিয়াছেন। যদি ঐ প্রকার বাক চাতুরী অবলম্বন করা যায়, তাহা হইলে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সমস্ত ভবিষ্যতবাণী তথা সমস্ত হাদীসকে অস্বীকার করা যাইবে। যখন কোন হাদীস নিজের মনমত না হইবে তখন বলিয়া দিতে হইবে, আমার বিশ্বাস হয় না যে, হুজুর এই কথা বলিয়াছেন। সমস্ত উম্মাতে মোহাম্মাদী হাদীসের আলোকে ধারণা রাখিয়া থাকেন যে, শেষ যুগে দাজ্জাল বাহির হইবে। এ সম্পর্কে মাওদুদী সাহেবের ধারণা ইহাই যে, দাজ্জাল সম্পর্কে নবী যাহা বলিয়াছেন, তাহা তাঁহার আনুমানিক কথা। (রসায়েল ও মাসায়েল ১ম খন্ড ৩৭ পৃষ্ঠা) —

উলামায়ে আহলে সুন্নাতের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালাইতে মাওদুদী গোষ্ঠীর লোকেরা খুবই সোচ্চার। ইহারা অপপ্রচার চালাইতে থাকেন যে, সুন্নী আলেমগণ সমস্ত দুনিয়ার মানুষকে কাফের বলিয়া থাকেন। (শতবার নাউজুবিল্লাহ)। উলামায়ে আহলে সুন্নাত পৃথিবীর একজন মুসলমানকে কাফের বলেন নাই। অবশ্য যাহারা দ্বীন-ইসলামের মৌলিক বিষয়কে অস্বীকার করিবার কারণে ইসলামের বিধান অনুযায়ী ইসলাম হইতে খারিজ হইয়া গিয়াছে, তাহাদের সুন্নী আলেমগণ কাফের বলিতে বাধ্য হইয়াছেন। ইহা কি অপরাধ?

এইবার মাওদুদী সাহেবের কুফরের মেশিনগানে কেমন মুসলিম নিধন হইতেছে দেখুন! যথা, মাওদুদী সাহেব লিখিয়াছেন — "যে নামাজ না পড়ে সে মুসলমান নয়।" (হক্বীক্বতে সওম ও সলাত ১৮ পৃষ্ঠা) পাঠকবৃন্দ একবার বিবেচনা করিয়া বলুন! যদি নামাজ না পড়িলে মুসলমান না থাকে, তাহা হইলে শতকরা কয়জন মুসলমান পাইবেন? মাওদুদী ক্যাডাররা অধিকাংশই নামাজ পড়েন না। এই অমুসলমানগুলি আবার ইসলামের ধারক বাহক হইতে চাহিতেছেন! তবে মাওদুদী সাহেবের ধারণায় বে নামাজীগণ মুসলমান না থাকিলেও তিনি তাহাদের সামনে এমন চাটনী দিয়াছেন, যাহাতে তাহার প্রতি কেহ অসন্তুষ্ট হইতে না পারেন। যথা, তিনি বলিয়াছেন — "সিনেমা দেখা জায়েজ।" (রসায়েল ও মাসায়েল ২য় খন্ড ২৭৪ পৃষ্ঠা)

ফিরিশ্‌তা সম্পর্কে মুসলমানের ধারণা যে, উহারা নূরের সৃষ্টি। কিন্তু মাওদুদী সাহেবের ধারণা ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। যথা, তিনি লিখিয়াছেন — "ইসলামের পরিভাষায় যাহাকে ফিরিশ্‌তা বলা হয়, উহা ঐ জিনিষ, যাহাকে ইউনান ও হিন্দুস্তান ইত্যাদি দেশের মুশরিকরা দেবী ও দেবতা বলিয়া থাকে"। (তাজদীদ্ ও এহিয়ায় দ্বীন, ১ম সংস্করণ ৩৬ পৃষ্ঠা) (আস্তাগ ফিরুল্লাহ) — নিরপেক্ষ পাঠক বলুন! প্রকৃত ফিৎনা কাহাকে বলা হয়? এই সমস্ত ইসলাম বিরোধী কথা লেখা ও প্রচার করাটাই ফিৎনা, না আমাদের প্রতিবাদ করাটাই ফিৎনা? যদি মাওদুদী সাহেব ঐ সমস্ত ভ্রান্ত কথা না লিখিতেন, তাহা হইলে নিশ্চয় আমরা প্রতিবাদ করিবার সুযোগ পাইতাম না। আমরা তো আল্লাহর অয়াস্তে সাধারণ মানুষকে সাবধান করিতেছি। আল্লাহ পাক সবাইকে বুঝিবার তাওফীক দান করেন।

pdf By Syed Mostafa Sakib

জামায়াতে ইসলামীর বাতিল মতবাদ ও সদস্যদের আক্বিদাহ

সুন্নী গবেষণা কেন্দ্র

(বাংলাদেশ — সুন্নীবার্তা পত্রিকায় প্রকাশিত)

জামায়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা আবুল আলা মাওদুদী থেকে শুরু করে এ সংগঠনের রোকন, সংগঠক, লেখক, ওয়ায়েজ মোবাল্লেগ, রেডিও টিভির ভাষ্যকার সাঈদী জাফরী আজাদ পর্যন্ত ব্যাক্তিবর্গ - সবাই এ যুগের হাক্কানী পীর মাশায়েখ,পূর্বযুগের ইমাম মুজতাহিদ; এমনকি সাহাবায়ে কেরামের সমালোচনায় মুখর। তাদের লেখনী ও জবানী সমালোচনা থেকে কেহই রেহাই পান্‌নি। কোন যুগের মুজাদ্দিদগণই মাওদুদীর সমালোচনা থেকে রক্ষা পান্‌নি। সপ্তম হিজরীর উলামাগণের সম্মিলিত ফতওয়ায় কাফির সাব্যস্ত ইবনে তাইমিয়াই মাওদুদী সাহেবের মতে একমাত্র পূর্ণ মুজাদ্দিদ ছিলেন। সূফী দরবেশ ও তরিকতপন্থীগন মাওদুদী সাহেবের করাঘাতে জর্জরিত হয়েছেন এবং এখনও হচ্ছেন।

ইহুদী ও খ্রীষ্টান পাদ্রী এবং ঐতিহাসিকরা সাহাবায়ে কেরাম ও ইসলামের কৃতি সন্তানদের খুঁজে খুঁজে বের করে তাদের দোষত্রুটি বের করে অসংখ্য বই পুস্তক রচণা করেছে। মাওদুদী ও তার অনুসারী লেখকগণ ইহুদী ও খ্রীষ্টানদের কাজই আঞ্জাম দিচ্ছেন ও দিয়ে যাচ্ছেন। সাহাবাগণের সমালোচনা করতে গিয়ে মাওদুদী সাহেব নিজে নিজে একটি ''নীতিমালা'' তৈরী করেছেন। ঐ নীতি হচ্ছে —

''রাসুলে খোদাকে ছেওয়া আওর কেছিকো তানকীদ ছে বালাতর না ছমঝে'' অর্থাৎ — আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছাড়া অন্য কাউকেই সমালোচনার উর্দ্ধে মনে করবেনা।

এই নিজ নির্ধারিত নীতিমালা মোতাবেক মাওদুদী সাহেব বিভিন্ন সাহাবায়ে কেরামের অসংখ্য দোষত্রুটি খুঁজে খুঁজে বের করে ইসলামের গোড়ায় কুঠারাঘাত করেছেন। হজরত ওসমান, হজরত আলী, হজরত আয়েশা, হজরত আনাছ রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আন্‌হুম প্রমুখ সাহাবায়ে কেরামের এমন মারাত্মক দোষত্রুটি আবিষ্কার করেছেন - যাতে তাঁরা আর নির্ভরযোগ্য থাকছেন না। মাওদুদী সাহেব ''খেলাফত ও মুলুকিয়াত'' গ্রন্থে

pdf By Syed Mostafa Sakib

ইচ্ছামত সাহাবীদের বে লাগাম সমালোচনা করেছেন - যা শুনলে একজন ঈমানদারের কলিজায় আঘাত লাগে। ঐসব ঘটনার সত্যাসত্য যাচাই না করেই মাওদুদী সাহেব যেখানে যা দোষত্রুটি পেয়েছেন - বিনা বিচারে তাহা গ্রহণ করেছেন। তার অনুসারীরা তাকে অনুসরণ করে ঐসব ঘটনা লিখছে এবং প্রচার করছে। এভাবে তারা মুসলমানদের ঈমানকে হাল্কা ও নষ্ট করে দিচ্ছে। হযরত আনাছ (রাদি আল্লাহু আনহু) সম্পর্কে মাওদুদী সাহেব বলেছেন — "হযরত আনাছ (রাদি আল্লাহু আনহু) রাসুলের সমস্ত বিবিগণের সাথে একরাত্রে মিলনের যে বর্ণনা দিয়েছেন - তা অনুমান ভিত্তিক ছিল, অর্থাৎ — সত্য ছিলনা"। হযরত আয়েশা (রাদি আল্লাহু আনহা) সম্পর্কে বলেছেন — "তিনি শরীয়ত ভঙ্গ করে জঙ্গে জামালে হযরত আলীর বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন"। হযরত ওসমান (রাদি আল্লাহু আনহু) সম্পর্কে বলেছেন — "তিনি আপন গোষ্ঠীর প্রতি স্বজনপ্রীতি করে তাদেরকে সরকারী উচ্চপদ দিয়েছিলেন" ইত্যাদি। এমনিভাবে তিনি অসংখ্য অপবাদ সাহাবাগণের চরিত্রে লেপন করেছেন। দেখুন "খেলাফত ও মুলুকিয়াত এবং ইসলামী রেনেসাঁ আন্দোলন"।

মাওদুদী সাহেব "ইসলামের হাকীকত" বইয়ে লিখেছেন - "যে ব্যক্তি আল্লাহর বিধান পূর্ণ মানবে- সে পুরাপুরি মোমেন। আর যে অর্দ্ধেক মানে সে অর্দ্ধেক মুমিন- অর্দ্ধেক কাফের । আর যে দশ ভাগের এক ভাগ মানে - সে এক ভাগ মুমিন। আর যে বিশ ভাগের এক ভাগ মানে- সে বিশ ভাগের এক ভাগ মুমিন" (ইসলামের হাকীকত, পৃষ্ঠা ৬) এভাবে তিনি দুনিয়ার সমস্ত মুসলমানকে একই সাথে কিছু মুমিন ও কিছু কাফির সাব্যস্ত করেছেন। ঐ পুস্তকেরই ৪৮ পৃষ্ঠায় মাওদুদী সাহেব লিখেছেন — "হানাফী, শাফেয়ী, আহলে হাদীস - এগুলো দলাদলী। এইগুলোকে খতম করে মুসলমানদেরকে ঐক্যবদ্ধ করতে হবে। এসব দল সৃষ্টির অবকাশ ইসলামে নেই" (ইসলামের হাকীকত ৮৪ পৃষ্ঠা)

এভাবে তিনি মাযহাবকে অস্বীকার করেছেন। এখন যদি তাকে প্রশ্ন করা হয়— আপনার জামায়াতে ইসলামী কি একটি দল নয় ? এটা খতম করা কি ফরয নয় ? তখন জামাতীরা কি সদুত্তর দেবেন ? তাই তার কথামতে জামায়াতে ইসলামীকে খতম করা মুসলমানদের উপর এখন ফরয হয়ে পড়েছে। মাযহাব সম্বন্ধে মাওদুদী সাহেব

pdf By Syed Mostafa Sakib

লিখেছেন — "আমার অভিমত হলো, একজন আলেম বা বিদ্যান ব্যক্তির জন্য মাযহাবের অনুসরণ করা নাজায়েয। এমন কি — তার চেয়েও জঘন্যতর কিছু"। দেখুন - (রসায়েল ওমাসায়েল উর্দু ২৭৬ পৃষ্ঠা) মাওদুদী সাহেবের কথার মোদ্দা অর্থ এই দাঁড়ায় — "মাযহাব অনুসরণ করা বিদ্যান ব্যক্তিদের জন্য শুধু হারাম নয়- বরং শির্ক ও কুফর। কেননা, হারাম হচ্ছে কবিরা গুনাহ্-তার চেয়ে জঘন্যতর হচ্ছে শির্ক ও কুফর। মাওদুদী সাহেব সরাসরি শির্ক বললে সাধারণ মানুষ ক্ষেপে যাবে - তাই কৌশল করে বলেছেন "জঘন্যতর"।

মাওদুদী সাহেব মাযহাব অনুসারী মুসলমানের ব্যাপারে যে মন্তব্য করলেন - এর মধ্যে কারা কারা পড়েন — তাহা আমাদের দেখতে হবে। মাযহাব অনুসারীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য রয়েছেন হযরত গাউসুল আযম, ইমাম গাজ্জালী, ইমাম রাযী, জালালুদ্দীন সিউতি, মোল্লা আলী ক্বারী, খাজা মঈনুদ্দীন চিশ্‌তী, বাহাউদ্দীন নক্‌সবন্দ, মোজাদ্দিদে আলফেসানী, শায়েখ আব্দুল হক দেহলভী, শাহ আব্দুর রহিম, শাহ ওয়ালিউল্লাহ, শাহ আব্দুল আজিজ, শাহ ইমাম আহমাদ রেজা, নঈমুদ্দীন মুরাদাবাদী, শেরে বাংলা, আবেদ শাহ প্রমুখ সুন্নী পীর মাশায়েখ ও উলামায়ে কেরামগণ, শরীয়ত ও তরীকতের ইমামগণ এবং তাঁদের অনুসারী উলামাগণ। অপরদিকে - জৈনপুর, ফুরফরা, শর্ষিণা, দেওবন্দী উলামাগণ সকলেই হানাফী মাযহাবের দাবীদার অনুসারী। তবে কি মাওদুদী সাহেবের মতে তারাও মাযহাব অনুসরণ করে জঘন্যতর শির্ক ও কুফরী করেছেন?

দুঃখ হয় এদেশের একশ্রেণীর আলেম উলামা ও পীর মাশায়েখদের জন্য - তারা একদিকে হানাফী মাযহাব মানছেন - অপর দিকে জামায়াতে ইসলামীও করছেন। তাঁদের লাজলজ্জার বালাই নেই। তারা মুশরিক ও কাফির হতে রাজি - কিন্তু জামায়াতে ইসলাম ছাড়তে রাজি নন। এমন উক্তি অনেক হানাফী পীর ও আলেমরা করেছেন। তাদের নাম প্রয়োজনে প্রমাণসহ উল্লেখ করা যাবে।

আবার এমন অনেক পীর ও দরবার রয়েছে — যারা পাকিস্তান আমলে "মাওদুদী জামায়াতের স্বরূপ" বই লিখে তাদের বিরোধিতা করেছেন - কিন্তু বাংলাদেশ হওয়ার পর চুপ মেরে ছিলেন। হালে এসে আবার বিরোধিতা শুরু করেছেন। এই সুযোগে জামায়াতে ইসলাম বিনা বাধায় অনেকদুর অগ্রসর হয়ে বর্তমানে সরকারের

pdf By Syed Mostafa Sakib

অংশীদার হয়েছে। জে এমবি বোমা হামলা এবং ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে জামাতীরা ভিন্ন ভূমিকা গ্রহণ করে নিজেদের পৃথক সত্ত্বা ঘোষণা করেছে। এখন ঐসব বুজুর্গরা আবার সোচ্চার হয়ে উঠেছেন। কিন্তু পানি তো অনেক দুর গড়িয়ে গেছে। এই বিলম্ব-বিরোধিতার খেসারত তাদের এবং জনগণকেই দিতে হবে। এখন জামায়াতে ইসলাম অনেক সাবালোগ হয়েছেন - শক্তিশালী হয়েছে - এমনকি সামরিক শক্তিও অর্জন করেছে। জে এমবি বোমা হামলায় প্রমাণিত হয়েছে - তারা বোমা তৈরীর উন্নত টেকনোলজী রপ্ত করে ফেলেছে।

জীবন দর্শণ সম্পর্কে মাওদুদীর ৪টি মতবাদ ঃ

মাওদুদী সাহেব তার লিখিত "তাজদীদ ও ইহ্ইয়ায়েদ্বীন" বা ইসলামী রেনোসাঁ আন্দোলন পুস্তকে জীবন দর্শণ সম্পর্কে ৪টি মতবাদ উল্লেখ করেছেন। যথা, (১) - নির্ভেজাল জাহেলীয়াত বা কুফরী মতবাদ (২) - শির্ক মিশ্রিত জাহেলীয়াত (৩) - বৈরাগ্যবাদী জাহেলীয়াত (৪) - ইসলাম। তার মতে প্রথম তিনটিই শির্ক।

মাওদুদী সাহেব বর্তমান মুসলমানদের মধ্যে ২ ও ৩ নং জাহেলীয়াত আবিষ্কার করে বলেছেন - নির্ভেজাল জাহেলীয়াত বা কুফরী মতবাদের পর হচ্ছে এই দ্বিতীয় প্রকার জাহেলীয়াত (শির্ক মিশ্রিত জাহেলীয়াত) — এর স্থান। নবীগণের শিক্ষার প্রভাবে মানুষ (মুসলমান) এক মাত্র পরাক্রমশীল খোদার কর্তৃত্বের স্বীকৃতি দিয়েছে। সেখানে অন্যান্য খোদার অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়েছে সত্য - কিন্তু নবী - ওলি, শহীদ - দরবেশ, গাউস - কুতুব, উলামা - পীর এবং ইশ্বরের বরপুত্রদের ঐশ্বরিক কর্তৃত্ব কোন না কোন পর্যায়ে ধর্ম বিশ্বাসের মধ্যে স্থান লাভ করতে সক্ষম হয়েছে। অজ্ঞ লোকেরা মুশরিকদের খোদাগণকে পরিত্যাগ করে আল্লাহর সেই সব নেক বান্দাদেরকে খোদার আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত

pdf By Syed Mostafa Sakib

করেছে''.....। ''একদিকে মুশরিকদের ন্যায় পূজা - অর্চনার পরিবর্তে ফাতেহাখানী, যিয়ারত, নযরনিয়ায, উরূস, চাদর চড়ানো, তাজিয়া করা এবং এই ধরণের আরো অনেক ধর্মীয় কাজ সম্বলিত একটি নূতন শরীয়ত তৈরী করা হয়েছে। অন্যদিকে কোন তত্বগত দলীল প্রমাণ ছাড়াই ঐসব নেক লোকেদের জন্ম - মৃত্যু, আবির্ভাব - তিরোধান, কাশফ কারামত, ক্ষমতা - কর্তৃত্ব এবং আল্লাহর দরবারে তাদের নৈকট্যের ধরণ সম্পর্কে পৌত্তলিক মুশরিকদের পৌরানিক বাদের সঙ্গে সর্বক্ষেত্রে সামাঞ্জস্বশীল একটি পৌরানিকবাদ তৈরী করা হয়েছে। (বৈরাগ্যবাদী জাহেলিয়াত) — এর মত অছিলা, রূহানী মদদ প্রভৃতি শব্দগুলোর আড়ালে আল্লাহর বান্দাদের মধ্যকার যাবতীয় সম্পর্ককে ঐসব নেক লোকদের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছে'' .....। ''তবে পার্থক্য এতটুকু যে, তারা (মুশরিকরা) এই নিচের কর্মকর্তাদের প্রকাশ্যে উপাস্য, দেবতা, অবতার, অথবা ঈশ্বরের বরপুত্র বলে থাকে - আর এরা (তরিকতপন্থীরা) গাউস - কুতুব, আবদাল - আউলিয়া, আহলুল্লাহ - প্রভৃতি শব্দের আবরণে এদেরকে ঢেকে রাখে'' (ইসলামী রেনেসাঁ আন্দোলন পুরাতন মুল সংস্করণ ৬ পৃষ্ঠা এবং বর্তমান সংস্করণ ১৬ পৃষ্ঠা)

পর্যালোচনা ঃ — মাওদুদী সাহেব মুসলমান ও পীর দরবেশদেরকে এই ''জাহেলিয়াতে মুশরিকানা'' বা শির্ক মিশ্রিত জাহেলিয়াতের অন্তর্ভূক্ত করে পৃথিবীর কোটি কোটি মুসলমান ও চারতরীকার পীর মাশায়েখগণের ঈমানকে যে ভাবে কচুকাটা করলেন - এতে বোঝা যায় - তিনিও তার দল জামায়াতে ইসলামী ছাড়া সবাই শির্কের মধ্যে লিপ্ত রয়েছেন। এবার আমরা উপরে বর্ণিত মাওদুদী সংক্ষিপ্ত ও চাতুর্যপূর্ণ বাক্যাবলির সারমর্ম নিম্নে তুলে ধরেছি- তাতেই পরিষ্কার হয়ে যাবে - মাওদুদী জামায়াত কত জঘন্য।

pdf By Syed Mostafa Sakib

— ঃ মাওদুদীর মতে ঃ —

(১) — জাহেলিয়াতে মুশরিকানা বা শির্ক মিশ্রিত জাহেলিয়াতের মধ্যে বর্তমান মুসলমানরা লিপ্ত।

(২) — নবীজির প্রভাবে অন্যান্য খোদার কর্তৃত্ব বিলুপ্ত হয়েছে সত্য - কিন্তু মুসলমানরা কিছু নতুন খোদার কর্তৃত্ব তৈরী করেছে। এই নতুন খোদাগণ হলেন - নবী-ওলী, শহীদ - দরবেশ, গাউস - কুতুব, উলামা - পীর ও মাশায়েখগণের কর্তৃত্ব।

(৩) — ইসলাম ধর্মে উনাদের কর্তৃত্ব অজ্ঞ লোকেরা আবিষ্কার করেছে। (উল্লেখ্য, নবীগণের মোজেযা, ওলীগণের কারামত এবং তাছাররুফাতেমাওদুদী সাহেব নতুন খোদার কর্তৃত্ব বলেছেন)

(৪) — অজ্ঞ লোকেরা নেক বান্দাদেরকে খোদার আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে।

(৫) — মুশরিকরা পূজা - অর্চনা করে - আর জাহেল মুশরিক মুসলমানরা তার পরিবর্তে ফাতেহাখানি, যিয়ারত, নযর - নিয়ায, উরূয, চাদর চড়ানো, তাজিয়া এবং এই ধরণের অনুষ্ঠান করে। এটা তার ইসলামী শরীয়ত নয় - এটা জাহেল মুশরিক মুসলমানদের মনগড়া নূতন শরীয়ত।

(৬) — মুশরিক হিন্দুদের মত পৌরানিকবাদ অনুসরণ করে মুসলমানরা জন্ম-মৃত্যু, আবির্ভাব, তিরোধান, কাশফ - কারামত, ক্ষমতা, কর্তৃত্ব বা তাছাররুফাত সম্পর্কীয় পৌরানিকবাদ তৈরী করেছেন।

(৭) — বৈরাগ্যবাদী জাহেলিয়াত - এর মত মুসলমানরাও ওছিলা, রূহানী মদদ - প্রভৃতি শব্দের আড়ালে নেককার লোকদেরকে খোদার আসনে বসিয়েছে।

(৮) — মুশরিকরা খোদার পরে এই সব কর্মকর্তাদেরকে বলে উপাস্য দেবতার অবতার, ঈশ্বরের বরপুত্র ইত্যাদি - আর জাহেল মুসলমানরা বলে গাউস কুতুব, আবদাল, আউলিয়া আহলুল্লাহ প্রভৃতি। উভয়ের নামের মধ্যে শুধু পার্থক্য, মুলে তারা এক - অর্থাৎ — গাইরুল্লাহ।

(৯) — সর্ব প্রকারের যিয়ারত শির্ক। (রাসুলুল্লাহর রওজা মোবারকের যিয়ারতকেও এর অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

উপরোক্ত ৯টি পর্যালোচনার দ্বারা এই রায় ঘোষণা করা যায় যে,

(১) — মাওদুদী ও তার অনুসারী জামায়াতে ইসলাম ইসলামী জীবণ দর্শন সম্পর্কে সম্পূর্ণ ভূল তথ্য পেশ করে ইসলামের উপর ভীষণ যুলুম করেছে এবং তরীকতপন্থী ও মাযহাবপন্থী সমস্ত মুসলমানকে মুশরিক বলে আখায়িত করেছে। ইসলামী শরীয়তে নবীদের মজেযা, ওলীগণের কারামত ও ক্ষমতা স্বীকার করা হয়েছে অথচ মাওদুদীর জামায়াত তা অস্বীকার করেছে। সুতরাং তারা ইসলাম বহির্ভূত একটি পৃথক অমুসলিম দল ও সম্প্রদায় - যেমন কাদিয়ানীরা একটি অমুসলিম সম্প্রদায়। কাদিয়ানীদের সাথে ইসলামী সম্পর্ক গড়া যেমন হারাম - তদ্রুপ জামায়াতে ইসলামী বা মাওদুদী অনুসারীদের সাথেও ইসলামী সম্পর্ক স্থাপন করা হারাম।

(২) — কাদিয়ানী বিরোধি আন্দোলন যেমন ঈমানী আন্দোলন, তদ্রুপ মাওদুদী জামায়াত বিরোধি আন্দোলনও ঈমানী আন্দোলন।

(৩) — ইসলামের সাথে কাদিয়ানীবাদের যেমন কোন সম্পর্ক নেই - তদ্রুপ মাওদুদীবাদেরও কোন সম্পর্ক নেই।

(৪) — কাদিয়ানীরা প্রকাশ্যভাবে ইসলামী রীতিনীতি মানলেও খাতমে নবুয়তের অপব্যাখ্যা করে আক্বিদাগত কারণে কাফের। তদ্রুপ জামায়াতে ইসলামও প্রকাশ্যভাবে ইসলামী রীতিনীতি মানলেও ইসলামের অপব্যাখ্যার কারণে আক্বিদাগত দিক দিয়ে সমভাবে দায়ী।

(৫) — তাই কাদিয়ানীদের মতো মাওদুদী অনুসারীদেরকেও অমুসলিম ঘোষণা করা উচিৎ।

— ঃ সমাপ্ত ঃ —

pdf By Syed Mostafa Sakib

সুন্নী ও ওহাবীদের মধ্যে পার্থক্য

ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, সুন্নী ও ওহাবীদের মধ্যে বহু মৌলিক মতভেদ রহিয়াছে। সুন্নীগণ যে আক্বীদাহ্ বা ধারণাগুলিকে ঈমান মনে করিয়া থাকেন, সেগুলিকে শির্ক ও কুফ্র বলিয়া থাকে। যেহেতু আক্বীদাহ্ বা ধারণা সব সময়ে বোঝা যায় না, সেহেতু সুন্নী ভায়েরা অনেকসময়ে ধোকায় পড়িয়া যান। এইজন্য এখানে কিছু আমলী কথা লিপিবদ্ধ করিয়া দেওয়া হইতেছে, যাহাতে তাহাদের চিনিতে কোন প্রকার অসুবিধা না হয়। অবশ্য কিছু কিছু মসলা সুন্নী ভাইদেরও বিপরীত মনে হইবে। এই প্রকার কোন মসলা যখন সামনে চলিয়া আসিবে, তখন বিভ্রান্ত না হইয়া অন্য নির্ভরযোগ্য সুন্নী আলেমের সহিত যোগাযোগ করিয়া মসলাটি যাঁচাই করিবার চেষ্ট করিবেন। যদি মসলাটি সঠিক বলিয়া প্রমাণিত হইয়া যায়, তাহা হইলে খবরদার! খবরদার! এতদিন ছিল না, এখন নতুন নতুন মসলা বাহির হইতেছে ইত্যাদি বলিয়া কোন প্রকার মতভেদ সৃষ্টি করিবেন না। অন্যথায় একতা নষ্ট হইয়া যাইবে। সুন্নীয়াত দিনের পর দিন দুর্বল হইয়া পড়িবে। আবার দুর্ভাগ্যবশতঃ আপনি সুন্নী আলেমদিগের প্রতি রাগ করিয়া ওহাবী হইয়া যাইতে পারেন। আল্লাহ তায়ালা আমাদের সবাইকে সত্য জিনিষ মানিবার তৌফিক দান করেন। আমীন, ইয়া রব্বাল আ'লামীন।

(১) মাগরিব ছাড়া সমস্ত আজান ও জামায়াতের মাঝখানে 'সলাত' পাঠ করুন। ইহা জায়েজ। ফিক্হের কিতাবে এই মসলাকে তাসবীব বলা হইয়া থাকে। আজকাল অধিকাংশ মসজিদে ওহাবীরা জামায়াতের পূর্বে টাইম বলিয়া দিয়া থাকে। কিন্তু হুজুর পাকের প্রতি দরুদ, সালাম পাঠ করিতে রাজি নয়। নিম্নের ভাষায় সলাত পাঠ করা উত্তম— আস্ সলাতু অস্ সালামু আলাইকা ইয়া রাসুলাল্লাহ, আস্ সলাতু অস্ সালামু আলাইকা ইয়া হাবীবাল্লাহ ইত্যাদি।

(২) তাকবীরের সময় অবশ্যই বসিয়া থাকিবেন। যতক্ষণ পর্যন্ত 'হাইয়ালাস্ সলাহ্' অথবা 'হাইয়ালাল ফালহ্' না বলিবে ততক্ষণ পর্যন্ত দাঁড়াইবেন না। দাঁড়াইয়া তাকবীর শোনা মাকরূহ ও হাদীস বিরোধী কাজ।

pdf By Syed Mostafa Sakib

ইহা বর্তমানে সুন্নী, ওহাবীদের মধ্যে আলামত হইয়া গিয়াছে। সুন্নীগণ বসিয়া থাকেন এবং ওহাবীরা দাঁড়াইয়া থাকে।

(৩) পাঁচ ওয়াক্ত নামাজে সালাম ফিরাইবার পর ইমাম সাহেব ডান দিক অথবা বাম দিক ঘুরিয়া বসিবেন। ইহাই সঠিক — হাদীস সম্মত। কিন্তু ওহাবীরা কেবল ফজর ও আসরে ঘুরিয়া থাকে।

(৪) সমস্ত ওয়াক্তের আজান মুখে হউক অথবা মাইকে হউক, মসজিদের বাহিরে দিতে হইবে। এমনকি জুমার দিন খুতবার আজানও মসজিদের বাহিরে দেওয়া সুন্নাত। ওহাবীরা সমস্ত আজান মসজিদের ভিতরে দিয়া থাকে।

(৫) আজানে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের নাম শুনিলে দুই বৃদ্ধ আঙ্গুলে চুম্বন দিয়া চক্ষুতে বুলাইবেন। ইহা মুস্তাহাব। হাদীস পাকে ইহার প্রেরণা দেওয়া হইয়াছে। ইহার দুয়া — 'আন্‌তা কুর্রাতু আঁয়নী ইয়া রাসুলাল্লাহ্‌। হাদীস সম্মত এই কাজটি ওহাবীরা বিদ্রুপ করিয়া থাকে।

(৬) মসজিদে মসজিদে মীলাদ কিয়াম ব্যাপকভাবে চালু করিয়া দিন। বিশেষ করিয়া ফজর ও জুমার নামাজের পর চালু করিয়া দিন। ইন্‌শা আল্লাহ ওহাবীদের থেকে আপনাদের মসজিদ পবিত্র হইয়া যাইবে।

(৭) দাফনের পর কবরের নিকট আজান দিন। ইহা মুস্তাহাব। হানাফী মাযহাবের জগত বিখ্যাত কিতাব রদ্দুল মুহ্‌তারের মধ্যে এই আজানের বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। সুন্নী উলামায় কিরাম তাহাদের নিজ নিজ কিতাবে দাফনের পর আজানের বিবরণ দিয়াছেন। যথা — বাহারে শরীয়ত, কানুনে শরীয়ত, নিজামে শরীয়ত, আনওয়ারে শরীয়ত, আনওয়ারুল হাদীস, জান্নাতী জেওর, নুজহাতুল কারী শরহে বোখারী, মিরাতুল মানাজীহ শরহে মিশকাতুল মাসাবীহ ইত্যাদি। ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবী রহমা তুল্লাহি আলাইহি দাফনের পর আজান সম্পর্কে একটি স্বতন্ত্র রিসালা লিখিয়াছেন — 'ইজানুল আজার ফি আজানিল কবর'। ওহাবী সম্প্রদায় দাফনের পর আজান দেওয়ার ঘোর বিরোধী।

pdf By Syed Mostafa Sakib

pdf By Syed Mostafa Sakib

লেখকের কলমে প্রকাশিত

(১) — কুরয়ানের বিশুদ্ধ অনুবাদ 'কান্‌যুল ঈমান'
(২) — মোহাম্মাদ নুরুল্লাহ আলাইহিস্ সালাম
(৩) — সলাতে মোস্তফা বা সুন্নী নামাজ শিক্ষা
(৪) — সলাতে মোস্তফা বা সহী নামাজ শিক্ষা
(৫) — দুয়ায় মুস্তফা
(৬) — ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবী (জীবনী)
(৭) — 'ইমাম আহমাদ রেজা' পত্রিকা প্রথম হইতে ষষ্ঠ সংখ্যা
(৮) — সেই মহানায়ক কে?
(৯) — কে সেই মুজাহিদে মিল্লাত?
(১০) — তাবলিগী জামায়াতের গুপ্ত রহস্য
(১১) —'জান্নাতী জেওর' এর বঙ্গানুবাদ (প্রথম খন্ড)
(১২) — 'জান্নাতী জেওর' এর বঙ্গানুবাদ (দ্বিতীয় খন্ড)
(১৩) — 'আনওয়ারে শরীয়ত' এর বঙ্গানুবাদ
(১৪) — মাসায়েলে কুরবানী
(১৫) — হানিফী ভাইদের প্রতি এক কলম
(১৬) — নারীদের প্রতি এক কলম
(১৭) — সম্পাদকের তিন কলম
(১৮) — সম্পাদকের তিন প্রসঙ্গ
(১৯) —'সুন্নী কলম' পত্রিকা — তিনটি সংখ্যা
(২০) — তাম্বিহুল আওয়াম বর সলাতে অস্‌সালাম
(২১) — নফল ও নিয়্যাত
(২২) — দাফনের পূর্বাপর
(২৩) — 'আল্ মিস্‌বাহুল জাদীদ' এর বঙ্গানুবাদ
(২৪) — বালাকোটে কাল্পনিক কবর
(২৫) — ব্যাঙ্কের সুদ প্রসঙ্গ
(২৬) - ইমাম আহমাদ রেজা ও আশরাফ আলী থানুবী